সাধক পরিচিতি (১ম হিসসা)

আবু ছুওয়াইবাহ্ আবু কাব আবু আরিম আনীসুর রহমান

13 রবিউল আওয়াল, 1438 (14-12-2016)

|  |
| --- |
| website: abukab.weebly.com |

ফিহরিস্তি

|  |  |
| --- | --- |
| পেশ কালাম | 2 |
| আবু আয়েশা মাছরূক | 9 |
| আতা বিন আবু রবাহ | 10 |
| ছাফিয়া বিনতে শায়বা | 11 |
| তাউছ বিন কায়ছান | 12 |
| আমারা বিনতে আব্দুর রহমান | 13 |
| উম্মুল হাছান খায়রা | 14 |
| হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ | 15 |
| ওহাব বিন মুনাব্বিহ | 16 |
| ফাতিমা বিনতে মুনজির | 18 |
| রাবাব | 18 |
| হাফছা বিনতে ছীরীন | 19 |
| হাছান বসরী | 21 |
| জাবের ইবনে জায়েদ | 22 |
| উম্মে কুলছুম বিনতে আবু বকর | 24 |
| কাছেম বিন মুহম্মাদ | 25 |
| আবু জাফর বাকের | 25 |
| মুহম্মাদ ইবনে কাব কুরাজী | 27 |
| আব্দুল আজীজ ইবনে জুরাইজ | 30 |
| জাফর ছাদিক | 30 |
| ইবনে জুরাইজ | 31 |
| আবু হানীফা নুমান |  |
| আওজায়ী |  |
| মালিক বিন আনাছ |  |
| মাছমূদী |  |
| ফাতিমা বিনতে মালিক | 31 |
| ইবনে লাহিয়া | 32 |
| আবু আছিম নাবিল | 33 |
| উম্মে জুনুব | 33 |
| মুহম্মাদ ইবনুল হাছান | 34 |
| ইবনে মুবারক | 35 |
| হাফছ বিন গিয়াছ | 37 |
| ছুলায়হা |  |
| আবু জাকারিয়া ফাররা | 38 |
| শাফী | 39 |
| মুজানী |  |
| আরিম | 40 |
| আহমাদ | 41 |
| হুমাইদী |  |
| দারেমী |  |
| জুহলী | 42 |
| বুখারী | 45 |
| মুসলিম | 47 |
| আবু দাউদ |  |
| তিরমিজী |  |
| ইবন মাজাহ |  |
| নাছায়ী |  |
| তাবারানী | 48 |
| করীমা বিনতে আহমাদ | 50 |
| খতীব বাগদাদী | 51 |
| ইবনে হাজম | 51 |
| মায়ছিরিনী | 54 |
| ইবনে জাজলা | 54 |
| আবু তাহের ছিলাফী | 54 |
| ফখরুন্নেছা শুহদা | 55 |
| ইবনুল জওজী | 55 |
| জয়নুদ্দীন ইরাকী | 56 |
| ইবনে হাজার আছকালানী | 56 |

**পেশ কালাম**

আলহামদু লিল্লাহ। ...............

রসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় হাদীছের চেয়ে কুরআন শিখা ও লিপিবদ্ধ রাখার ব্যাপারে বেশি গুরত্ব দেয়া হয়। এটা করা হয় সঙ্গত কারণেই, কেননা অন্যান্য কিতাবপ্রাপ্ত জাতি বিপথগামী হয়েছিল মূলত তাদের কাছে আসা কিতাবকে অবিকৃত রাখতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে। পহেলা রসূল (ছ.) নিজে হাদীছ লিখতে নিষেধ করেন, তবে হাদীছ মুখস্ত করতে ও অন্যের কাছে পৌছাতে উৎসাহ দেন। পরে কিছু ছাহাবীকে হাদীছ লিখতে অনুমতি দেন। পর্যায়ক্রমে ছাহাবী, তাবিয়ী ও তাবে-তাবিয়ীগণ কর্তৃক হাদীছ হিফজকরণ ও দরছ দানের মাধ্যমে মুসলিমগণের মধ্যে হাদীছের চর্চা অব্যাহত থাকে। মালিক, আহমাদ ইবনে হাম্বল, বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারিমী, দারাকুতনী, বাইহাকী (রহমাতুল্লাহ আলাইহিম) প্রমুখ ইমামগণসহ আরো শত শত নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম হাদীছ সংগ্রহ ও বাছাই করে কিতাব আকারে প্রকাশ করেন। একই সাথে রাবী যাচাইয়ের জরূরত শুহুর হয় এবং এ বিষয়ে কিতাব রচনা করেন য়াহয়া ইবনে মাঈন (ম. ২৩৩ হি.), ইবনে হিব্বান, বুখারী, আরো অনেকে।

হাদীছ বাছাই প্রক্রিয়ায় এমন এক অদ্বিতীয় পদ্ধতি উদ্ভাবন ও অবলম্বন করা হয় যা অনেক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেও হার মানায়। এই প্রক্রিয়ার লক্ষ্য ছিল বাছাইকৃত হাদীছ যেন সন্দেহাতীতভাবে সত্য হয়। এই লক্ষ্যে হাদীছের বিশ্বসত্দতা প্রমাণে সূত্র পরম্পরায় প্রত্যেক মৌখিক সাক্ষ্যকে তালিকাভুক্ত করা হত এবং প্রত্যেক সূত্র বা সাক্ষীর নাম, ঠিকানা, জ্ঞান, চরিত্র, স্মরণশক্তি ইত্যাদি তথ্যও লিপিবদ্ধ করা হত। ইসলামী পরিভাষায় প্রত্যেক সাক্ষ্যদাতাকে বলা হয় ‘রাবী’ এবং সূত্রপরম্পরার তালিকাকে বলা হয় ‘সনদ’। ‘উসূলে হাদীছের’ বা হাদীছের বিশুদ্ধতা প্রমাণের কড়া ও বহুমুখী নিয়ম এই কারণে অত্যাবশ্যক ছিল যে, সাক্ষ্য ছাড়া কোন উক্তিই যেমন শুদ্ধ হিসাবে গণ্য করা যায় না, তেমনি মানুষের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার কারণে হয় মূল হাদীছ পরিবর্তিত হতে পারত, নয়ত বা হাদীছ বর্ণনাকারী হিসেবে সুনাম অর্জনের জন্য কারো মনগড়া কথা হাদীছ হিসাবে প্রচলিত হয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকত।

ইমাম য়াহ্য়া ইবন মাঈন বলেন, আমি জঈফ ও জাল হাদীছ এজন্য লিপিবদ্ধ করি যাতে ভবিষ্যতে এগুলোকে কেউ পরিবর্তন করে ছহীহ হাদীছ বানাতে না পারে।

ইবনে ছীরীন (ম. ১১০ হিঃ) বলেন, অবশ্যই এই এলেম (হাদীছের এলেম) দীন। অতএব যাচাই করে দেখ তোমরা কার কাছ থেকে দীন নিচ্ছ। তিনি বলেন: আগে সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হত না। কিন্তু যখন ফিতনা দেখা গেল তখন বলা হল, “তোমাদের লোকদের বিবরণ দাও” যদি দেখা যেত যে, বর্ণনাকারী ‘আহলে সুন্নাহ’ দলভূক্ত তাহলে তাঁদের বর্ণিত হাদীছ কবুল করা হত। কিন্তু ‘আহলে বিদআত’ দলভূক্ত হলে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হত না। বসরার কাযী ইয়াছ (ম. 122 হি:) বলেন, উল্টা পাল্টা হাদীছ বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ যে এমন করে সে অপমানিত হয়।

তাবেয়ী মদীনার কাযী ছাদ বিন ইবরহীম বলেন, রসূলের হাদীছ নির্ভরযোগ্য লোক ছাড়া কেউ বর্ণনা করতে পারবে না। ছুফিয়ান বিন উয়ায়না বলেন, “আমি জাবির জুফীর কাছে প্রায় তিরিশ হাজার এমন হাদীছ শুনেছি যার একটিও বর্ণনা করা জায়েয মনে করি না।”

আবু হানীফা (রহ.) বলেন, “যাদের সাথে আমার মুলাকাত হয়েছে তাদের মধ্যে জাবির জুফীর চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী কাইকে দেখি নি। (ইবনে হিব্বান)

ইমাম মুসলিম বলেন, যেসব যঈফ রাবীর বর্ণনা নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনার উলটা হয় সেসব রাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করা উচিত নয়। এরকম রাবীর উদাহরণ - ইবনে মুহাররার, এহিয়া রুহাবী, আবুল আতুফ, আব্বাদ বিন কাসীর, ইবনে জুমায়রা, উমার বিন সুহবান এবং এদের পদাংক অনুসরণকারীরা।

বর্ণনাকারী তার পূর্বের বর্ণনাকারীর নিকট থেকে নিজ কানে শুনেছেন, এই সাক্ষ্য দিতে হবে, অর্থাৎ যদি তিনি বলেন যে তিনি আরেকজন তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে শুনেছেন যিনি আগের মূল ব্যক্তির কাছ থেকে সরাসরি শুনেন নাই, – তাহলে তার এই বর্ণনা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। বর্ণনাকারী ও তার পূর্বের বর্ণনাকারীর জীবনকাল ও বাসস্থানও এমন হতে হবে যাতে তাদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ অসম্ভব না হয়। বর্ণনাকারী নিজেও হাদীছ-বিশারদ হতে হবে এবং সূত্র পরমপরার প্রত্যেক বর্ণনাকারীকেও জ্ঞানী, সত্যবান, সচ্চরিত্র ও পরহেজগার হতে হবে। তদুপরি তাদের স্মরণশক্তি পোক্ত হতে হবে।

ইমাম মুসলিম বলেন, “জঈফ হাদীছ বর্ণনা করার সময় জঈফ জানা সত্ত্বেও যারা মানুষের সামনে হাদীছের ত্রুটি তুলে ধরে না, তারা গুনাহ্গার হবে। আর সাধারণ মুসলিমদের কাছে প্রতারক বলে গণ্য হবে। কারণ যারা জঈফ হাদীছ শুনবে এবং সেগুলোর উপর আমল করবে অথচ ঐসব হাদীছ বেশিরভাগ ভিত্তিহীন মিথ্যা বানোয়াট।” ইমাম মুসলিম বলেন, পৃথিবীতে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল বর্ণনাকারীদের বর্ণিত অসংখ্য নির্ভুল ছহীহ

হাদীছের বিরাট ভান্ডার আমাদের সামনে বিদ্যমান থাকতে কোনভাবেই জঈফ হাদীছ গ্রহণ জরূরী না।

এভাবে রিজাল শাস্ত্রের বিকাশ ঘটে। তবে অনেকে রিজালবিদদেরকে আক্রমণ করে। যেমন বলে যে ইবনে মাঈন হাদীছের রাবীদেরকে খারাপ বলেন যা কোন ভালো কাজ নয়। এর জওয়াবে মাইছিরিনী বলেন,

*ইবনে মাঈন এক জামাতের সদস্য*

*তিনি যা বলেন সে সম্পর্কে জামাতের সকলে স্বাক্ষী।*

ইমাম মুসলিম বলেন, ইবনে উলাইয়ার মজলিসে এক লোক এক রাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করল। আফফান বললেন, “ঐ রাবী ছাবাত (নির্ভরযোগ্য) নয়।” তখন লোকটি বলল, “আপনি তার গীবত করলেন!” ইবনে উলাইয়া বললেন, “সে গীবত করে নি। সে বলেছে যে ঐ রাবী ছাবাত (নির্ভরযোগ্য) নয়।” [[1]](#footnote-1)

জখীরায়ে হাদীছ ও তাজকিরায়ে সাহাবা কিতাব দুটি লিখতে গিয়ে আমাকে রিজাল নিয়ে কিছু পড়তে হয় আর সেই পড়াশোনার ফসল এই কিতাবটি। আমি এই কিতাবে ইবনে হাজার আছকালানীর মন্তব্য অগ্রাধিকার দিয়েছি। কারণ আমি দেখেছি আছকালানী আগের আলিমদের মত যাচাই করেছেন। যেমন ..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ইবনে হাজার আছকালানীর মন্তব্য | অন্যদের মন্তব্য |
| উম্মে রাইহ রবাব | আছকালানী তাকে মকবুল বলেছেন। | জাহাবী বলেন, রাবাব অজ্ঞাত। তার থেকে হাফসাহ ছাড়া কেউ হাদীছ বর্ণনা করেনি। |
| আবু ছুফিয়ান তারিফ বিন শিহাব ছা’দী | আছকালানী বলেন, জঈফ। | বুখারী বলেন, শক্তিশালী নন। ইবনে মাঈন বলেন, জঈফ। নাছায়ী বলেন, জঈফ। |
| ছুম্মিয়াহ | আছকালানী তাকে মকবুল বলেছেন। | অজ্ঞাত। |
| আবু মুতাবিছ | আছকালানী তাকে লাইনুল হাদীছ (মকবুল) বলেছেন। | ইবনে মাঈন বলেন, ছিকাহ। |
| শহর বিন হাওশাব | আছকালানী বলেন, ছদূক, অনেক মুরছাল রেওয়ায়েত করেছেন। | ইবনে ছাদ বলেন, জঈফ। |
| ইবনে লাহিয়া | আছকালানী বলেন, ইবনে লাহিয়া ছদূক ছিলেন। বেশি বয়সে ইবনে লাহিয়ার কিতাব পুড়ে যায় এবং তার স্মৃতিও দুর্বল হয়। ফলে তিনি উল্টা-পাল্টা ও ভুল হাদীছ রেওয়ায়েত করতেন। | আহমদ বিন ছালিহ বলেন, ইবনে লাহিয়া ছিকাহ, তবে তিনি যেসব উল্টা-পাল্টা ও ভুল হাদীছ রেওয়ায়েত করেছেন সেগুলি বাতিল করতে হবে। আহমদ বিন হাম্বল বলেন, ইবনে লাহিয়ার রেওয়ায়েত নির্ভরযোগ্য নয়, তবে আমি তার হাদীছ সংকলিত করি অন্যান্য হাদীছের সাথে মিলিয়ে দেখার জন্য। য়াহয়া ইবনে মাঈন বলেন, ইবনে লাহিয়া জঈফ, তার রেওয়ায়েত নির্ভরযোগ্য নয়।  জাকারিয়া ছাজী ও আব্দুল গনী ইবনে ছাঈদ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব, আব্দুল্লাহ ইবনে য়াজিদ মুকরী এই তিন আব্দুল্লাহ যেসব হাদীছ ইবনে লাহিয়া থেকে রেওয়ায়েত করেছেন শুধু সেগুলিই গ্রহণযোগ্য। কারণ এরা তার পুরানা সাগরিদ। |

খলীফা উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (ম. ১০১ হিজরী) হাদীছ লিপিবদ্ধ করার ফরমান জারী করেন। তখন থেকেই হাদীছ কিতাব আকারে লিপিবদ্ধকরণ জোরদার হয়।

হাদীছ সংকলনকারীর কয়েকজনের তালিকা দেয়া হলো:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| হাদীছ সংকলনকারী | কিতাব | মন্তব্য |
| ইবনে আমর(ম. 62 হিজরী সন) | সহীফা ছাদিকা |  |
| হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (ম. 101) | সহীফা হাম্মাম | হাদীছ সংখ্যা = 138 |
| ইবনে শিহাব জুহরী (ম ১২৪) | মগাজি |  |
| আয়ুব সখতিয়ানী (ম 131) | হাদীছ আয়ুব | available |
| ইবনে ইছহাক (ম. 151) | সীরাত রসুলিল্লাহ | ইবনে হিশাম কর্তৃক সম্পাদিত |
| ইমাম মালেক (ম ১৭৯) | মুআত্তা | হাদীছ সংখ্যা = 1726 |
| ইমাম শাফেয়ী ২০৪ হি:। | মুছনাদ শাফিয়ী |  |
| তায়ালিছী (ম. 204 ) | মুছনাদ তায়ালিছী |  |
| আব্দুর রাজজাক (২১১) | মুছান্নাফ |  |
| আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (১৮১) | জুহদ |  |

তেছরা হিজরী শতকে সংকলিত কিতাব

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| হাদীছ সংকলনকারী | কিতাব | মন্তব্য |
| হুমায়দী (ম. 219) | মুছনাদ |  |
| ছাঈদ বিন মানসূর (.227) | ছুনান |  |
| ইবন আবী শায়বা (২৩৫) | মুছান্নাফ |  |
| ইসাহক বিন রাহওয়াইহ (২৩৮) | মুছনাদ | available |
| খলীফা বিন খাইয়াত(240/854CE) |  |  |
| আহমাদ বিন হাম্বাল ২৪১ | মুছনাদ |  |
| দারিমী (২৫৫ ) | ছুনান |  |
| বুখারী (২৫৬ ) | সহীহ | হাদীছ সংখ্যা= 2426 without repetition. |
| জুহলী ২৫৮ | জাহরিয়াত |  |
| মুসলিম ২৬১ | সহীহ | হাদীছ সংখ্যা = 4000 without repetition. |
| ইজলী (২৬১) |  |  |
| ইবন মাজাহ ২৭৩ | ছুনান |  |
| আবু দাউদ ২৭৫ | ছুনান |  |
| আবু হাতিম রাযী (২৭৭) | ছুনান |  |
| তিরমিজী (২৭৯) | জামি তিরমিজী |  |
| আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বাল (ম290) | কিতাবুছ ছুন্নাহ |  |
| বাজজার ২৯২ | মুছনাদ |  |
| নাছায়ী (৩০৩) | সুনান | হাদীছ সংখ্যা in Sugra=5761 |
| রুআনী (307) | ছুনান | পাণ্ডুলিপি মাহফুজ, এখনো ছাপা হয়নি |
| আবু ইয়ালা মুছিলী (307) | মুছনাদ |  |
| ইবন খুজায়মা ৩১১ | সহীহ |  |
| ছাররাজ ( 313) | মুছনাদ | পাণ্ডুলিপি মাহফুজ, এখনো ছাপা হয়নি |
| উকাঈলী ৩২২ |  |  |

চৌথা হিজরী শতকে সংকলিত কিতাব

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| হাদীছ সংকলনকারী | কিতাব | মন্তব্য |
| ইবন হিব্বান (৩৫৪) | সহীহ |  |
| তাবারানী (৩৬০ ) | মুজাম কবীর, মুজাম আওছাত, মুজাম ছগীর |  |
| বায়হাকী ৪৫৮ হি:। | দালায়েলুন নুবুওত |  |
| দারাকুতনী ৩৮৫ হি: |  |  |
| হাকিম (৪০৫) | মুছতাদরাক |  |
| খতীব বাগদাদী (৪৬৩ ) | তারীখ |  |
|  |  |  |

পরবর্তী জমানার তাহকীককারীগণের কিতাব

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| হাদীছ সংকলনকারী | কিতাব | মন্তব্য |
| ইবনু হাজম আন্দালূসী (৪৫৬) | মুহাল্লা বিল আছার |  |
|  |  |  |
| আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী (৫৯৭) | মওজুআত কবীর |  |
| ইবনে হাজার আছকালানী (৮৫২) | ইমতা, ফতহুল বারী |  |
| সূয়ূতী ৯১১ হি: | জামে ছগীর |  |

উসূলে হাদীছ এর কিছু মৌলিক নিয়ম কানুন ছিল এরূপ:

যঈফ হাদীছ যদি আমলযোগ্যই না হবে তাহলে হাদীছের কিতাবে যঈফ হাদীছ লিখা হল কেন? - এমন প্রশ্নের জওয়াবে ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, মুহাদ্দিছগণ অনেক সময় যঈফ রাবীদের বর্ণিত দুর্বল হাদীছকে সনাক্ত করার জন্য কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন।

হাদীছ ছাড়াও অন্য যে-কোন বিষয়ে জীবনে একটি মিথ্যা কথা বলেছেন, কিংবা কখনও শরীআতবিরোধী কোন কর্মে লিপ্ত হয়েছেন, অথবা কোন কর্মে দুর্বল চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন – এমন ব্যক্তির হাদীছও কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

এরকম কষ্টিপাথরে যাচাই করার পর স্বভাবতই হাজার হাজার বর্ণনাকারীর লক্ষ লক্ষ হাদীছ থেকে চূড়ান্তভাবে মাত্র কয়েক হাজার হাদীছ বিশুদ্ধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এভাবে ইমাম আহমাদ বিন্ হাম্বল (র.) প্রায় দশ লক্ষ হাদীছের মধ্যে ত্রিশ হাজার হাদীছ বাছাই করে একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। ইমাম বুখারী (র.) ছয় লক্ষাধিক হাদীছ থেকে আঠারো শতাধিক সাক্ষ্যদাতার মাধ্যমে ২৬০২টি হাদীছ চূড়ান্তভাবে বাছাই করে বিশুদ্ধ হাদীছ কিতাব সহীহ্ বুখারী সম্পাদনা করেন। (একই হাদীছের পৃথক সকল সনদকে আলাদা হিসাব করলে এই সংখ্যা বেড়ে প্রায় চার হাজারে দাঁড়ায়)। ছহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীছ কিতাবও একইভাবে সম্পাদিত হয়। তবে শুদ্ধতার ক্ষেত্রে বুখারী, মুসলিম ও মালিক (র) এর মুআত্তা নামীয় হাদীছ সংকলন সর্বাগ্রে।

সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে এমন প্রশ্ন অনেকের মনে আসতেই পারে যে তাহলে বাকী লক্ষ লক্ষ হাদীছ কি ভুল, মিথ্যা ও অগ্রহণযোগ্য ছিল? প্রকৃত পক্ষে এই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন করে অনেক বিধর্মী পন্ডিতও মুসলিমদের মনে সন্দেহ জাগানোর চেষ্টা করেছেন যে, লক্ষ লক্ষ হাদীছের মধ্যে যদি শতকরা প্রায় নব্বই ভাগই বর্জনীয় হয়, তাহলে বাকীগুলি বিশুদ্ধ হবে এমন নিশ্চয়তা কোথায়? আসলে এখানে দুটি ব্যাপার প্রণিধানযোগ্য, তার একটি হচ্ছে বাছাইপ্রক্রিয়া, যা আগেই বলা হয়েছে, এবং অন্যটি হচ্ছে হাদীছের সংখ্যার শুভঙ্করী হিসাব। হাদীছের প্রাথমিক হিসাব হাদীছের বর্ণনার বিষয় অনুযায়ী হয় না, হিসাব হয় প্রান্তিক বা সর্বশেষ বর্ণনাকারীর সূত্র-পরম্পরা বা সনদ অনুযায়ী। রসূলুল্লাহ্ (স)-এর ওফাতের পর ১০০ থেকে ২০০ বছরের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক হাদীছ একজনের কাছ থেকে দুইজন বর্ণনাকারী, পরে এই দুইজন থেকে চারজন বর্ণনাকারী – এরকম জ্যামিতিক হারে বর্ণনাকারীর সূত্র-পরম্পরার সংখ্যা বা ছনদ বেড়ে গিয়ে একটি হাদীছের সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রেই বর্ণনার সামান্য হেরফের হয়ে দশ, বিশ বা ততোধিক হাদীছে দাঁড়ায় এবং নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক ছনদকে একটি পৃথক হাদীছ হিসাবে গণনা করা হয়। স্বভাবতই ছনদ লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় কয়েক হাজার মূল হাদীছ কয়েক লক্ষে পরিগণিত হয়। বাছাই প্রক্রিয়ায় ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল সনদের হাদীছগুলি প্রথমেই বাদ পড়ে এবং ছহীহ প্রমাণিত হাদীছের একাধিক ছনদকে আলাদা করে না দেখানোর কারণে (মূলত কিতাবের কলেবর বহুগুণ বড় হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকায়) হাদীছ গ্রন্থে, বিশেষত বিশুদ্ধ বুখারী সংকলনে হাদীছের সংখ্যা কমে আসে।

হাদীছ বর্ণনাকারী মোট ‘রাবীর’ সংখ্যা ৮০ হাজার ৫ শত, তন্মধ্যে মাত্র চার হাজার চারশত জন নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হন। আর ইমাম বুখারীর মতে নির্ভরযোগ্য রাবীর সংখ্যা তিন হাজার আট শতের মত।

হাদীছবিশারদগণ তাদের বাছাই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত রূপ দিতে গিয়ে হাদীছের মান আনুযায়ী হাদীছকে বহু স্তরে এবং বহু ভাগে বিভক্ত করেছেন। (ছহীহ মুসলিমের মুকাদ্দামা দ্রষ্টব্য)।

তন্মধ্যে মূল বিভাগগুলি নিম্নরূপ:

১। ছহীহ্ বা বিশুদ্ধ: - সত্য ও বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে যে সকল হাদীছ সকল ক্ষেত্রেই উত্তীর্ণ ও সন্দেহাতীত। যেমন সহীহ্ বুখারী। কেবল এই শ্রেণীর হাদীছই ইসলামী তথা শরীআর আইন-কানুন তৈরীতে প্রযোজ্য, অন্য কোন স্তরের হাদীছ প্রযোজ্য নয়।

২। হাছান (ভাল): - এই স্তরের হাদীছগুলিকে বলা হয় প্রায় বিশুদ্ধ, অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছরূপে মেনে নেওয়া যায়। তবে এইগুলিকে কেবল এই কারণেই সন্দেহাতীত ও বিশুদ্ধ হিসাবে গণ্য করা হয় না যে, হাদীছের বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোন একজনের স্মৃতিশক্তি পূর্ণ মানসম্মত ছিল না, অর্থাৎ বর্ণনায় ভুল থাকতে পারে।

৩। জয়ীফ (দুর্বল):- যে সকল হাদীছের বিশুদ্ধ হিসাবে গণ্য হওয়ার মত গুণাবলীর অভাব আছে, তবে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় নাই। এসব হাদীছ ব্যক্তিগত পর্যায়ে অভ্যাস করা যায়, তবে মুসলিম সমাজের জন্য প্রযোজ্য (শরীআ) আইন প্রণয়নে ব্যবহার করা হয় না। বুখারী ও মুসলিম (রহ.) তাঁদের সংকলনে এই স্তরের হাদীছকে আদৌ স্থান দেন নি। (তিরমিজি স্থান দিয়েছেন, তবে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন)।

৪। আর বাকী সব হাদীছকে বর্ণনাকারীর বিভিন্ন রকম চারিত্রিক, মানসিক বা অভ্যাসগত দুর্বলতার কারণে ত্রুটিপূর্ণ, উপেক্ষণীয়, বর্জনীয় অথবা সরাসরি জাল বা মিথ্যা হাদীছরূপে বহুবিধ স্তর ও উপ-স্তরে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, কোন ইমামই এমন দাবী করেন নি যে, তাদের বিচারে/বাছাইয়ে বাদ পড়ে যাওয়া সকল হাদীছই অশুদ্ধ ছিল, বরং অনেক প্রকৃত হাদীছও সেসবের বর্ণনাকারীর বর্ণনা বা পরিচয়ের দুর্বলতার কারণে গৃহীত হয়নি। আর বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে কঠোর নিয়ম পালন না করলে দুর্বল হাদীছের সাথে যে-কোন লোকের বক্তব্যই হাদীছ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার সুযোগ থাকত। সুতরাং সুন্নী মুসলিম সমাজে সার্বজনীনভাবে যে-সকল হাদীছ বিশুদ্ধ হিসাবে স্বীকৃত, সেসব হাদীছ নিয়ে কোন রকম বিভ্রান্তির আদৌ কোন অবকাশ নেই। একজন মুসলিমের জন্য কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীছের বাইরে কোন মৌলিক নির্দেশ খোঁজার দরকার নেই। একারণে সন্দেহাতীত নয় এমন হাদীছের প্রতি বাড়তি আকর্ষণ দেখানোরও যৌক্তিকতা নেই।

আবু কাব আবু ছুওয়াইবাহ্ আবু আরিম আনীসুর রহমান

**আবু আয়েশা মাছরূক**

আবু আয়েশা মাছরূক (জন্মসন অজানা হি.-মওত 63 হি. ওয়াছিত) তাবেয়ী ছিলেন। তার পিতা আবদুর রহমান ইবনে মালেক। মাছরূক মানে চুরি হওয়া। শৈশবে তিনি চুরি হয়ে গিয়েছিলেন। হেজাজ ও কুফায় বাস করেন। ইবন মাছউদ (রা.)-এর প্রধান সাগরিদ।

উস্তাদ: আবু বকর, উমার ফারূক, উছমান, আলী, মুআজ ইবনে জাবাল, খাব্বাব ইবনুল আরাত, ইবন মাছউদ, উবাই ইবনে কাব, মুগীরা ইবনে শুবা, জায়েদ ইবনে ছাবিত, ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আয়েশা ছিদ্দীকা, উম্মে রুমান, ছাবীআ বিনতে হারিছ আছলামিয়া, উম্মে ছালামাহ, মাকিল বিন ছিনান।

সাগরিদ: মুহম্মদ বিন মুন্তাছির (ভাতিজা), শকীক বিন ছলমা আছাদি, মুসলিম বিন সাবিহ হামদানী, আবুল-দুহা, শা'বী, ইব্রাহিম নাখয়ী, আবু ইছহাক ছাবাইআই, য়াহয়া ইবনে ওয়াছাব, আবদুর রহমান ইবনে মাছউদ, সালিম বিন আসওয়াদ, আব্দুল্লাহ ইবনে মুররা, মাকহূল শামি, কুমাইর বিনতে আমর (মাছরূকের বিবি)।

কুরআনের তাফসিরে তার অনেক অবদান ছিল। হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারী 106টি, ছহীহ মুসলিম 67 টি, সুনান আবি দাউদ 22 টি, জামি তিরমিজী 27 টি, সুনানে নাছায়ী 54 টি, সুনান ইবনে মাজাহ 39টি।

উদাহরণ নিচে দেয়া হল:

বুখারী রেওয়ায়েত করেছেন আমাদেরকে হাদীছ বলেছেন হাফছ বিন উমার, তিনি শুবা থেকে, তিনি আশআছ থেকে, তিনি সালিম বিন আসওয়াদ থেকে, তিনি মাছরূক থেকে, আয়িশা বলেন, রসূল (ছ.) জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জন করা ডান দিক থেকে শুরু করতে ভালবাসতেন। (বুখারী 168)

বুখারী রেওয়ায়েত করেছেনে আমাদেরকে হাদীছ বলেছেন উমার বিন হাফছ, তিনি হাফছ বিন গিয়াছ থেকে, তিনি আমাশ থেকে, তিনি ইবনে মুররা থেকে, তিনি মাছরূক থেকে, তিনি ইবনে মাছউদ (রা.) থেকে, নবী (ছ.) বলেছেন, যারা শোকে গালে চপেটাঘাত করে, জামা ছেঁড়ে ও জাহিলী যুগের মত চিৎকার দেয়, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। (বুখারী 1294)

বুখারী রেওয়ায়েত করেছেন আমাদেরকে হাদীছ বলেছেন মূছা ইবন ইছমাঈল, তিনি ওয়াদা য়াশকারী থেকে, তিনি ফারাছ হামাদানী থেকে, তিনি শা'বী থেকে, তিনি মাছরূক থেকে। আয়িশা (রা.) বলেন, নবী (ছ.)-এর কোন বিবি তাকে বললেন, আমাদের মধ্য থেকে সবার আগে (মওতের পর) আপনার সাথে কে মিলিত হবে? তিনি বললেন, যার হাত লম্বা। তাঁরা একটি বাঁশের কাঠির সাহায্যে হাত মেপে দেখতে লাগলেন। ছাওদার হাত সকলের হাতের চেয়ে বেশি দরাজ বলে দেখা হল। পরে আমরা বুঝতে পারলাম যে, বেশি ছাদকা তাঁর হাত লম্বা করে দিয়েছিল। আমাদের মাঝে তিনি সবার আগে রসূল (ছ.)-এর সাথে মিলিত হন। তিনি ছাদকা করা ভালোবাসতেন। (বুখারী 1441)

আবু ইয়ালা রেওয়ায়েত করেছেন আমাদেরকে হাদীছ বলেছেন আবু খাইছামা, তিনি য়াকূব বিন ইবরহীম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি ইবনে ইছহাক থেকে, তিনি মুহম্মদ বিন আব্দুর রহমান থেকে, তিনি মুখাল্লাদ বিন ছাঈদ থেকে শাবী থেকে, তিনি মছরূক থেকে। উমার বললেন, হে মানুষ, আল্লাহর রসূল ও তার ছাহাবীদের মোহর চারশত দিরহাম বা তার কম হত। অতএব এর বেশি কেউ মোহর নির্ধারণ করবে না। এক কুরাইশ নারী এসে বললেন, হে ঈমানদারদের আমীর, আপনি চারশত দিরহামের বেশি মোহর নির্ধারণ করতে নিষেধ করছেন? তিনি বললেন, হা। নারী বললেন, আল্লাহ কুরআনে কী নাজিল করেছেন তা শোনেন নি? তিনি বললেন, সেটা কী? নারী বললেন, আল্লাহ বলেছেন, যদি তোমরা তাদের একজনকে অগাধ সম্পদও দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিও না (4:20)। উমার বললেন, হে আল্লাহ, মাফ করুন, সব লোক উমারের চেয়ে বেশি জানে। তিনি মিম্বরে উঠলেন ও বললেন, আমি চারশত দিরহামের বেশি মোহর নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন কেউ যা পছন্দ করে দিতে পারবে।

**আতা বিন আবু রাবাহ**

আতা বিন আবু রাবাহ (জন্ম 27 হি. মক্কা - ম: 114 হি] তাবেয়ী ছিলেন। থাকার স্থান: মক্কা

উস্তাদ: ইবনে আব্বাছ, ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনুল জুবায়ের, উসামাহ বিন যায়েদ, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, যায়েদ ইবনে আরকাম, আব্দুল্লাহ বিন ছাইব, আকিল ইবনে আবু তালিব, উমর ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব, উমর ইবনে আবু সালামা, রাফি বিন খাদীজ, আবু দারদা, আবু সাঈদ খুদরী, আবু হুরাইরা, আয়েশা বিনতে আবি বকর, উম্মে সালামা, উম্মে হানী, উম্মে কুর্জ, আত্তা্ব বিন উছাইদ, আওস ইবনে সামিত, ফজল ইবনুল আব্বাছ, সাফওয়ান ইবনে য়ালা বিন উমাইয়া, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনল আছ, উবাইদ ইবনে উমায়ের বিন কাতাদা, উরওয়া ইবনুল জুবায়ের, জাকওয়ান আবু সালাহ জাইয়াত, ছালিম বিন শাওয়াল, ছাইব বিন ফাররুখ, আবদুল্লাহ ইবনে ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবি মুলাইকা, অমর ইবনে আবু অমর, মূসা বিন আনাছ ইবনে মালেক, হাবিব ইবনে আবু ছাবিত।

সাগরিদ: আবু ইসহাক ছাবায়য়ায়ী, মুজাহিদ বিন জাবির, যুহরী, আয়ুব ছখতিয়ানী, হাকাম ইবনে উতায়বা, সুলায়মান Amash, আওজায়ী, ইবনে জুরাইজ, আব্দুল কারিম ইবনে মালেক, আমর ইবনে দীনার, ইবনে ইসহাক, য়াযীদ ইবনে আবু হাবিব, য়ুনুছ ইবনে উবাইদ ইবনে দীনার, জারীর ইবনে হাজীম, জাফর ইবনে ইয়াছ, জাফর ইবনে Brqan, জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী, হাবিব ইবনে শহীদ, হুসেন বিন Dhakwan Mua'lam, রাবাহ ইবনে আবু Ma'rwf, যায়েদ ইবনে আবু আনিসা, সালমা বিন কুহাইল হাদরামী, Aabad বিন Mnswr, আব্দুল্লাহ বিন আবি Najih, আবদুল আযীয বিন রাফি, আবদুল মালিক বিন উবাই, কাতাদা, ইমরান আল-Qsyr Yrwy, মুসলিম ইবনে ইমরান আল-Batayn মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা, আবু হানিফা, Matr বিন Tahman Waraq, Hmam বিন য়াহয়া ইবনে দিনার.

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারী 109 টি, সহীহ মুসলিম 103 টি, সুনান আবি দাউদ 90 টি, জামি তিরমিযি 46 টি, সুনান নাসাঈ 160 টি, সুনান ইবনে মাজাহ 66 টি.

**নাফি** **মাওলা ইবনে উমর**

নাফি মাওলা ইবনে উমর (জন্ম 30 হি মদিনা মৃত্যু: 117 বা 119 হি মদিনা) তাবেয়ী ছিলেন।  
থাকার স্থান: মদিনা

শিক্ষক: ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, আয়েশা বিনতে আবি বকর, উম্মে সালামা, আবু হুরাইরা, আবু Lubaba ইবনে আবদুল মুনযির, আবু সাঈদ আল-খুদরী, রাফি' বিন Khadij, আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, যায়েদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর, সলিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর, কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ, Safiyya বিনতে আবি উবাইদ Thaqafi, ইব্রাহিম ইবনে আবদুল্লাহ, সাঈদ ইবনে আবু হিন্দ, Mughira বিন হাকীম

শিক্ষার্থী: আবু বকর বিন নাফি Adwi, আবদুল্লাহ ইবনে দিনার, সালাহ বিন Kaysan, য়াহিয়া বিন সাঈদ আনসারী, 'আব্দ Rabba থেকে বিন সাঈদ ইবনে কায়স ইবনে আমর Yonus ইবনে উবাইদ ইবনে দীনার, ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবিব, আবু ইসহাক Sabay'ai, যুহরী, মুসা ইবনে উকবা, Maymun বিন Mahran মুহম্মাদ ইবনে Ajlan মাদানি, আয়ুব Sakhtiyani, জারীর ইবনে Hazim বিন যায়েদ, হাকাম ইবনে Utayba, সা'দ ইবনে ইব্রাহিম, আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ ইবনে আবু হিন্দ, ওবায়দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে হাফস, ইবনে Jurayj, Awza'i, ইবনে ইসহাক, আব্দুল কারিম ইবনে মালেক, আতা ইবনে আবু মুসলিম, Lyth ইবনে আবু সুলাইম মুহাম্মাদ ইবনে Suqah, হিশাম ইবনে সাদ আল-মাদানি, Matr বিন Tahman Waraq, ইমাম মালিক, ইসমাইল বিন উমাইয়া ইবনে আমর, উসামা ইবনে যায়েদ Lythy, ইসমাইল বিন ইব্রাহিম ইবনে উকবা, আইয়ুব বিন মুসা ইবনে আমর ইবনে সাঈদ, Bukayr ইবনে আব্দুল্লাহ বিন Ashj, Y'la বিন Hkym Thqfy, Jawayriyya বিন আসমা ইবনে উবাইদ, হামিদ বিন জিয়াদ, Hanzala ইবনে আবু সুফিয়ান ইবনে আব্দুর রহমান, Skhr বিন Jwyryh, দাহহাক বিন উসমান, ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবু জাফর, উমার ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ, ঈসা ইবনে হাফস ইবনে আসিম ইবনে উমর, Yonus বিন ইয়াযীদ ইবনে আবুল-Nijad, Falayh বিন Suliaman, কাসীর বিন Frqd মাদানি, ওয়ালিদ বিন কাসীর Makhzumi, শোয়ায়েব ইবনে আবু হামজা, লাইস বিন সাদ

বর্ণনা: সহীহ বুখারী: 414 সহীহ মুসলিম: 356 সুনান আবি দাউদ: 215 জামি 'আল-তিরমিযি: 134 সুনান নাসাঈ: 272 সুনান ইবনে মাজাহ: 189

**ছাফিয়া বিনতে শায়বা**

ছাফিয়া বিনতে শায়বা তাবেয়ী ছিলেন, যদিও অনেকে বলেছেন তিনি ছাহাবী ছিলেন। তার পিতা শায়বা ইবনে উছমান।

উস্তাদ: উছমান ইবনে তালহা, আয়েশা, উম্মে হাবীবা, উম্মে সালামা, আছমা, উম্মে উছমান বিনতে শায়বা।

সাগরিদ: নাফী, মনছূর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে তালহা (বেটা), আবদুল হামীদ বিন জুবাইর ইবনে শায়বা, মুসলিম বিন ছাফওয়ান, মামার বিন রশীদ।

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারী 9টি, ছহীহ মুসলিম 11 টি, সুনান আবি দাউদ 15 টি, জামি তিরমিজী 3 টি, সুনানে নাসাঈ 11 টি, সুনান ইবনে মাজাহ 9 টি।

বুখারী রেওয়ায়েত করেছেন আমাদেরকে হাদীছ বলেছেন আদম; তিনি শুবা থেকে, তিনি আমর বিন মুররা থেকে, তিনি হাছান বিন মুসলিম বিন য়ান্নাক থেকে, তিনি ছাফিয়া বিনতে শায়বা থেকে, আয়িশা (রা.) থেকে। জনৈক আনসারী মহিলা বিবাহ করে। এরপর সে রোগে আক্রান্ত হল। ফলে তার সব চুল ঝরে যায়। লোকজন তাকে পরচুলা লাগিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। আর তারা নবী (ছ.)-এর কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বলেন, আল্লাহ লানত করেন ঐসব নারীকে যারা নিজেরা পরচুলা লাগায় এবং যারা অপরকে তা লাগয়। (বুখারী 5997)

মুসলিম রেওয়ায়েত করেছেন আমাদেরকে হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ বিন মুছান্না, তিনি আব্দুর রহমান বিন মাহদী থেকে, তিনি ছুফিয়ান ছওরী থেকে, তিনি মানছূর বিন ছাফিয়া থেকে, তিনি তার মা থেকে। আয়িশা (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ (ছ.)-এর ইন্তেকাল হয়েছে, সে সময়ে আমরা দুটি কালো বস্তু তথা পানি ও খুরমা খেয়েই তুষ্ট থাকতাম। (মুসলিম 7646)

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেছেন আমাদেরকে হাদীছ বলেছেন মুছাররাফ ইবন আমর, তিনি য়ুনুছ বিন বুকায়র থেকে, তিনি ইবনে ইছহাক থেকে, তিনি মুহম্মদ বিন জাফর বিন জুবাইর থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ থেকে। সাফিয়্যা বিনতে শায়বা বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ্ (ছ.) স্বস্তি লাভের পর উটে উঠে তাওয়াফ করেন। ঐ সময় তিনি হজ্জের আসওয়াদকে তাঁর হাতের লাঠির সাহায্যে (ইশারায়) চুম্বন করেন। তিনি বলেন, আমি এই দৃশ্য দেখেছি। (আবু দাউদ 1878, হাছান)

আমি এই দৃশ্য দেখেছি – এই বক্তব্য কার সে নিয়ে নানা রকম আলোচনা আছে।

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেছেন আমাদেরকে হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ বিন উবায়েদ, তিনি মুহম্মদ বিন ছওর থেকে, তিনি মামার থেকে, তিনি ছাফিয়া বিনতে শায়বা থেকে, উম্মু ছালামা (রা.) থেকে। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাজিল হয় - ‘‘মহিলারা যেন তাদের দেহকে চাদর দিয়ে আবৃত করে।”তখন আনছার নারীরা কালো কাপড়ে শরীর ঢেকে এমনভাবে বের হত যে, মনে হত তাদের মাথার উপর কাক বসে আছে। (আবু দাউদ 4101)

তিরমিজী রেওয়ায়েত করেছেন আমাদেরকে হাদীছ বলেছেন মাহমূদ বিন গায়লান, তিনি আবু নুআইম (ফজল বিন দুকাযন) থেকে, তিনি ছুফিয়ান ছওরী থেকে, তিনি ছলমা বিন কহাইল থেকে, তিনি আবু ইদরীছ থেকে, তিনি মুসলিম বিন ছাফওয়ান থেকে। ছাফিয়্যা বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর এই ঘরের (কাবা) বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা হতে মানুষ বিরত থাকবে না। অবশেষে একটি বাহিনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে যখন বাইদা উপত্যকা অথবা খোলা ময়দানে হাজির হবে তখন তাদের সম্মুখ-পিছনের সবাইকে নিয়ে জমিন ধসে যাবে। তাদের মধ্যভাগের মানুষও মুক্তি পাবে না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তাদের মধ্যে যেসব লোক মজবুর হয়ে শরীক হবে তাদের কি হবে? তিনি বললেন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের অন্তরের নিয়্যাত অনুসারে উঠাবেন। (তিরমিজী 2184, তিরমিজী বলেন, এ হাদীছটি হাছান ছহীহ।)

নাছায়ী রেওয়ায়েত করেছেন আমাদেরকে হাদীছ বলেছেন ইবরাহীম ইবন য়াকুব, তিনি আহমদ বিন ইছহাক থেকে, তিনি ওহায়েব বিন খালিদ থেকে, তিনি মানছূর বিন ছাফিয়া থেকে, তিনি তার মা থেকে, তিনি আয়িশা (রা.) থেকে। রাসুলুল্লাহ (ছ.) বলেছেন, তোমরা নিজেদের মৃত ব্যক্তিদের “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” ইয়াদ করিয়ে দাও। (নাছায়ী 1827)

**তাউছ বিন কায়ছান**

আবু আবদুর রহমান তাউছ (জন্ম 30 হি. ইয়েমেন- ম: 106 হি] তাবেয়ী ছিলেন। পিতা কায়ছান ইয়েমেনী জানাদী, মা ইরানী। ইবনে আব্বাছ (রা.)-এর প্রধান সাগরিদ।

উস্তাদ: ইবনে আব্বাছ, ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আবু হুরায়রা, আয়েশা, যায়িদ ইবনে সাবিত, যায়েদ ইবনে আরকাম, ছুরাকা ইবনে মালেক, সাফওয়ান বিন উমাইয়া, আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ।

সাগরিদ: জুহরী, ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ, সুলায়মান ইবনে আবী মুসলিম, মুহম্মদ বিন মুসলিম, ইব্রাহিম বিন মায়ছারা, হাবিব বিন আবি সাবেত, হাকাম ইবনে উতায়বা, হাছান বিন মুসলিম, সুলায়মান বিন মুসা, আব্দুল কারিম ইবনে মালেক, আবদুল করিম ইবনে আবীল মুখারক জাজাইরী, আবদুল মালেক ইবনে মায়ছারা, আমর ইবনে শুআইব ইবনে মুহম্মাদ, আমর ইবনে দীনার, আমর বিন মুসলিম জানাদী, কায়স ইবনে সাদ, মুজাহিদ, লাইছ ইবনে আবী সুলাইম, হিশাম বিন হুজাইর।

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারী 81টি, ছহীহ মুসলিম 85 টি, সুনান আবি দাউদ 44 টি, জামি তিরমিজী 31 টি, সুনানে নাছায়ী 106 টি, সুনানে ইবনে মাজাহ 40টি।

উদাহরণ নিচে দেয়া হল:

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ বিন মুছান্না, তিনি ইবনে খাজিম থেকে, তিনি আমাশ থেকে তিনি মুজাহিদ থেকে তিনি তাউছ থেকে। ইবন আব্বাছ (রা.) বলেন, নবী (ছ.) একদা দুইটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তিনি বললেন, এদের আজাব দেয়া হচ্ছে, কোন বড় পাপের জন্য তাদের আজাব দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব হতে সতর্ক থাকত না। আর অন্যজন চোগলখোরী করে বেড়াত। তারপর তিনি একখানি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে ভেঙ্গে দু’ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরের উপর একটি করে গেড়ে দিলেন। সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কেন এমন করলেন? তিনি বললেন, আশা করা যায় যবতক না এ দুইটি শুকিয়ে যায় তাদের আজাব কিছুটা হালকা করা হবে। (বুখারী ২১৮, মুসলিম, নাছায়ী 31)

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আবূ আছিম, তিনি ইবনে জুরায়েজ থেকে, তিনি হাছান বিন মুসলিম বিন য়ান্নাক থেকে, তিনি তাউছ থেকে। ইবনে আব্বাছ (রা.) বলেন, আমি নবী (ছ.), আবূ বকর, উমর, এবং উছমান (রা.) এর সঙ্গে সালাতে হাজির ছিলাম। তারা সবাই খুতবার আগে সালাত পড়তেন। (বুখারী 962)

মুসলিম রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন কুতায়বা ইবন ছাঈদ, তিনি ইমাম মালিক থেকে, তিনি মুহম্মদ বিন মুসলিম থেকে, তিনি তাউছ থেকে। ইবন আব্বাছ (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ (ছ.) তাদেরকে যেমন কুরআনের সুরা শিখাতেন তেমনি এক দুআও শিখাতেন। বলতেন, বল: {হে আল্লাহ! তোমার কাছে পানাহ চাই জাহান্নামের আজাব থেকে, তোমার কাছে পানাহ চাই কবরের আজাব থেকে, তোমার কাছে পানাহ চাই মসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং তোমার কাছে পানাহ চাই জীবন-মরনের ফিতনা থেকে।} (মুসলিম 1361)

**আমারা বিনতে আব্দুর রহমান**

আমারা বিনতে আবদুর রহমান (জন্ম মদিনা-ম. 98 হি) তাবেয়ী ছিলেন। পিতা আবদুর রহমান ইবনে সাদ ইবনে জুরারা (সাহাবী), ভাই মুহম্মদ ইবনে আবদুর রহমান। আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.)-এর প্রধান সাগরিদ। তিনি ছিলেন মদীনার বাশিন্দা।

উস্তাদ: আয়েশা ছিদ্দিকা, উম্মে হিশাম বিনতে হারিছা ইবনুল নুমান, হাবিবা বিনতে ছাহল ইবনে ছালাবা, হামানা বিনতে জাহশ।

সাগরিদ: মুহম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হারিছা, মুহম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সাদ, য়াহয়া ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান, আবু বকর ইবনে মুহম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাজম, আব্দুল্লাহ ইবনে আবী বকর বিন মুহম্মদ বিন আমর ইবনে হাজম, জুহরী, উরওয়া ইবনে জুবাইর, সুলায়মান ইবনে য়াছার।

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারী 39 টি, ছহীহ মুসলিম 36 টি, সুনান আবি দাউদ 29 টি, জামি তিরমিজী 10 টি, সুনানে নাছায়ী 50 টি, সুনান ইবনে মাজাহ: 25 টি।

উদাহরণ নিচে দেয়া হল:

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আব্দুল্লাহ বিন য়ুছুফ, তিনি মালিক থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর বিন আমর বিন হাজম থেকে, তিনি আমারা থেকে, তিনি জিয়াদ ইবন আবূ ছুফিয়ান হতে, তিনি আয়িশাহ (রা.)-এর কাছে পত্র লিখলেন যে, ইবন আববাস (রা.) বলেছেন, যে কুরবানীর পশু (মক্কা্) পাঠায় তা জবেহ না করা তক তার জন্য ঐ সব কাজ হারাম হয়ে যায়, যা হাজীদের জন্য হারাম। আমরাহ বলেন, আয়িশাহ (রা.) বললেন, ইবন আববাছ (রা.) যেমন বলেছেন, ব্যাপার তেমন নয়। আমি নিজ হাতে আল্লাহর রসূল (ছ.)-এর কুরবানীর পশুর মালা পাকিয়ে দিয়েছি আর তিনি নিজ হাতে তাকে মালা পরিয়ে দেন। এরপর আমার পিতার সঙ্গে তা পাঠান। সে জানোয়ার জবেহ করা পর্যন্ত আল্লাহ কর্তৃক হালাল করা কোন বস্তুই আল্লাহর রসূল (ছ.)-এর জন্য হারাম হয়নি। (বুখারী ১৭24)

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আব্দুল্লাহ বিন য়ুছুফ, তিনি ইমাম মালিক থেকে, তিনি য়াহ্য়া বিন ছাঈদ থেকে, তিনি আমরাহ বিনতু আবদুর রহমান হতে। বারীরাহ (রা.) একবার উম্মুল মুমিনীন আয়িশাহ (রা.)-এর কাছে সাহায্য চাইতে এলেন। তখন তিনি বললেন, তোমার মালিক পক্ষ চাইলে আমি তাদের এক সাথেই তোমার মূল্য দিয়ে দিব এবং তোমাকে মুক্ত করব। বারীরাহ (রা.) মালিক পক্ষকে তা বললেন, কিন্তু জবাবে তারা বলল, তোমার ওয়ালা আমাদের থাকবে; এছাড়া আমরা সম্মত নই। (রাবী) মালিক (রহ.) বলেন, য়াহ্য়া বলেন, আমারা (রহ.) ধারণা করেন যে, আয়িশাহ (রা.) রসূলুল্লাহ (ছ.)-এর কাছে তা উত্থাপন করেছিলেন, তখন রসূলুল্লাহ (ছ.) বলেছিলেন, তুমি তাকে খরিদ করে আজাদ কর। কেননা, ওয়ালা তারই হবে, যে আজাদ করে। (বুখারী ২৫৬৪)

মুসলিম রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন দারিমী, তিনি য়াহয়া বিন হাছ্ছান থেকে, তিনি ছুলায়মান বিন বিলাল তায়মী থেকে, তিনি য়াহ্য়া বিন ছাঈদ থেকে, তিনি আমরাহ থেকে তার বোনের সূত্রে। তিনি বলেন, আমি সূরা কাফ রসূলুল্লাহ (ছ.)-এর জবান হতে শুনে শুনে হিফজ করেছি। তিনি এই সূরাটি প্রত্যেক জুমুআর দিনে তিলাওয়াত করতেন। (ছহীহ মুসলিম 2049)

ইমাম আবু দাউদ বলেন, এই হাদীছের অন্য সনদে ‘আমরাহ্‌’ থেকে উম্মে হিশাম বিনতে হারিছা ইবনুন্‌ নুমান হতে বর্ণিত। (এতে বুঝা যায় যে, বর্ণনাকারীনির নাম ছিল উম্মে হিশাম) (আবূ দাউদ 1102)

**উম্মুল হাছান খায়রা**

উম্মুল হাছান খায়রা তাবেয়ী ছিলেন। উম্মে ছালামার মুক্তদাসী। মদিনা ও বাসরাতে বাস করেন।   
  
উস্তাদ: উম্মে ছালামা, আয়েশা ছিদ্দিকা।   
সাগরিদ: হাছান বাসরী, ছাঈদ ইবনে আবিল হাছান, হাফছা বিনতে ছীরীন।

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ মুসলিম 2টি, সুনান আবি দাউদ 2 টি, জামি তিরমিজী 2 টি, সুনানে নাছায়ী 1 টি, সুনানে ইবনে মাজাহ 1টি।

উদাহরণ নিচে দেয়া হল:

মুসলিম রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ বিন মুছান্না আম্বারী, তিনি আব্দুল ওহাব থেকে, তিনি য়ুনুছ বিন য়াজীদ থেকে, তিনি হাছান বছরী থেকে তাঁর মাতার সূত্রে। আয়িশা (রা.) বলেন, আমরা রসুলুল্লাহ (ছ.)-এর নাবীজ প্রস্তুত করতাম যেটির মুখ বন্ধ থাকত উপরের দিকে এবং যেটির (নিচের দিকে) অনেকশুলো ছিদ্র ছিল। আমরা সকালে নাবীজ তৈরি করলে রাতেই তিনি পান করতেন। আবার রাতে করলে সকালেই তিনি পান করতেন। (মুসলিম 5350)

মুসলিম রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আবু বকর ইবনে আবু শায়বা, তিনি ইছমাইল বিন ইবরহীম থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন আওন থেকে, তিনি হাছান বছরী থেকে তাঁর মাতার সূত্রে উম্মে ছালামা (রা.) থেকে। নবী (ছ.) বলেন, একদল বিদ্রোহী আম্মারকে কতল করবে। (মুসলিম 7508)

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আবদুল্লাহ্ ইবন আমর, তিনি আব্দুল ওয়ারাছ থেকে তিনি য়ুনুছ বিন য়াজীদ থেকে, তিনি হাছান বছরী থেকে তাঁর মাতার সূত্রে। তিনি উম্মে ছালামা (রা.)-কে দেখেছেন যে, তিনি ছেলে শিশুদের শক্ত খাবার গ্রহনের আগ পর্যন্ত তাদের পেশাব করা কাপড়ের উপর পানি ঢালতেন। এরপর তারা (শিশুরা) শক্ত খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হলে তাদের পেশাবকৃত কাপড় ধুইতেন এবং তিনি মেয়ে শিশুদের পেশাবের কাপড়ও ধূইতেন। (আবু দাউদ 379)

তিরমিজী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ বিন বাশার থেকে, তিনি হাম্মাদ বিন মছদহ থেকে, তিনি মায়মুন বিন মূছা থেকে, তিনি হাছান বছরী থেকে তাঁর মাতার সূত্রে। উম্মে ছালামা (রা.) বলেন, নবী (ছ.) বিতরের পরে দুই রাকাত ছলাত পড়তেন। (তিরমিজী 471, ইবনে মাজাহ)

নাছায়ী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ বিন ইছহাক থেকে, তিনি হাছান বিন মূছা থেকে, তিনি শায়বান থকে, তিনি কাতাদা থেকে, তিনি হাছান বছরী থেকে তাঁর মাতার সূত্রে। আয়িশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (ছ.) ওজু করতেন এক মুদ পানি দ্বারা এবং গোসল করতেন এক ছা’ পানি দ্বারা। (নাছায়ী 347)

**হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ**

আবু উতবা হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (জন্মসন অজানা -মৃত্যু 132 হি.) তাবেয়ী ছিলেন। ইয়েমেন ইহুদী জাতির লোক, ইসলাম-কবুলকারী। তার ভাই ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ বেশি বিখ্যাত।

উস্তাদ: আবু হুরাইরা, ইবনে আব্বাছ, ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর।

সাগরিদ: ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ, আকিল বিন মাকিল বিন মুনাব্বিহ, মামার বিন রশীদ।

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারী: 69 টি ছহীহ মুসলিম: 88 টি সুনান আবি দাউদ 20টি, জামি তিরমিজী 13 টি সুনানে নাছায়ী 10টি, সুনান ইবনে মাজাহ: 3 টি

উদাহরণ নিচে দেয়া হল:

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আলী ইবনুল মাদিনী, তিনি ছুফিয়ান বিন উয়ায়না থেকে, তিনি আমর বিন দীনার থেকে, তিনি ওহাব বিন মুনাব্বিহ থেকে, তিনি হাম্মাম থেকে। আবূ হুরাইরাহ (রা.) বলেন, নবী (ছ.)-এর সহাবীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) ছাড়া আর কারো কাছে আমার চেয়ে বেশি হাদীছ নেই। কারণ তিনি লিখতেন, আর আমি লিখতাম না। (বুখারী ১১৩)

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আলী ইবনুল মাদিনী, তিনি ছুফিয়ান বিন উয়ায়না থেকে, তিনি আমর বিন দীনার থেকে, তিনি ওহাব বিন মুনাব্বিহ থেকে, তিনি হাম্মাম থেকে। আবূ হুরাইরাহ (রা.) বলেন, নবী (ছ.)-এর সহাবীগণের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা.) ছাড়া আর কারো কাছে আমার চেয়ে বেশি হাদীছ নেই। কারণ তিনি লিখতেন, আর আমি লিখতাম না। (বুখারী ১১৩)

নাছায়ী রেওয়ায়েত করেন খবর দিয়েছেন মুহম্মদ বিন মুছান্না, তিনি আব্দুর রহমান থেকে, তিনি ছুফিয়ান ছওরী থেকে, তিনি আবু মূছা আশআরী থেকে, তিনি ওহাব বিন মুনাব্বিহ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাছ থেকে, নবী (ছ.) বলেন: "যে জঙগলে থাকে সে রুক্ষ হয়, যে শিকারের পিছু নেয় সে অন্য সব কিছু ভুলে যায়, যে সুলতানের অনুসরণ করে সে ফিতনায় পতিত হয়। (নাছায়ী 4309)

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেন খবর দিয়েছেন নূহ বিন হাবীব থেকে, তিনি আব্দুর রাজ্জাক থেকে, তিনি মামার থেকে, তিনি ছিমাক বিন ফাজল থেকে তিনি ওহাব বিন মুনাব্বিহ থেকে, তিনি ইবনে আমর থেকে। তিনি একদা নবী (ছ.)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে কুরআন কত দিনে খতম করা উচিত। তিনি বলেন, চল্লিশ দিনে, এরপর বলেন, এক মাসে। পরে তিনি বলেন, বিশ দিনে। এরপর তিনি পনের দিন, দশ দিন ও সাত দিনের কথা উল্লেখ করেন এবং সাত দিনের আর কম করেননি (আবু দাউদ 1395, তিরমিজী, নাছায়ী)।

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন হাছান ইবন ছাববাহ, তিনি ওহাব বিন মুনাব্বিহ থেকে, তিনি জাবির (রা.) থেকে। নবী (ছ.) মক্কা বিজয়ের দিন, যখন তিনি ‘বাতহা’নামক জায়গায় অবস্থান করছিলেন, তখন উমার ইবন খাত্তাব-কে এমর্মে নির্দেশ দেন যে, তুমি কাবা ঘরে যাও এবং সেখানে যত তছবির আছে, সব মুছে ফেল। আর নবী সেখানে প্রবেশ করেননি, যবতক না সেখানকার সব ছবি নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। (আবু দাউদ 4156)

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ, তিনি আব্দুর রাজ্জাক থেকে, তিনি মামার থেকে, তিনি হাম্মাম থেকে তিনি Avey ûivqiv (iv:) †\_‡K: im~j (m.) e‡jb, Ò†Zvgv‡`i †KD †hb bv e‡j †Zvgv‡`i ie‡K Lvevi `vI, †Zvgv‡`i ie‡K Ihy KivI| eis †m †hb e‡j Avgvi mvwq¨`, Avgvi gIjv| †Zvgv‡`i †KD †hb bv e‡j Avgvi `vm, Avgvi `vmx| eis †m †hb e‡j Avgvi ‡eUv, Avgvi ‡eUx, Avgvi †meK|Ó (mnxn; AviI t gymwjg)

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন বাশর, তিনি আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি মামার থেকে, তিনি হাম্মাম থেকে তিনি Avey nyivqivn (iv:) †\_‡K, bex (m.) e‡jb, Ò†Zvgiv Abygvb †\_‡K †eu‡P \_vK| KviY Zv (mg‡q) me‡P‡q ‡ewk wg\_¨v K\_v e‡j mve¨¯Í nq|Ó

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন ইছহাক বিন নাছর, তিনি আব্দুর রাজ্জাক থেকে, তিনি মামার থেকে, তিনি হাম্মাম থেকে তিনি, Avey ûivqiv (ivt) †\_‡K, bex (mt) e‡jb, hLb †Zvgv‡`i †KD mvjv‡Z `vuovq †m †hb Zvi \_yZz mvg‡b bv †d‡j| KviY ev›`v Zvi cvjbKZ©vi mv‡\_ gybvRv‡Z gk¸j \_v‡K hZÿY †m mvjv‡Zi RvqMvq `vwuo‡q \_v‡K| Wvb w`‡KI †dj‡e bv KviY †mLv‡b †d‡ikZv \_v‡K| ev‡g A\_ev wb‡Pi w`‡K †dj‡e|

**ওহাব বিন মুনাব্বিহ**

ওহাব বিন মুনাব্বিহ (জন্ম: 34 হি/654-মৃত্যু 110 হি/728) তাবেয়ী ছিলেন। ইয়েমেনী ইহুদী জাতির লোক, ইসলাম-কবুলকারী। হাম্মাম বিন মুনাব্বিহর ভাই।

উস্তাদ: আবু হুরাইরা, আবু ছাঈদ খুদরী, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, আনাস ইবনে মালেক, আমর ইবনে শুআইব, হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ।

সাগরিদ: আকিল বিন মাকিল বিন মুনাব্বিহ, আমর ইবনে দীনার, ছিমাক ইবনুল ফাজল, ইছরাইল বিন মুসা আবু মূছা, হাছান বিন ছাবরা।

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারী 1 টি, ছহীহ মুসলিম 2টি, সুনান আবি দাউদ 7 টি জামি তিরমিজী 4 টি, সুনানে নাছায়ী 2টি।

উদাহরণ নিচে দেয়া হল:

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আলী ইবনুল মাদিনী, তিনি ছুফিয়ান বিন উয়ায়না থেকে, তিনি আমর বিন দীনার থেকে, তিনি ওহাব বিন মুনাব্বিহ থেকে, তিনি হাম্মাম থেকে। আবূ হুরাইরাহ (রা.) বলেন, নবী (ছ.)-এর সহাবীগণের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা.) ছাড়া আর কারো কাছে আমার চেয়ে বেশি হাদীছ নেই। কারণ তিনি লিখতেন, আর আমি লিখতাম না। (বুখারী ১১৩)

নাছায়ী রেওয়ায়েত করেন খবর দিয়েছেন মুহম্মদ বিন মুছান্না। তিনি আব্দুর রহমান থেকে, তিনি ছুফিয়ান ছওরী থেকে, তিনি আবু মূছা আশআরী থেকে, তিনি ওহাব বিন মুনাব্বিহ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাছ থেকে, নবী (ছ.) বলেন: "যে জঙগলে থাকে সে রুক্ষ হয়, যে শিকারের পিছু নেয় সে অন্য সব কিছু ভুলে যায়, যে সুলতানের অনুসরণ করে সে ফিতনায় পতিত হয়। (নাছায়ী 4309)

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেন খবর দিয়েছেন নূহ বিন হাবীব থেকে, তিনি আব্দুর রাজ্জাক থেকে, তিনি মামার থেকে, তিনি ছিমাক বিন ফাজল থেকে তিনি ওহাব বিন মুনাব্বিহ থেকে, তিনি ইবনে আমর থেকে। তিনি একদা নবী (ছ.)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে কুরআন কত দিনে খতম করা উচিত। তিনি বলেন, চল্লিশ দিনে, এরপর বলেন, এক মাসে। পরে তিনি বলেন, বিশ দিনে। এরপর তিনি পনের দিন, দশ দিন ও সাত দিনের কথা উল্লেখ করেন এবং সাত দিনের আর কম করেননি (আবু দাউদ 1395, তিরমিজী, নাছায়ী)।

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন হাছান ইবন সাববাহ, তিনি ওহাব বিন মুনাব্বিহ থেকে, তিনি জাবির (রা.) থেকে। নবী (ছ.) মক্কা বিজয়ের দিন, যখন তিনি ‘বাতহা’নামক জায়গায় অবস্থান করছিলেন, তখন উমার ইবন খাত্তাব-কে এমর্মে নির্দেশ দেন যে, তুমি কাবা ঘরে যাও এবং সেখানে যত তছবির আছে, সব মুছে ফেল। আর নবী সেখানে প্রবেশ করেননি, যবতক না সেখানকার সব ছবি নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। (আবু দাউদ 4156)

**ফাতিমা বিনতে মুনজির ইবনে জুবায়ের**

ফাতিমা বিনতে মুনজির (জন্ম: 48 হি. মদিনা-ম. ?? মদিনা) তাবেয়ী ছিলেন। পিতা মুনজির ইবনে জুবায়ের, স্বামী: হিশাম ইবনে উরওয়া,

উস্তাদ: আছমা বিনতে আবু বকর, উম্মে ছালামাহ।

সাগরিদ: হিশাম ইবনে উরওয়া, হিশাম ইবনে আবু আব্দুল্লাহ।

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারী 21টি, ছহীহ মুসলিম 9টি, সুনান আব দাউদ: 5 জামি তিরমিজী: 3 সুনানে নাছায়ী 3টি, সুনানে ইবনে মাজাহ 4টি হাদীছ।

উদাহরণ নিচে দেয়া হল:

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন উবায়দুল্লাহ বিন ছাঈদ, তিনি ইবনে নুমাইর থেকে, তিনি হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে, তিনি ফাতিমা বিনতে মুনজির থেকে, তিনি আছমা (রা.) হতে; রসূলুল্লাহ (ছ.) বলেছেন, খরচ কর, আর হিসাব করতে যেও না, তাহলে আল্লাহ তোমার বেলায় হিছাব করে দিবেন। লুকিয়ে রেখ না, নইলে আল্লাহও তোমার ব্যাপারে লুকিয়ে রাখবেন। (বুখারী 2591, মুসলিম, আহমাদ ২৬৯৮৮)

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন ছুলায়মান বিন হারব, তিনি হাম্মাদ বিন জায়েদ থেকে, তিনি হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে, তিনি ফাতিমা বিনতে মুনজির থেকে: আছমা (রা.) বলেন, কোন এক মহিলা বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার সতীন আছে। এখন তাকে রাগানোর জন্য যদি আমার শওহর আমাকে যা দেয়নি তা বাড়িয়ে বলি, তাতে কি কোন দোষ আছে? রসূল (ছ.) বললেন, যা তোমাকে দেয়া হয়নি, তা দেয়া হয়েছে বলা ঐরকম ধোকাবাজের কাজ, যে ধোকার জন্য দুই প্রস্থ মিথ্যার পোশাক পরল। (বুখারী 5274, মুসলিম, আহমাদ ২৬৯৮৭)

মুসলিম রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন মুহম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন নুমায়র, তিনি ওকী থেকে, তিনি হিশাম বিন আবু আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি ফাতিমা বিনতে মুনজির থেকে: আছমা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (ছ.)-এর যুগে আমরা ঘোড়া জবাই করেছি এবং তা খেয়েছি। (মুসলিম 5137 )

**উম্মে রাইহ রবাব জাব্বীয়াহ**

উম্মে রাইহ রবাব তাবেয়ী ছিলেন। তার পিতা ছালীই জাব্বী।

উস্তাদ: ছালমান বিন আমির জাব্বী সাহাবী (তার চাচা)

সাগরিদ: হাফছা বিনতে ছীরীন

ইবন হাজার আসকালানী তাকে মকবুল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। [[2]](#footnote-2) তার রেওয়ায়েত: ইবনে মাজাহ 2 টি, আবূ দাউদ 1 টি, আহমাদ (?) টি, নাছায়ী 1টি, দারেমী 1 টি হাদীছ।

দারেমী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আবু নুমান (আরিম), তিনি ছাবিত বিন য়াজীদ থেকে, তিনি আছিম আহওয়াল থেকে, তিনি হাফছা বিনতে ছীরীন থেকে, তিনি উম্মে রাইহ রবাব বিনতে ছালীই থেকে, তিনি তার চাচা ছালমান ইবন আমের (রা.) থেকে। রসূলুল্লাহ (ছ.) বলেছেন, তোমাদের কেউ ইফতার করলে সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। সে খেজুর না পেলে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কারণ তা পবিত্র।(ইবনে মাজাহ ১৭৬৯, আবূ দাউদ ২৩৫৫ আহমাদ ১৫৭৯২,১৫৭৯৮, দারেমী 1701)

নাছায়ী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ বিন আব্দুল আলা, তিনি খালিদ থেকে, আব্দুল্লাহ ইবনে আওন থেকে, তিনি হাফছা বিনতে ছীরীন থেকে, তিনি উম্মে রাইহ রবাব বিনতে ছালীই থেকে, তিনি তার চাচা ছালমান ইবন আমের (রা.) থেকে। রসূলুল্লাহ (ছ.) বলেছেন, মিসকীনকে জাকাত দিলে তা জাকাতই। আর আত্মীয়কে যাকাত দিলে দ্বিগুণ - জাকাতের ছওয়াব এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার ছওয়াব। (নাছায়ী 2584, ইবনে মাজাহ 1917)

**হাফছা বিনতে ছীরীন আনছারিয়া**

উম্মে হুজায়েল হাফছা বিনতে ছীরীন (জন্মসন অজানা মদিনা – ম. 100 হি. বসরা) তাবেয়ী ছিলেন। পিতা ছীরীন/মাতা ছাফিয়া (আবু বকরের ক্লায়েন্ট)। বিখ্যাত তাবেয়ী মুহম্মদ ইবনে ছীরীনের বোন। মদিনা ও বসরায় বাস করেন।

উস্তাদ: য়াহয়া ইবনে ছীরীন, আনাছ ইবনে মালেক, উম্মে আতিয়া, উম্মে রাইহ জাব্বীয়াহ, আবুল আলীয়া, খলিফা বিন কাব, রবি ইবনে যিয়াদ বিন আনাছ, খায়রা (উম্মে হাছান বসরী), ছালমান বিন আমির জাব্বী।

সাগরিদ: মাবাদ ইবনে ছীরীন, কাতাদা, আসিম আহওয়াল, আয়ুব সখতিয়ানী, খালিদ বিন মিহরান, আব্দুল্লাহ ইবনে আওন, হিশাম বিন হাছান আযদী।

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারী: 22টি, ছহীহ মুসলিম: 14 সুনান আবি দাউদ: 8 জামি তিরমিজী: 6 সুনানে নাছায়ী: 8 সুনানে ইবনে মাজাহ: 8

উদাহরণ নিচে দেয়া হল:

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ বিন উবায়েদ. তিনি উমার বিন হাফছ থেকে, তিনি হাফছ বিন গিয়াছ থেকে, তিনি আছিম আহওয়াল থেকে, তিনি হাফছা বিনতে ছীরীন থেকে, উম্মে আতিয়্যা (রা.) বলেন, ঈদের দিন আমাদের বের হওয়ার আদেশ দেওয়া হত। এমন কি আমরা কুমারীদেরকেও অন্দরমহল থেকে বের করতাম এবং ঋতুমতী মেয়েদেরকেও। তারা পুরুষদের পিছনে থাকত এবং তাদের তাকবীরের সাথে তাকবীর বলত এবং তাদের দুআর সাথে দুআ করত -তারা আশা করত সে দিনের বরকত ও পবিত্রতা। (বুখারী 971)

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন কবীছা বিন উকবা, তিনি ছুফিয়ান ছওরী থেকে, তিনি খালিদ বিন মিহরান থেকে, তিনি হাফছা বিনতে ছীরীন থেকে। উম্মু আতিয়্যাহ্ (রা.) বলেন, জানাযার পশ্চাদানুগমণ করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তবে আমাদের উপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়নি। (বুখারী ১২৭৮)

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন ফাযল ইবনু দুকায়ন, তিনি আব্দুছ ছালাম বিন হারব থেকে, তিনি হিশাম দাসতাওয়ী থেকে, তিনি হাফছা বিনতে ছীরীন থেকে, উম্মে আতিয়্যা (রা.) থেকে, নবী (ছ.) বলেছেন, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন নারীর জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা বৈধ না। তবে স্বামীর ব্যাপার ভিন্ন। আবার সুরমা ও রঙিন কাপড়ও ব্যবহার করতে পারবে না। তবে সুতাগুলো একত্রে বেঁধে হালকা রং লাগিয়ে পরে তা দিয়ে কাপড় বুনলে তা ব্যবহার করা যাবে। (বুখারী 4952)

মুসলিম রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন হামিদ ইবন উমার বাকরাভী, তিনি আব্দুল ওয়াহিদ থেকে, তিনি আছিম আহওয়াল থেকে, তিনি হাফছা বিনতে ছীরীন থেকে, আনাস ইবনু মালিক (রা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, য়াহয়া ইবন আবূ আমরা কিসে মারা গেলেন? আমি বললাম, প্লেগগ্রস্থ হয়ে। তিনি (হাফছা) বলেন, তখন তিনি (আনাস) বললেন, রসুলুল্লাহ (ছ.) বলেছেন, প্লেগ হচ্ছে প্রত্যেকটি মুসলিম ব্যক্তির জন্যে শাহাদত। (মুসলিম 5053)

দারেমী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আবু নুমান, তিনি ছাবিত বিন য়াজীদ থেকে, তিনি আছিম আহওয়াল থেকে, তিনি হাফছা বিনতে ছীরীন থেকে, তিনি উম্মে রাইহ রবাব থেকে, তিনি ছালমান ইবন আমের (রা.) থেকে। রসূলুল্লাহ (ছ.) বলেছেন, তোমাদের কেউ ইফতার করলে সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। সে খেজুর না পেলে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কারণ তা পবিত্র। (ইবনে মাজাহ ১৭৬৯, আবূ দাউদ ২৩৫৫ আহমাদ ১৫৭৯২, ১৫৭৯৮, দারেমী 1701)

নাছায়ী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ বিন আব্দুল আলা, তিনি খালিদ থেকে, আব্দুল্লাহ ইবনে আওন থেকে, তিনি হাফছা বিনতে ছীরীন থেকে, তিনি উম্মে রাইহ রবাব থেকে, তিনি ছালমান ইবন আমের (রা.) থেকে। রসূলুল্লাহ (ছ.) বলেছেন, মিছকীনকে জাকাত দিলে তা জাকাতই। আর আত্মীয়কে জাকাত দিলে দ্বিগুণ - জাকাতের ছওয়াব এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার ছওয়াব। (নাছায়ী 2584, ইবনে মাজাহ 1917)

**হাছান বসরী**

হাছান বসরী (জন্ম 21 হি/628 মদিনা-মৃত্যু 110/728 হি) তাবেয়ী ছিলেন। পিতা য়াসার, জায়েদ ইবনে ছাবেতের মুক্তদাস; মাতা: খায়রা, উম্মে ছালামার মুক্তদাসী। মদীনা ও বাসরায় বাস করেন।

হাছান বসরীর তাকওয়া ও জুহদ খ্যাত। তবে প্রচলিত অর্থে তিনি ছুফী ছিলেন না। তাছাউফ ও জুহদ দুটি আলাদা জিনিস। তাছাউফের উৎপত্তি হাছান বসরীর জমানার অনেক পরে। (তারীখুল আদাবুল আরাবী, আহমদ হাছান জাইয়াত, মিসর, হিসসা 2, পৃ. 39) [[3]](#footnote-3)

উস্তাদ: উবাই ইবনে কাব, ছাদ ইবনে উবাদাহ, উমার ফারূক, আলী, আবু মুছা আশআরী, ছাওবান, আম্মার ইবনে য়াসির, আবু হুরায়রা, উছমান গনী, উছমান ইবনে আবীল আছ, মাকিল ইবনে ছিনান, মাকিল ইবনে য়াসার, আবু বকরা ছাকাফী, ইমরান ইবনে হুসাইন, জুনদুব বাজালী, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাছ, ছামুরা, আনাছ ইবনে মালেক, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ।

হাছান বসরী আলী, ছামুরা ও ইবনে আব্বাছ থেকে হাদীছ শুনেছেন কিনা – এ বিষয়টি বিতর্কিত। আমাদের অনুসন্ধানে হাছান বসরী ছামুরা থেকে হাদীছ শুনেছেন, কিন্তু হাছান বসরী আলী ও ইবনে আব্বাছ থেকে হাদীছ শুনেন নি। [[4]](#footnote-4)

সাগরিদ: আয়ুব ছখতিয়্নী, কাতাদা, হামিদ বিন আবি হামিদ, য়াজীদ ইবনে আবী মারয়াম, আওফ ইবনে আবী জামিলা, আবু আশহাব, রাবি ইবনে ছাবীহ, ছাঈদ জারীরী, ছাদ ইবনে ইব্রাহিম, ছিমাক বিন হারব, শায়বান ইবনে আব্দুর রহমান, খালিদ বিন মিহরান, আতা ইবনুল ছাইব, উছমান ইবনে মুসলিম, কুররাহ বিন খালিদ, মুবারক বিন ফাজালা, য়ালা বিন জিয়াদ, হিশাম বিন হাছছান, য়ুনুছ ইবনে উবাইদ ইবনে দীনার, মনছূর বিন জাদান, ফারকাদ ছাবাখী (আর্মেনিয়ান কনভার্টেড মুসলিম)।

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারী 43টি, ছহীহ মুসলিম 38 টি, সুনান আবি দাউদ 85 টি, জামি তিরমিজী 80 টি, সুনানে নাছায়ী 100টি, সুনানে ইবনে মাজাহ 72টি।

উদাহরণ নিচে দেয়া হল:

মুসলিম রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ বিন মুছান্না আম্বারী, তিনি আব্দুল ওহাব থেকে, তিনি য়ুনুছ বিন য়াজীদ থেকে, তিনি হাছান বছরী থেকে, তাঁর মাতার সূত্রে। আয়িশা (রা.) বলেন, আমরা রসুলুল্লাহ (ছ.)-এর জন্য নাবীজ তৈয়ার করতাম যেটির মুখ বন্ধ থাকত উপরের দিকে এবং যেটির (নিচের দিকে) অনেকশুলো ছিদ্র ছিল। আমরা সকালে নাবীজ তৈরি করলে রাতেই তিনি পান করতেন। আবার রাতে করলে সকালেই তিনি পান করতেন। (মুসলিম 5350) [[5]](#footnote-5)

মুসলিম রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আবু বকর ইবনে আবু শায়বা, তিনি ইছমাইল বিন ইবরহীম থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন আওন থেকে, তিনি হাছান বছরী থেকে তাঁর মাতার সূত্রে উম্মে ছালামা (রা.) থেকে। নবী (ছ.) বলেন, একদল বিদ্রোহী আম্মারকে কতল করবে। (মুসলিম 7508)

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আবদুল্লাহ্ ইবন আমর। তিনি আব্দুল ওয়ারাছ থেকে, তিনি য়ুনুছ বিন য়াজীদ থেকে, তিনি হাছান বছরী থেকে তাঁর মাতার সূত্রে। তিনি উম্মে ছালামা (রা.)-কে দেখেছেন যে, তিনি ছেলে শিশুদের শক্ত খাবার গ্রহনের আগ পর্যন্ত তাদের পেশাব করা কাপড়ের উপর পানি ঢালতেন। এরপর তারা (শিশুরা) শক্ত খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হলে তাদের পেশাবকৃত কাপড় ধুইতেন এবং তিনি মেয়ে শিশুদের পেশাবের কাপড়ও ধূইতেন। (আবু দাউদ 379)

তিরমিজী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ বিন বাশার, তিনি হাম্মাদ বিন মছদহ থেকে, তিনি মায়মুন বিন মূছা থেকে, তিনি হাছান বছরী থেকে তাঁর মাতার সূত্রে। উম্মে ছালামা (রা.) বলেন, নবী (ছ.) বিতরের পরে দুই রাকাত ছলাত পড়তেন। (তিরমিজী 471, ইবনে মাজাহ)

নাছায়ী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ বিন ইছহাক থেকে, তিনি হাছান বিন মূছা থেকে, তিনি শায়বান থকে, তিনি কাতাদা থেকে, তিনি হাছান বছরী থেকে, তাঁর মাতার সূত্রে। আয়িশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (ছ.) ওজু করতেন এক মুদ পানি দিয়ে এবং গোছল করতেন এক ছা পানি দিয়ে। (নাছায়ী 347)

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন য়াকুব ইবন ইব্রাহীম, তিনি ইছমাঈল হতে, তিনি য়ুনুছ হতে, তিনি হাছান হতে। তিনি বলেন, ছামূরা (রা.) বলেন, ছলাতে যে দুই স্থানে চুপ থাকতে হয় তা আমি স্মরণ রেখেছি। প্রথমত হল যখন তাকবীরে তাহরীমা বলে তখন হতে কিরাআত শুরু করা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়ত ইমাম সূরা ফাতিহা ও কিরাআত পাঠের পর রুকূতে যাওয়ার পূর্বে। ইমরান ইবন হুসায়েন (রা.) এ কথা মেনে নিতে অস্বীকার করলে তারা মদ্বীনায় উবাই ইবনু কাব (রা.)-এর কাছে এ সম্পর্কে জানার জন্য পত্র লেখেন। তিনি সামুরা (রা.)র বক্তব্যকে সত্যায়িত করেন। (আবু দাউদ 777)। (mnxn, mKj ivex †QKvn/wbf©i‡hvM¨| mb`wU‡K †KD †KD hCd ‡hgb Avjevbx, kv‡qL Avj DQvqgxb e‡j‡Qb GB e‡j †h Qvgyiv †\_‡K nvmvb emix †kv‡bbwb| wKš‘ GB e³e¨ mwVK bq|)

তিরমিজী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আবু মূছা, তিনি আব্দুল আলা থেকে, তিনি ছাঈদ থেকে, তিনি কাতাদা থেকে, তিনি হাছান বসরী থেকে। ছামুরা (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ছ.)-এর কাছ হতে দু'টি বিরতিস্থান মুখস্থ করে নিয়েছি। ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) এতে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, আমি একটি মাত্র বিরতিস্থান মুখস্থ করেছি। (সামুরা বলেন, এর মীমাংসার জন্য) আমরা মাদীনায় উবাই ইবন কাব (রা.)-এর কাছে পত্র লিখলাম। তিনি উত্তরে লিখে জানালেন, ছামুরা ঠিকভাবেই মুখস্থ রেখেছে। সাঈদ বলেন, আমরা কাতাদাকে প্রশ্ন করলাম, বিরতি দুটো কোন কোন জায়গায়ঃ তিনি বলেন, যখন তিনি (রসূলুল্লাহ) ছালাতে প্রবেশ করতেন (তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার পর) এবং যখন কিরাআত শেষ করতেন। পরে তিনি (কাতাদা) বললেন, যখন তিনি (রসূলুল্লাহ) অলাদ-দোয়াল্লীন পড়তেন। রাবী বলেন, কিরা'আত পাঠের পর তিনি ভালভাবে নিঃশ্বাস নেয়া পর্যন্ত বিরতি দেওয়া খুবই পছন্দ করতেন। (তিরমিজী ২৫১)

Bgvg wKiAv‡Zi †k‡l wKQz mgq bxie \_vK‡eb hv‡K QvKZv ejv nq| GB my‡hv‡M gy³v`x bxi‡e m~iv dvwZnv co‡eb|

**জাবের ইবনে জায়েদ**

জাবের ইবনে জায়েদ (মৃত্যু 93 বা 103 হি) বসরাবাসী তাবেয়ী ছিলেন।

উস্তাদ: ইবনে আব্বাছ, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর, হাকাম বিন আমর, ইকরামা বারবারী মাওলা ইবনে আব্বাছ।

সাগরিদ: কাতাদা, আমর ইবনে দীনার, য়ালা বিন মুসলিম বিন হরমুজ, আয়ুব ছখতিয়ানী, আমর ইবনে হুরম আজদী।

জাবের ইবনে জায়েদ হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারী 12টি, ছহীহ মুসলিম 5 টি, সুনান আবি দাউদ 5 টি, জামি তিরমিজী 2 টি, সুনানে নাছায়ী 11 টি, সুনান ইবনে মাজাহ 6 টি।

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ বিন য়ুছুফ, তিনি ছুফিয়ান বিন উয়ায়না থেকে, তিনি আমর বিন দিনার থেকে, তিনি জাবের ইবনে জায়েদ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাছ থেকে, নবী (ছ.) বলেছেন, যে (মুহরিম) লোকের ইযার নেই। সে যেন পায়জামা পরে, আর যার জুতা নেই সে যেন মোজা পরে। (বুখারী 5914 )

নাছায়ী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন হুছাইন বিন মনছূর, তিনি ছুফিয়ান বিন হুছাইন থেকে, তিনি তিনি য়ালা বিন মুসলিম বিন হরমুজ থেকে, তিনি জাবের ইবনে জায়েদ থেকে। ইবনে আব্বাছ বলেছেন, নবী (ছ.), আবু বকর ও উমর মুহাজির ছিলেন। কারণ তারা মুশরিকদেরকে ছেড়েছিলেন। আনছারদের মধ্যেও কিছু লোক মুহাজির ছিলেন। কারণ মদীনা শিরকে ভরা জমি ছিল। আকাবার রাতে তারা সেখান থেকে নবী (ছ.) এর কাছে এসেছিলেন। (নাছায়ী 4166)

জাবের ইবনে জায়েদ বসরাবাসী ফকীহ ছিলেন।

**উম্মে কুলছুম বিনতে আবু বকর**

উম্মে কুলছুম (জন্ম 13 হিজরি মদিনা) তাবেয়ী ছিলেন। ইবনে হাজার বলেছেন, তিনি আবু বকর ও হাবীবা বিন খারিজার বেটী, আয়িশার বৈমা্ত্রেয় বোন। তিনি যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন তার পিতা আবু বকর মারা যান। ইবনে ছাদ-ও বলেছেন তিনি আবু বকরের বেটী। অবশ্য তিরমিজী বলেছেন, উম্মে কুলছুম বিনতে আবু বকর মুহম্মদ বিন আবু বকরের বেটী; যা ভুল।

শিক্ষক: আয়েশা বিনতে আবি বকর

ছাত্র: মুগীরা বিন হাকীম, ইব্রাহিম আহওয়াল ইবনে আব্দুল রহমান.

ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: সহীহ মুসলিম 2টি, সুনান আবি দাউদ 1টি, জামি তিরমিযী 1টি, সুনানে নাসাঈ 2টি, সুনানে ইবনে মাজাহ 1টি।

মুসলিম রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন ইছহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহম্মদ ইবন হাতিম, তিনি মুহম্মাদ ইবন বকর বারছানী থেকে, তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি মুগীরা বিন হাকীম থেকে, তিনি উম্মে কুলছুম বিনতে আবু বকর থেকে। আয়িশা (রা,) বলেন, এক রাতে রসুলুল্লাহ (ছ.) [ইশার ছালাতে] দেরী করেন। এমনকি রাতের এক বড় অংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। যারা মসজিদে ছিল তারও ঘূমিয়ে পড়ল। তারপর রসুলুল্লাহ (ছ.) বেরিয়ে এসে ছালাত পড়লেন। এরপর বললেন, এই ছালাতের প্রকৃত সময়, যদি না আমি আমার উম্মতের জন্য একে কষ্টকর বলে মনে করতাম। (১৩২০)

তিরমিযী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ বিন আবান, তিনি ওকী থেকে, তিনি হিশাম দাছতাওয়ায়ী থেকে, তিনি বুদায়েল থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন উবায়েদ থেকে, তিনি উম্মে কুলছুম বিনতে আবু বকর থেকে। আইশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি খাওয়া শুরু করে তখন যেন সে বিছমিল্লাহ বলে। সে খাওয়ার শুরুতে বিছমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে তবে যেন বলে, “বিছমিল্লাহ ফী আওয়ালিহি ওয়া আখিরাহু”(এর শুরু ও শেষ আল্লাহর নামে) (১৮৫৮)

**কাছেম বিন মুহম্মাদ**

কাছেম ইবনে মুহম্মাদ ইবনে আবু বকর (মৃত্যু 108 হি) মদীনার সাত ফকীহের একজন। পিতা মুহাম্মাদ ইবন আবু বকর। তিনি আবু বকর ছিদ্দিকের পৌত্র, আয়েশার ভাতিজা। তিনি হাদীছ, ফিকহ ও কুরআনের তাফসীর চর্চার ইমাম ছিলেন।

উস্তাদ: উমর ফারূক, মুহম্মদ ইবনে আবু বকর (পিতা), আয়েশা ছিদ্দিকী(ফুফফী), ইবনে আব্বাছ, ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর, আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর, আবু হুরায়রা, আব্দুল্লাহ বিন খাব্বাব ইবনুল আরাত, রাফি বিন খাদীজ বিন রাফি, ছালাহ বিন খুয়াত বিন জুবাইর, আব্দুর রহমান, মুজমা ইবনে য়াজীদ ইবনে জারিয়া, ফাতেমা বিনতে কায়ছ।

সাগরিদ: জুহরী, নাফী, আবদুর রহমান ইবনুল কাছেম (বেটা), শাবী, ছালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, য়াহয়া ইবনে ছাঈদ আনসারী, ওবায়দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে হাফছ, ছা’দ বিন ইবরহীম, আয়ুব ছখতিয়ানী, আব্দুল্লাহ ইবনে আওন, আয়মান বিন নাবিল ইবনে হুমাইদ, ছাবেত ইবনে উবাইদ আনসারী, হানজালা বিন আবি ছুফিয়ান, আসিম ইবনে ওবায়দুল্লাহ, ইকরামা ইবনে আম্মার, উমার ইবনে আব্দুল্লাহ, আবু বকর ইবনে মুহম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাজম, মালেক ইবনে দীনার নাজি, ঈছা ইবনে মায়মুন।

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারী 87টি, ছহীহ মুসলিম 64 টি, সুনান আবি দাউদ 44 টি, জামি তিরমিজী 26 টি, সুনানে নাসাঈ 77 টি, সুনান ইবনে মাজাহ: 44 টি।

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আমর বিন আলী বিন বাহর, তিনি য়াহয়া বিন ছাঈদ থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ বিন উমর বিন হাফছ থেকে, তিনি কাছেম ইবনে মুহম্মদ থেকে, আয়িশাহ (রা.) থেকে। একবার তাঁর সামনে সালাত নষ্টকারী জিনিসের আলোচনা করা হল। লোকেরা বলল, কুকুর, গাধা ও মহিলা ছালাত নষ্ট করে দেয়। আয়িশাহ (রা.) বললেন, তোমরা আমাদেরকে কুকুরের সমান করে দিয়েছ! আমি নবী-(ছ.)-কে দেখেছি, তিনি ছালাত পড়ছেন আর আমি তাঁর ও কিবলাহর মাঝে চৌকির উপর কাত হয়ে শুয়ে থাকতাম। কোন কোন সময় আমার বের হবার দরকার হত এবং তাঁর সামনের দিকে যাওয়া অপছন্দ করতাম। এজন্য আমি চুপে চুপে সরে পড়তাম। (বুখারী ৫১৯)

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন ইছহাক বিন রাহওয়াইহ, তিনি হাম্মাদ বিন উছামা থেকে, তিনি ওবায়দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে হাফছ থেকে, তিনি কাছেম ইবনে মুহম্মদ থেকে। আয়িশাহ (রা.) বলেন, বিলাল (রাযি.) রাত থাকতে আজান দিয়ে থাকে। কাজেই, ইবন উম্মু মাকতূম (রা.) যবতক আজান না দেয়, তবতক তোমরা (সাহারী) পানাহার করতে পার। (বুখারী 623)

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন য়াহয়া বিন মূছা, তিনি ছাঈদ বিন মানছূর থেকে, তিনি ফালীহ বিন ছুলায়মান থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইবনুল কাছেম থেকে, তিনি কাছেম ইবনে মুহম্মদ থেকে, আয়িশাহ (রা.) বলেন, রসূল (ছ.) অন্ধকার থাকতেই ফজরের সালাত পড়তেন। এরপর মুমিন নারীগণ চলে যেতেন, অন্ধকারের জন্য তাদের চেনা যেত না অথবা বলেছেন, অন্ধকারের জন্য তাঁরা একে অন্যকে চিনতেন না। (বুখারী 872)

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন য়াকুব, তিনি ইবরহীম বিন ছা’দ থেকে, তিনি তার পিতা (ছা’দ বিন ইবরহীম) থেকে, তিনি কাছেম ইবনে মুহম্মদ থেকে, আয়িশাহ (রা.) থেকে। রসূল (ছ.) বলেছেন, ‘কেউ আমাদের এই শরীয়াতে সংগত নয় এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যান কর হবে।’ (বুখারী 2697)

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন য়াহয়া বিন ছুলায়মান, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব থেকে, তিনি আমর বিন হারিছ থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইবনুল কাছেম থেকে, তিনি কাছেম ইবনে মুহম্মদ থেকে, তিনি ইবনে উমর (রা.) থেকে। রসূল (ছ.) বলেছেন, কারো মৃত্যু কিংবা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না, বরং এ দুইটি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কাজেই তোমরা যখন তা ঘটতে দেখবে তখন ছালাত পড়বে। (বুখারী ৩২০১)

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন য়াহয়া ইবন কাজাআ, তিনি ইমাম মালিক থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইবনুল কাছেম থেকে, তিনি কাছেম ইবনে মুহম্মদ থেকে, খানছা বিনত খিজাম আনসারী (রা.) বলেন, তাকে তার পিতা (অনুমতি ছাড়া) বিয়ে দিলেন। আর সে ছিল বিধবা। কিন্তু এ বিয়ে তার পছন্দ হল না। তাই সে নবী (ছ.) এর কাছে এসে জানাল। ফলে তিনি তার এ বিয়ে রদ (বাতিল) করে দিলেন। (বুখারী ৬৪৭৬)

কাছেম ইবনে মুহম্মদ এর অনেক ফতোয়া বিভিন্ন ফিকহী কিতাবে যেমন মুআত্তা, মুদাওয়ানা, তাফছীরে ইবনে কাছীর এসব কিতাবে মওজুদ আছে। ......... ..................

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন য়াহয়া বিন ছুলায়মান, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব থেকে, তিনি আমর বিন হারিছ থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইবনুল কাছেম থেকে, তিনি কাছেম ইবনে মুহম্মদ থেকে, তিনি ইবনে উমর (রা.) থেকে। রসূল (ছ.) বলেছেন, রাতের ছালাত দু’ দু’ রাকাত করে। তারপর যখন তুমি সালাত শেষ করতে চাইবে, তখন এক রাকাআত পড়ে নিবে। তা তোমার পূর্ববতী সালাতকে বিতর করে দিবে। কসিম (রহঃ) বলেন, আমরা সাবালক হয়ে লোকদের তিন রাকাআত বিতর পড়তে দেখেছি। উভয় নিয়মেই অবকাশ রয়েছে। আমি আশা করি এর কোনটই দোষনীয় নয়। (বুখারী 993)

কাছেম ইবনে মুহম্মদ বলেছেন, সওম ছাড়া এতেকাফ হয় না। (মুআত্তা মালিক)

কাছেম ইবনে মুহম্মদ বলেছেন, হে আমার বেটা, আমার কবরে কিছুই লিখবে না, একে উচু করবে না তবে যেটুকু করলে পানি গড়িয়ে পাশে যায়, ততটুকু উচু করতে পার। (মুছান্নাফ ইবনে আবু শায়বা 3/335)

**আবু জাফর বাকের**

ইমাম মুহম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব বাকের (জন্ম 56 হি- ম.110 হি) তাবেয়ী ছিলেন। তার পিতা আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ওরফে জয়নুল আবেদীন ও মাতা উম্মে আব্দুল্লাহ বিনতে হাছান ইবনে আলী। তিনি জাফর ছাদিকের পিতা ছিলেন, এজন্য তিনি আবু জাফর নামেও পরিচিত।

উস্তাদ: হাছান বিন আলী বিন আবী তালিব, হোসেন ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব, আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর, সামুরা বিন জুনদুব, ইবনে আব্বাছ, ইবনে উমর, আবু হুরায়রা, আয়েশা, উম্মে ছালামাহ, আবু সাইদ খুদরী, জাবের, আনাস ইবনে মালেক, ছাঈদ ইবনুল মুছাইয়াব, ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবী রাফে, আতা ইবনে য়াসার, য়াজিদ বিন হরমুজ মাদানী, আবু মুররা (উম্মে হানীর ক্লায়েন্ট), আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ওরফে জয়নুল আবেদীন (পিতা)।

সাগরিদ: জাফর ইবনে মুহম্মাদ ইবনে আলী ওরফে জাফর ছাদিক (বেটা), আবু ইসহাক ছাবাইআঈ, ইবনে শিহাব জুহরী, আমর ইবনে দীনার, আওজায়ী, ইবনে জুরাইজ, আমাশ, মামার বিন য়াহয়া ইবনে ছাম।

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারী 9টি, ছহীহ মুসলিম 20 টি, সুনান আবি দাউদ 8 টি, জামি তিরমিজী 21 টি, সুনানে নাছায়ী 57 টি, সুনান ইবনে মাজাহ 20 টি।

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আব্দুল্লাহ বিন মুহম্মদ, তিনি য়াহয়া বিন আদম থেকে, তিনি জুহায়র থেকে, তিনি আবু ইসহাক ছাবাইআঈ থেকে, আবূ জাফর বাকের (রহ.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ও তাঁর পিতা জাবির (রা.)-এর কাছে ছিলেন। সেখানে আরো কিছু লোক ছিল। তাঁরা তাঁকে গোসল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, এক ছা তোমার জন্য যথেষ্ট। তখন এক ব্যক্তি বলল, আমার জন্য তা যথেষ্ট নয়। জাবির (রা.) বললেন, তোমার চেয়ে বেশি চুল যাঁর মাথায় ছিল এবং তোমার চেয়ে যিনি উত্তম ছিলেন (আল্লাহর রসূল) তাঁর জন্য এ পরিমাণই যথেষ্ট ছিল। এরপর তিনি এক কাপড়ে আমাদের ইমামাত করেন। (বুখারী ২৫২)

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন ছুলায়মান বিন হরব, তিনি হাম্মাদ বিন জায়েদ থেকে, তিনি আমর বিন দীনার থেকে, তিনি মুহম্মদ ইবনে আলী (বাকের) থেকে। জাবির (রা.) বলেন, বাসূলুল্লাহ্ খায়বারের যুদ্ধের দিন (গৃহপালিত) গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশ্‌ত খেতে অনুমতি দিয়েছেন। (বুখারী 4268)

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আলী ইবনুল মাদীনী, তিনি ছুফিয়ান বিন উয়াইনা থেকে, তিনি আমর বিন দীনার থেকে, তিনি মুহম্মদ ইবনে আলী (বাকের) থেকে। উছামা (রা.) এর গোলাম হারামালা (রহঃ) বলেন, উছামা (রা.) আমাকে আলী (রা.) এর কাছে পাঠালেন। আর তিনি বলে দিলেন যে, সেখানে যাওয়ার পরই [আলী (রা.)] তোমাকে বলবেন যে, তোমার সঙ্গীকে (আমার সহযোগিতা থেকে) কিসে বিরত রেখেছে? তুমি তাঁকে বলবে, তিনি আপনার কাছে এ কথা বলে পাঠিয়েছেন যে, যদি আপনি সিংহের মুখে পতিত হন, তবুও আমি আপনার সঙ্গে সেখানে থাকাকে ভাল মনে করব। তবে এ বিষয়টি (অর্থাৎ মূসলিমদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ) আমি ভাল মনে করছি না। (হারামালা বলেন) তিনি [আলী (রা.)] আমাকে কিছুই দিলেন না। এরপর আমি হাছান, হুছাইন ও আব্দুল্লাহ ইবন জাফর (রা.) এর কাছে গেলাম। তাঁরা আমার বাহন (মাল দিয়ে) বোঝাই করে দিলেন। (বুখারী 7195)

মুসলিম রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন হাজ্জাজ ইবনু শাইর, তিনি মুআল্লা বিন আছিদ থেকে, তিনি উহায়েব বিন খালিদ থেকে, তিনি জাফর বিন মুহম্মদ (ছাদিক) থেকে, তিনি তার পিতা (বাকির) থেকে, তিনি উম্মে হানীর মুক্তদাস আবু মুররা থেকে। উম্মে হানী (রা.) বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রসুলুল্লাহ তাঁর ঘরে একটি কাপড় পরে আট রাকআত সালাত আদায় করেন। তিনি সে কাপড়ের দুই আচল বিপরীত দিকে জড়িয়েছিলেন। (মুসলিম 1703 )

**মুহম্মাদ ইবনে কাব কুরাজী**

মুহম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাজী (জন্ম: 40 হি/661-ম. 120 হি./736) তাবেয়ী ছিলেন। পিতা: কা'ব বিন সুলাইম মদীনার ইহুদী বনু কুরায়জা জাতির লোক ইসলাম কবুলকারী। মদীনা ও কুফায় বাস করেন।

নবী (স.) বলেন, "দুই ইহুদী পুরোহিত বংশের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি হবে যে এমন কুরআন অধ্যয়ন করবে যার পরে কেউ তেমন পড়বে না। (আহমদ, হাকিম, বায়হাকী) [[6]](#footnote-6)

আওন ও ইবনে কাছীর বলেন, সেই ব্যক্তি মুহম্মদ বিন কাব কুরাজী তাবেয়ী। দুই ইহুদী পুরোহিত বংশ বনু কুরাইজা ও বনু কায়নুকা।

উস্তাদ: আব্বাছ, আলী, ইবনে মাছউদ, আমর ইবনুল আছ, আবূ জর, আবু দারদা, ফুজালা ইবনে উবাইদ, মুগীরা ইবনে শুবা, কাব ইবনে উজরা, আবু হুরায়রা, জায়েদ ইবনে আরকাম, ইবনে আব্বাছ, আবূ আয়ুব, আবু ছরমা, হাকাম বিন উতায়বা ইবনে উমর, মুহম্মদ ইবনে খুশাইম, বারা ইবনে আজিব, জাবের, আনাছ ইবনে মালেক, আবান বিন উছমান।

সাগরিদ: মুহম্মদ বিন আজলান মাদানি, মুসা ইবনে উবায়দা বিন নশাইত, জিয়াদ বিন কুলাইব, আবু জাফর খুতামী, উমায়ের বিন য়াজিদ, য়াজিদ বিন হাদ, ওয়ালিদ বিন কাছীর মাখজুমী, মুহম্মদ বিন মুনকাদির, আসিম ইবনে কুলাইব, আয়ুব বিন মুসা, আবদুর রহমান ইবনে আবু মাওয়াল, হিশাম বিন জিয়াদ, উছমান ইবনে কাব কুরাজী (ভাই), রিফাআহ কুরাজী, ইবরাহীম বিন উবায়েদ বিন রিফা, হাকাম বিন উতায়বা।

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারী 1টি, ছহীহ মুসলিম 3 টি, সুনান আবি দাউদ 7 টি, জামি তিরমিজী 9 টি, সুনানে নাছায়ী 1 টি, সুনানে ইবনে মাজাহ 8 টি।

উদাহরণ নিচে দেয়া হল:

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আদম, তিনি শুবা থেকে, তিনি হাকাম বিন উতায়বা থেকে, তিনি মুহম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাজী থেকে। জায়দ ইবন আরকাম (রা.) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন উবাই যখন বলল, ‘‘আল্লাহর রসূলের সহচরদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না’’ এবং বলল যে, ‘‘যদি আমরা মদীনা্য় ফিরি...।’’ তখন এ খবর আমি নবী (ছ)-কে জানালাম। এজন্য আনছারগণ আমাকে বকলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবন উবাই কসম করে বলল, এমন কথা সে বলেনি। এরপর আমি আমার বাসায় ফিরলাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। এরপর রসূল (ছ.) আমাকে ডাকালেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে সত্য বলে ঘোষণা করেছেন এবং নাজিল করেছেন: ‘‘তারা বলে তোমরা ব্যয় করবে না ...” শেষ পর্যন্ত।

মুসলিম রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন হারুন ইবনু ছাঈদ আয়লী, তিনি ইবনে ওহাব থেকে, তিনি আয়াদ থেকে, তিনি ইবরাহীম বিন উবায়েদ বিন রিফা থেকে, তিনি মুহম্মাদ ইবনে কাব কুরাজী থেকে, তিনি আবু ছরমা থেকে, তিনি আবূ আয়ুব আনসারী (রা.) থেকে। রসুলুল্লাহ (ছ.) বলেছেন, যদি তোমাদের এমন কোন গুনাহ না থাকত যা আল্লাহ মাফ করেন, তবে আল্লাহ অবশ্যই এমন কওম পয়দা করতেন যাদের গুনাহ হত এবং তিনি তা মাফ করতেন।

তিরমিজী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন মুহম্মাদ ইবনে বাশশার, তিনি আবু বকর আব্দুল কবীর থেকে, তিনি দাহহাক বিন উছমান থেকে, তিনি আয়ুব বিন মূছা থেকে, তিনি মুহম্মাদ ইবনে কাব কুরাজী থেকে, তিনি ইবন মাছঊদ (রা.) থেকে। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (ছ.) বলেছেন, যে কুরআনের একটি হরফ পড়বে তার নেকী হবে। আর নেকী হয় দশগুণ হিসাবে। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম মিলে একটি হয়ফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম আরেকটি হরফ। (তিরমিজী 2910)

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেছেন, হাদীছ বলেছেন কানাবী, তিনি আব্দুল মালিক থেকে তিনি মুহম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাজী থেকে, তিনি ইবন আব্বাছ (রা.) হতে। নবী (ছ.) বলেন, তোমরা ঘুমন্ত ব্যক্তি ও আলাপরত লোকদের সামনে রেখে ছালাত পড় না। (আবু দাউদ 694)

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেছেন, হাদীছ বলেছেন হাছান হুলওয়ানী, তিনি য়াহয়া বিন ইছহাক থেকে, তিনি আবু জাফর খুতামী থেকে, তিনি মুহম্মাদ ইবনে কাব কুরাজী থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে য়াজীদ খুতামী বলেন, নবী (ছ.) যখন সৈন্যদলকে বিদায় দিতে চাইতেন তখন বলতেন, "আমি আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের দীন, আমানত ও সবশেষ আমলের হেফাজতের দুয়া করছি।" (আবু দাউদ 2601)

তিরমিজী রেওয়ায়েত করেছেন, হাদীছ বলেছেন কুতায়বা বিন ছাঈদ, তিান আব্দুল্লাহ বিন জাফর থেকে, তিনি জায়েদ বিন আছলাম থেকে তিনি মুহম্মদ বিনুল মুনকাদির থেকে: মুহাম্মাদ ইবনু কাব (কুরাজী) বলেন, রামাজান মাসে আমি আনাছ (রা.)-এর কাছে এলাম। তখন তিনি সফরের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তার সফরের উটটিতে হাওদা বেঁধে দেয়া হল। তিনি সফরের পোশাক পরলেন এবং খাবার নিয়ে আসতে বললেন, তারপর তিনি তা খেলেন। আমি বললাম, এটা কি সুন্নাত? তিনি বললেন, সুন্নাত। তারপর তিনি জন্তুযানে উঠলেন। (তিরমিজী 799)

এরপর আমি তাকে এক সবরশীল পুত্রের সুখবর দিলাম। যখন সে তার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছল, তখন সে বলল, ‘হে বেটা, আমি খোয়াব দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবেহ করছি, অতএব দেখ তোমার কী অভিমত’; সে বলল, ‘হে আমার আব্বা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা করুন। আমাকে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই সবরশীলদের মধ্যে পাবেন’।(37:101-102)

মুহম্মদ বিন কাব আলকুরাজীসহ সকল তাফসীরকারকের মতে সবরশীল সন্তান ছিলেন পহেলা সন্তান ইসমাঈল। সূরা ছাফফাত ১০১তম আয়াতে ইবরাহীমকে একটি সুখবর শুনানোর পরে কুরবানীর ঘটনা বর্ণনা করা হয়। যদিও ইছমাঈলের নাম উল্লেখ করা হয় নি, তবু এটা পরিষ্কার যে তিনি ইছমাঈল। কারণ কুরবানীর ঘটনা বর্ণনা শেষে ১১২তম আয়াতে বলা হয়েছে ‘এরপর আমরা তাকে সুখবর দিলাম ইছহাকের জন্মের’।

তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়; (53:33) এই আয়াত সম্পর্কে মুহম্মদ বিন কাব কুরাজী বলেন, আবু জাহল আগে বলেছিল, “আল্লাহর কছম, মুহম্মদ সৎ চরিত্র ছাড়া কোন কিছুর আদেশ করেন না।” (জাদুল মাছীর, সূরা নাজমের তাফছীর)

অতএব তোমার রবের উদ্দেশ্যেই ছলাত পড় এবং নহর কর। - এই আয়াত সম্পর্কে মুহম্মদ বিন কাব কুরাজী বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছলাত পড় ও কুরবানী কর। কারণ অনেক মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছলাত পড়ে ও কুরবানী করে। (জাদুল মাছীর) নহর মানে কুরবানী।

ওয়া মিন শাররি গাছিকিন ইযা অকাব। রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তা সবকিছুকে অন্ধকার করে, (113:3)

মুহম্মদ বিন কাব কুরাজী বলেন, গাছিক মানে রাত। (জাদুল মাছীর)

**আব্দুল আজীজ বিন জুরাইজ**

আব্দুল আজীজ বিন জুরাইজ (জন্মসন অজানা -মৃত্যু 130? হি.) তাবেয়ী ছিলেন। মক্কাবাসী। তার পূর্বপুরুষ বায়জানটাইন সাম্রাজ্যে বাশিন্দা ইহুদী বা খ্রিস্টান ছিলেন। তার বেটা (আব্দুল মালিক বিন আব্দুল আজীজ ইবনে জুরাইজ) ইবনে জুরাইজ নামে বেশি বিখ্যাত। জুরাইজ একটি হিব্রু নাম। [[7]](#footnote-7)

উস্তাদ: আয়েশা, ইবনে আব্বাছ, ছাঈদ ইবনে জুবাইর

সাগরিদ: ইবনে জুরাইজ (বেটা), খুছায়েফ।

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: সুনান আবি দাউদ 2টি, জামি তিরমিজী: 1 টি, সুনানে নাছায়ী 1 টি, সুনানে ইবনে মাজাহ 1 টি।

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেছেন, হাদীছ বলেছেন আহমাদ ইবনে আবু শুআয়েব, তিনি মুহম্মাদ বিন ছালামা থেকে, তিনি খুছায়েফ থেকে। আব্দুল আজীজ ইবন জুরায়জ বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রসূলুল্লাহ (ছ.) বিতর ছালাতে কোন সূরা পড়তেন? তিনি বলেন, তিনি (ছ.) তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস, নাস ও ফালাক পড়তেন। (ছহীহ, আবু দাউদ 1424, তিরমিজী, ইবন মাজা)।

নাছায়ী রেওয়ায়েত করেছেন, হাদীছ বলেছেন হারুন ইবনে আব্দুল্লাহ, তিনি হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল থেকে, তিনি ইবনে জুরায়জ থেকে, তিনি তার পিতা (আব্দুল আজীজ ইবন জুরায়জ) থেকে, তিনি ইবনে আবূ মুলায়কা থেকে। ইয়ালা ইবন মামলাক তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি উম্মে ছালামা (রা.)-কে রসুলুল্লাহ (ছ)-এর ছলাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রসুলুল্লাহ (ছ.) ইশার ছালাত পড়ে তাছবীহ পড়তেন। তারপর রাতে যবতক আল্লাহর ইচ্ছা হয় তবতক ছালাত পড়তেন। আবার ফিরে এসে যতকাল ছালাত পড়েছিলেন ততকাল ঘুমিয়ে থাকতেন। আবার সেই ঘুম থেকে জেগে যতকাল ঘুমিয়ে ছিলেন ততকাল ছালাত পড়তেন। তার সেই শেষ বারের ছালাত সকাল তক লম্বা হত। (নাছায়ী 1628, হাদীছটিকে জুবাইর আলী জাই হাছান বলেছেন।)

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেছেন, হাদীছ বলেছেন মুহম্মাদ ইবনে মুছান্না, তিনি ইবরহীম বিন আবিল ওজীর থেকে, তিনি দাউদ আত্তার থেকে, তিনি ইবনে জুরায়জ থেকে, তিনি তার পিতা (আব্দুল আজীজ ইবনে জুরায়জ) থেকে. তিনি উম্মে হুমাইদ থেকে। আইশা (রা.) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (ছ.) আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের কেউ কি 'মুগাররিব'দেরকে দেখেছ? তখন আমি বলি, মুগাররিব কি? তিনি বলেন, মুগাররিব তাদের বলা হয়, যাদের সাথে জিনের শরীক থাকে। (আবু দাউদ 5107; উম্মে হুমাইদ মজহুল/অচেনা হওয়ার কারণে হাদীছটি জঈফ।)

**জাফর ছাদিক**

ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ছাদিক (জন্ম 80 হি মদিনা -ম.148 হি: মদিনা) তাবেয়ী ছিলেন। পিতা: মুহম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন বাকের, মাতা উম্মে ফারওয়া ইবনুল কাছেম ইবনে মুহম্মদ।

উস্তাদ: মুহম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন বাকের।

সাগরিদ: মুসা বিন জাফর ইবনে মুহাম্মাদ, উহায়েব বিন খালিদ।

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ মুসলিম 14টি, সুনান আবি দাউদ 5 টি, জামি তিরমিজী 22 টি, সুনানে নাছায়ী 44 টি, সুনান ইবনে মাজাহ 18টি।

মুসলিম রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আব্দুল্লাহ ইবন মাছলামা ইবনু কা'নাব, তিনি ছুলায়মান বিন বিলাল থেকে, তিনি জাফর বিন মুহম্মদ (ছাদিক) থেকে, তিনি আতা বিন আবু রাবাহ থেকে। আয়িশা (রা.) বলেন, যে দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকত, ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হত তখন রসুলুল্লাহর চেহারায় তা প্রকাশ পেত। তিনি পেরেশান হয়ে ঘরে আসতেন, বাহিরে যেতেন। যখন বর্ষণ হয়ে যেত তখন তার চেহারায় আনন্দের আভা বয়ে যেত, চিন্তা ও পেরেশানীভাব কেটে যেত। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, আমার আশংকা হত, এতে আমার উম্মতের উপর প্রেরিত কোন আজাব রয়েছে এবং তিনি যখন বৃষ্টি দেখতেন তখন বলতেন, এ আল্লাহর রহমত। (মুসলিম)

মুসলিম রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন হাজ্জাজ ইবনু শাইর, তিনি মুআল্লা বিন আছিদ থেকে, তিনি উহায়েব বিন খালিদ থেকে, তিনি জাফর বিন মুহম্মদ (ছাদিক) থেকে, তিনি তার পিতা (বাকির) থেকে, তিনি উম্মে হানীর মুক্তদাস আবু মুররা থেকে। উম্মে হানী (রা.) বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রসুলুল্লাহ তাঁর ঘরে একটি কাপড় পরে আট রাকআত সালাত পড়েন। তিনি সে কাপড়ের দু’আচল বিপরীত দিকে জড়িয়েছিলেন। (মুসলিম 1703 )

**ইবনে জুরাইজ**

আবদুল মালেক ইবনে আব্দুল আযীয ইবনে জুরাইজ (ইবনে জুরাইজ নামে বেশি বিখ্যাত; জন্ম: 80 হি. বায়জানটাইনে-মৃত্যু 150 হি. মক্কা. তাবেয়ী ছিলেন। পিতা: আবদুল আজীয বিন জুরাইজ।

উস্তাদ: নাফী, মামার বিন রশিদ, আয়ুব ছখতিয়ানী, আবদুল আজীয বিন জুরাইজ (পিতা), আতা ইবনে আবী রাবাহ, জায়েদ ইবনে আসলাম, জুহরী, তাউছ, আতা ইবনে আবী মুসলিম, আমর ইবনে দীনার, হিশাম ইবনে উরওয়া, মুছা ইবনে উকবা, ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ছা'দ, জাফর ইবনে মুহম্মাদ ইবনে আলী, হাছান ইবনে মুসলিম ইবনে য়ান্নাক, যিয়াদ বিন সা'দ, আমির ইবনে মুছআব, মহম্মদ বিন ওমর, উছমান ইবনে আবী ছুলায়মান, আমর ইবনে য়াহয়া ইবনে আম্মারা, হিশাম বিন হাছান, য়াহয়া ইবনে ছাঈদ আনসারী, য়ালা বিন মুসলিম, য়ুসুফ বিন মাহিক, ছাঈদ ইবনে আবি আয়ুব, য়াহয়া ইবনে আয়ুব।

সাগরিদ: ওয়াকী, আওজায়ী, আবূ আসিম নাবিল, হাফছ বিন গিয়াছ, লাইছ ইবনে সা'দ, মক্কী বিন ইব্রাহীম, আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, য়াহয়া ইবনে ছাঈদ আনসারী, ছুফিয়ান ইবনে উয়ায়না, ওহায়েব বিন খালিদ, মুছা বিন তারিক, আবু কুররা, মুসলিম বিন খালিদ জানজী, খালিদ বিন হারেস ইবনে উবাইদ, য়াহয়া ইবনে ছাঈদ কাত্তান, ওয়ালিদ বিন মুসলিম কুরাইশী, য়াহয়া ইবনে জাকারিয়া, য়াহয়া ইবনে ছাঈদ ইবনে আবান বিন ছাঈদ, হিশাম বিন য়ুসুফ, মুহম্মদ বিন জাফর, হাজ্জাজ বিন মুহম্মদ, রূহুল ইবনে উবাদা ইবনে আলা, আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মালিক, আবদুর রাজ্জাক।

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারী 176টি, ছহীহ মুসলিম 265 টি, সুনানে আবি দাউদ 136 টি, জামি তিরমিজী 54 টি, সুনানে নাছায়ী 210টি, সুনানে ইবনে মাজাহ 72টি।

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আবূ আছিম, তিনি ইবনে জুরায়েজ থেকে, তিনি হাছান বিন মুসলিম

বিন য়ান্নাক থেকে, তিনি তাউছ থেকে। ইবনে আব্বাছ (রা.) বলেন, আমি নবী (ছ.), আবূ বকর, উমর, এবং উছমান (রা.)-এর সঙ্গে সালাতে হাজির ছিলাম। তারা সবাই খুতবার আগে সালাত পড়তেন। (বুখারী 962)

মুসলিম রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন মুহাম্মাদ ইবন হাতেম, তিনি হাজ্জাজi থেকে, তিনি ইবন জুরায়জ

থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে। রসুলুল্লাহ (ছ.) বলেছেন, রসুলুল্লাহ (ছ.) বলেছেন, জামাআতের ছালাত একাকী ছালাতের চেয়ে পচিশগুণ বেশি ফজীলত রাখে। (মুসলিম 2171)

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ ইবনুল হাছান আতাকী (শায়বানী), তিনি মুহম্মদ বিন বকর থেকে, তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি উম্মে উছমান বিনতে শায়বা থেকে, তিনি ইবন আববাছ (রা) হতে। রসূল (ছ.) বলেছেন যে, (হজ্জে) নারীদের জন্য মাথা মুন্ডনের দরকার নেই, বরং তারা (চুল) ছাঁটবে। (আবু দাউদ 1984)

মুসলিম রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন ইবনে আবু শায়বা, তিনি হাফছ বিন গিয়াছ থেকে, তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি আবু জুবাইর থেকে; জাবির (রা.) বলেন, আমি শুনেছি যে, নবী (স.) কবর পাকা করতে কবরের উপর বসতে এবং কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ বিন য়ুছুফ, তিনি ছুফিয়ান থেকে, তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি ইবনে আবু মুলায়কা থেকে, তিনি আমর থেকে, তিনি আয়িশা থেকে। একদা আয়িশা নবী (ছ.)-কে বললেন, হে রসূল, শাদীর জন্য কনের এজেন জরুরী কি? তিনি বললেন, হা।

দারেমী রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন আবু আছিম নাবিল, তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি ছুলায়মান বিন মূছা থেকে, তিনি জুহরী থেকে, তিনি উরওয়া থেকে, তিনি আয়িশা (রা.) থেকে; রসূলুল্লাহ (ছ.) বলেন, “যে নারী নিজে নিজের নিকাহ সম্পন্ন করবে তার নিকাহ বাতিল, তার নিকাহ বাতিল, তার নিকাহ বাতিল। ওলীরা যদি ঐ নারীর নিকাহে বাধা দেয়, তবে যার ওলী নেই সুলতান তার ওলী।” আবু আছিম বলেন, তিনি (ইবনে জুরাইজ) আমাকে একশত ছিচল্লিশ হিজরীতে এই হাদীছ লিখিয়েছেন। (আহমদ, তিরমিজী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)[[8]](#footnote-8)

**ইবনে শিহাব জুহরী**

ইমাম ইবনে শিহাব জুহরী (জন্ম 51হি/671 মদিনা -ম: 124 হি/741) তাবেয়ী।

উস্তাদ: ইবনে উমর, রবীআ ইবনে আব্বাদ দাইলী, মিছওয়ার ইবনে মাখরামা, ছাহল ইবনে ছা'দ, আনাছ, জাবের, আবু তুফাইল, ছাইব ইবনে য়াজীদ, মাহমুদ বিন লবীদ, আবু জামিলা, কবীছা বিন জুওয়ায়েব, হাসান বসরী, হারমালা মওলা উছামাহ, সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, খারিজা ইবনে জায়েদ, ছাঈদ ইবনুল মুছায়্যিব, উরওয়া, আরাজ, আতা ইবনে আবী রাবাহ, জয়নুল আবেদীন, কাছেম বিন মুহম্মাদ, নাফি ইবনে মালেক, আমারা বিনতে আব্দুর রহমান।

সাগরিদ: আতা ইবনে আবি রাবাহ, উমর ইবনে আব্দুল আজীজ, আমর ইবনে দীনার, আয়ুব ছখতিয়ানী, ইমাম আাওজায়ী, ইবনে জুরাইজ, আমর ইবনে শুআইব ইবনে মুহম্মাদ, ইমাম বাকের, য়াযীদ বিন হাদ, হিশাম ইবনে উরওয়া, ইমাম মালিক, মামার বিন রশিদ, লাইছ ইবনে ছা'দ, ছুফিয়ান ইবনে উয়াইনা।

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারী 1186টি, ছহীহ মুসলিম 688 টি, সুনানে আবি দাউদ 445 টি, জামি তিরমিজী 279 টি, সুনানে নাসাঈ 678 টি, সুনানে ইবনে মাজাহ: 293টি।

উদাহরণ নিচে দেয়া হল:

দারেমী রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন ইছমাঈল, তিনি ইবনে মুবারক থেকে, তিনি য়ুনুছ বিন য়াজীদ থেকে, তিনি জুহরী থেকে, তিনি উরওয়া থেকে। আয়িশা (রা.) বলেন, রসূল (ছ.) যখন ছফরে যেতেন তখন বিবিদের নামে লটারি করতেন। এতে যার নাম পেতেন তাকে নিয়ে ছফরে যেতেন।

মালিক রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন ইবনে শিহাব, তিনি আলী বিন হুছাইন বিন আলী (জয়নুল আবেদীন) থেকে, নবী (ছ.) বলেন, ইসলামের সৌন্দর্য অদরকারী বিষয় ত্যাগ করা। [[9]](#footnote-9)

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন ইবনে যুছুফ, তিনি মালিক থেকে, তিনি ইবনে শিহাব থেকে, তিনি ছালেম থেকে, তিনি ইবনে উমর (রা.) থেকে, নবী (ছ.) বলেন, হায়া ঈমানের অংশ। (বুখারী 24)

নাছায়ী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন ইমরান বিন বাক্কার, তিনি আবুল য়ামান থেকে, তিনি শুআইব বিন আবু হামজা থেকে, তিনি জুহরী থেকে, তিনি উরওয়া থেকে। নবী (ছ.) বলেছেন, ছুওয়াইবাহ্ আমাকে ও আবু ছালামাকে নিজের দুধপান করিয়েছেন। (নাছায়ী, 3284)

**আবু হানীফা নুমান ইবনে ছাবিত**

ইমাম নুমান ইবনে ছাবিত, রহেমাহুল্লাহ, (৮০হি/৬৯৯—১৪৮হি/৭৬৭) উপনাম আবু হানীফা নামেই বেশি মশহুর। তিনি তাবেয়ী ছিলেন। তার পিতা কাবুলের পারসিক বংশদ্ভূত একজন ব্যবসায়ী ছিলেন।

৭৬৩ আব্বাসীয় বাদশাহ আলমনসুর আবু হানীফাকে প্রধান কাজী হিছাবে নিয়োগ দেন কিন্তু স্বাধীন থাকার জন্য তিনি নিয়োগ ফিরিয়ে দেন। এ ব্যাপারে আবু য়ুসুফ আলমনসুরকে ব্যাখা দেন তিনি নিজেকে এই পদের জন্য উপযুক্ত মনে করছেন না। আবু হানীফা প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়ার পর মনসুর তাকে মিথ্যাবান হিছাবে অভিযুক্ত করেন। এই অভিযোগের ব্যাখ্যায় আবু হানীফা বলেন, “আমি যদি মিথ্যাবান হই তাহলে প্রস্তাব প্রত্যাখান করার ব্যাপারে আমার মত ঠিক, কারণ কিভাবে আপনি প্রধান কাজী পদে একজন মিথ্যাবাদীকে বসাবেন।”এই ব্যাখার জওয়াবে আলমনসুর আবু হানীফাকে গ্রেফতার করেন ও তাকে কারাগারে বন্দি রেখে জুলুম করা হয়। ৭৬৭ সালে আবু হানীফা কারাগারে মারা যান। তার সাগরিদ আবু য়ুসুফকে প্রধান কাজী নিয়োগ দেওয়া হয়।

উস্তাদ: হাম্মাদ ইবনে আবী ছুলায়মান, আতা ইবনে আবী রাবাহ, আবু ছুফিয়ান তারীফ বিন শিহাব ছা’দী, আলকামা ইবনে Mrthd, হাকাম ইবনে উতায়বা, ছালামা বিন কুহাইল হাদরামী, জাফর ছাদিক, জিয়াদ ইবনে ইলাকা, ছাঈদ ইবনে মাছরূক, আদী বিন ছাবিত আনসারী, য়াহয়া ইবনে ছাঈদ আনসারী, হিশাম ইবনে উরওয়া, শাবী।

সাগরিদ: ইমাম আবু য়ুছুফ, ইমাম মুহম্মাদ শায়বানী, জুফার ইবনুল হজাইল, ইব্রাহিম বিন তাহমান, ইছমাঈল বিন আইয়াশ, হামজা ইবনে হাবীব, ​ওয়াকী, য়াজিদ বিন হারূন, আলী ইবনে মুছহির, আবদুর রাজ্জাক, নূহ ইবনে আবী মারয়াম, আবূ আছিম নাবিল, ছুফিয়ান বিন উয়ায়না [[10]](#footnote-10), হাফ্ছ বিন গিয়াছ(?)[[11]](#footnote-11)।

ইমাম শাফিয়ী রহেমাহুল্লাহ, বলেন, দুনিয়ার সকল আলিম ফিকহে ইমাম আবু হানীফার বংশধর। (ইবনে খল্লিকানের বরাতে, অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি, আব্দুল্লাহেল কাফী কুরাইশী, পৃ.64)

ইমাম আহমদ রহেমাহুল্লাহ, যখন ইমাম আবু হানীফার কষ্টভোগের বিষয় আলোচনা করতেন তখন কান্নায় তার চোখ ভিজে যেত আর তিনি তার জন্য দোয়া করতেন। (রদদুল মুহতার বরাতে, অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি, আব্দুল্লাহেল কাফী কুরাইশী, পৃ.64)

ইবনে আব্দুল বার বলেন, সাবধান কেউ ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে খারাপ কথা উচ্চারণ করো না। আর যদি কেউ তার দোষের কথা বলে তবে তা বিশ্বাস করো না। (রদদুল মুহতার বরাতে, অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি, আব্দুল্লাহেল কাফী কুরাইশী, পৃ.64)

শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী বলেন, ইমাম আবু হানীফা আহলে ছুন্নাহ এবং আহলে ছুন্নাহর ইমাম। তবে যারা তার ফিকহী অনুসরণ করেছেন তাদের মধ্যে আকীদার দিক থেকে জুব্বায়ী, আবু হাশিম ও জামাখশারীর মত মুতাজিলী আছে, আবার গাছছানের মত মুরজিয়ারও অভাব নাই। (হুজ্জাত বরাতে, অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি, আব্দুল্লাহেল কাফী কুরাইশী, পৃ.51)

য়াহয়া ইবনে মাঈন বলেন, আবু হানীফা হাদীছে ছিকাহ ছিলেন। (আছকালানী, তাহজীবুত তাহজীব)

ইবনে হাজার আছকালানী বলেন, আবু হানীফা মশহুর ইমাম, তিরমিজী তার হাদীছ রেওয়ায়েত করেছেন, আর ইমাম নাছায়ী তার আমালুল য়াওমি ওল লাইলা কিতাবে তার হাদীছ রেওয়ায়েত করেছেন।

ইবনে হাজার আছকালানী তার ইমতা বিল আরবাঈন কিতাবে তার রেওয়ায়েত করেছেন যা থেকে সাবুদ হয় যে ইমাম আবু হানীফা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য/ছিকাহ রাবী ছিলেন। (হাদীছটি সামনে পেশ করা হয়েছে।) ইমতা বিল আরবাঈন মাত্র 45টি হাদীছের সমাহারে একটি কিতাব যাতে ইবনে হাজার আছকালানী সর্বোচ্চ ছহীহ সনদ নিয়েছেন।

নাছায়ী তার সুনান কবীরে ইমাম ছাহেবের সনদে ইবনে আব্বাছ (রা.) এর একটি বক্তব্য বর্ণনা করে বলেন, এ বর্ণনা ছহীহ নয়, কারণ আছিম বিন উমর জঈফ। এতে বুঝা যায় নাছায়ী আবু হানীফাকে জঈফ বলেন নি। দারাকুতনী বলেন, আবু হানীফা জঈফ (?)।

বুখারী বলেন, আবু হানীফা মুরজিয়া ছিলেন বলে তার হাদীছ সম্পর্কে নীরব থাকা হয়। (তারীখে বুখারী) ইমাম বুখারী ইমাম আবু হানীফার আকীদা ছাড়া অন্য কোন ভুল বলেন নি। আর আবু হানীফা মুরজিয়া ছিলেন এই তথ্যটি ইমাম বুখারীর কাছে ভুলভাবে এসেছে। ইমাম ছাহেবের জামানা ছিল ফিতনার জমানা। ফলে তাকে কেউ মুরজিয়া, রায়পন্থী, কিয়াছপন্থী, জঈফ রাবী ইত্যাদি খেতাব দিয়েছে –যা ঠিক নয়। আবু হানীফা মুরজিয়া ছিলেন- এই তথ্য ভুল ছিল।

........................

ইমাম ছাহেবের সাগরিদদের মধ্যে কারো কারো ফৎওয়া পছন্দ না হওয়ার কারণে অনেকে ইমাম ছাহেবকেই বর্জন করেছেন যদিও সাগরিদদের মত তার মত থেকে আলাদা ছিল।[[12]](#footnote-12)

ইমাম আজমের মুসনাদ নামে বাজারে কিতাব পাওয়া যায়। তবে শাহ আব্দুল আজীজ দেহলভী বলেন, চার মাজহাবের ইমামগণের কিতাবসমূহের মধ্যে বর্তমান কালে ইমাম মালিকের মুআত্তা ছাড়া হাদীছের অন্য কোন কিতাবই পাওয়া যায় না। অন্য ইমামগণের নামে প্রচলিত মুসনাদগুলি তারা তাদের হায়াতকালে তাছনীফ করেন নি। পরবর্তী লোতেরা তাদের বরাতে রেওয়ায়েতকৃত হাদীছগুলিকে জমা করে মুসনাদে অমুক, মুসনাদে তমুক বলে চালিয়ে দিয়েছে। সুধীমহলের কাছে এটা অজানা নয় যে এরকম সংকলন যে আলিমের নামে চালু হয়েছে তিনি দেখে না দিলে তা নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। এতে ভুল-শুদ্ধের মিশাল ঘটেই থাকে। (বুছতানুল মুহাদ্দিছীন, ফার্ছী কিতাব, শাহ আব্দুল আজীজ দেহলভী)

উল্লেখ্য মুসনাদে আহমদ ইমাম আহমদের বেটা আব্দুল্লাহ কর্তৃক সংকলিত এবং এরপর আবু বকর কাতিয়ী কর্তৃক এডিটিংকৃত। মুসনাদে শাফিয়ী রবি’ বিন ছুলায়মান কর্তৃক বর্ণিত এবং এরপর আবুল আব্বাছ আছম কর্তৃক সংকলিত। মুসনাদে আবু হানীফা কাজী আবু মুওয়াইদ কর্তৃক সংকলিত।

শাহ আব্দুল আজীজ দেহলভী বলেন, এই মুসনাদগুলিকে ইমাম আজমের মুসনাদ বলা অনেকটা ইমাম আহমদের বিন্যস্ত মুসনাদে আবু বকরকে আবু বকর (রা.)এর মুসনাদ বলার মত। (বুছতানুল মুহাদ্দিছীন, শাহ আব্দুল আজীজ দেহলভী)

তার রেওয়ায়েত ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, সুনান আবি দাউদ, জামি তিরমিজী, সুনানে নাছায়ী, সুনান ইবনে মাজাহ-তে শামিল নেই। তবে হাকিম (5টি), দারাকুতনী (11টি). ইবনে আবী শায়বা (3টি), তাবারানী (মুজাম কবীরে 15টি, মুজাম আওছাতে 3টি, মুজাম ছগীরে 1টি), খতীব বাগদাদী (11টি), আব্দুর রাজ্জাক (3টি), ইবনে শাবীব (5টি), ইবনে হাজার আছকালানী (ইমতা বিল আরবাঈন কিতাবে 1টি) তার হাদীছ রেওয়ায়েত করেছেন।

উদাহরণ নিচে দেয়া হল:

ইবনে হাজার আছকালানী (ইমতা বিল আরবাঈন কিতাবে) রেওয়ায়েত করেছেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবু মুহম্মদ উমর বালছী, খবর দিয়েছেন আবু বকর রাজী, খবর দিয়েছেন মুহম্মদ বিন ইছমাঈল খতীব, খবর দিয়েছেন য়াহয়া বিন মাহমূদ ছাকাফী, খবর দিয়েছেন আব্দুল করীম বিন আব্দুর রাজ্জাক, খবর দিয়েছেন আবু তায়্যিব আব্দুর রাজ্জাক, খবর দিয়েছেন আবু বকর মুহম্মদ মুকরী, খবর দিয়েছেন আবু বকর মুহম্মদ

আত্তার, হাদীছ বলেছেন ইবরহীম জুবায়দী, হাদীছ বলেছেন ইছমাঈল বিন আইয়াশ, হাদীছ বলেছেন ইমাম আবু হানীফা নুমান, তিনি আবু ছুফিয়ান ছা’দী থেকে, তিনি আবু নাজরা থেকে, তিনি আবু ছাঈদ খুদরী (রা.) থেকে, রসূল (ছ.) বলেন, উম্মুল কুরআন ও তা ছাড়া তার সাথে আরো কিছু ছাড়া ছালাত ঠিক (ছালেহ) হয় না। (ইবনে হাজার আছকালানী বলেন,) এই হাদীছ উচু মানের মুত্তাছিল। হাদীছটি আবু ছুফিয়ান ছা’দী- মুহম্মদ বিন ফুজাইল-ইবনে কুরাইব সূত্রে ইবনে মাজাহ রেওয়ায়েত করেছেন। (ইমতা, হাদীছ নং 23) [[13]](#footnote-13)

ইবনে আবী শায়বা রেওয়ায়েত করেছেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আব্বাদ বিন আওয়াম, তিনি আবু হানীফা নুমান থেকে, তিনি ইবরহীম বিন মুহম্মদ থেকে, তিনি য়ারবী থেকে। আনাছ (রা.) বলেন, নবী (ছ.)এর কাছে কেউ বসলে সে উঠে না যাওয়া তক তিনি দাঁড়াতেন না। (মুছান্নাফ, 25669) এই হাদীছে দেখা যায়, আনাছ (রা.) ও আবু হানীফার মধ্যে ইবরহীম বিন মুহম্মদ ও য়ারবী এই দুইজন রাবী আছেন। অথচ কিছু দুর্বল রেওয়ায়েতে দেখা যায় আবু হানীফা সরাসরি আনাছ (রা.) থেকে হাদীছ শুনেছেন। তারা বলেছেন আবু হানীফার জন্ম 61 হিজরীতে। অথচ প্রমাণিত যে আবু হানীফার জন্ম 80 হিজরীতে। ঐতিহাসিক মুহাদ্দিছ খতীব বাগদাদী বলেন, আনাছ (রা.) থেকে আবু হানীফার শোনা প্রমাণিত নয়। (তারীখে বাগদাদ)

তাবারানী রেওয়ায়েত করেছেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন বিশর, তিনি আল-মুকরী থেকে, তিনি আবু হানীফা নুমান থেকে, তিনি হাম্মাদ থেকে, তিনি ইবরহীম থেকে, তিনি খুজাইমা বিন ছাবিত থেকে। নবী (ছ.) বলেন, মুছাফিরের জন্য মোজার উপর মাছেহের মেয়াদ তিন দিবা ও তিন রাত বলবৎ থাকবে আর মুকীমের জন্য এক দিবা ও এক রাত। (তাবারানী কবীর 3767)

ইবনে শাবীব রেওয়ায়েত করেছেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন বিশর, তিনি আল-মুকরী থেকে, তিনি আবু হানীফা নুমান থেকে, তিনি হাম্মাদ থেকে, তিনি ইবরহীম থেকে, তিনি খুজাইমা থেকে। নবী (ছ.) বলেন, সূরজ গ্রহণ আল্লাহর নিদর্শন। কারো মওতের জন্য গ্রহণ হয় না। (জুজ আলফ দীনার)

খতীব বাগদাদী রেওয়ায়েত করেছেন আবু হানীফা নুমান, নাফী ও ইবনে উমরের সূত্রে, রসূল (ছ.) বলেন, যে জুমুআ ছালাতে আসে সে যেন গোছল করে।

হাকিম রেওয়ায়েত করেছেন আবু ইছহাক, আবু বুরদা ও তার পিতা (আবু মূছা) সূত্রে। নবী (ছ.) বলেন, ওলী ছাড়া বিয়ে হয় না। আবু ইছহাক থেকে এই হাদীছ একদল শীর্ষস্থানীয় আলিমের কাছে পৌছে; যাদের মধ্যে আছেন আবু হানীফা, মুতাররিফ হারিছী, আব্দুল হামীদ হিলালী, জাকারিয়া বিন আবু জায়েদা। (মুছতাদরাক, 2714)

হাকিম বলেন, নাবী (ছ.) এর এই হাদীছ “পবিত্রতা হল ছালাতের চাবি, তাকবীর হল তার হারামকারী এবং সালাম হল তার হালালকারী।” - এই হাদীছটি আরো রেওয়ায়েত করেছেন ইমাম আবু হানীফা হামজা জাইয়াত ও আবু ছুফিয়ান ছা’দী থেকে, তিনি আবু নাজরা থেকে, তিনি আবু ছাঈদ খুদরী (রা.) থেকে।

তিরমিজী জামে তিরমিজী-তে, ইমাম শাফিঈ উম্ম কিতাবে, শায়বানী মাবছূতে, ইবনে কাছীর তাফছীরে, আবু হানীফার মতামত উল্লেখ করেছেন।

তিরমিজী রেওয়ায়েত করেছেন, হাদীছ বলেছেন হান্নাদ ও মাহমূদ ইবন গায়লান ....... মুগীরা ইবন শুবা (রা.) থেকে; নবী ওজু করার সময় কাপড়ের মোজা ও চপ্পলের উপর মাসেহ করছেন। আবূ ঈসা তিরমিজী বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও ছহীহ। একাধিক আলিমের অভিমত এ-ই। ছুফিয়ান ছওরী, ইবন মুবারক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-ও এই অভিমত পোষণ করেন, তারা বলেন, কাপড়ের মোজা যদি মোটা হয় তাহলে পায়ে চপ্পল না থাকলেও তাতে মাসেহ করা যাবে। মুকাতিল সমরকন্দী বলেন, আমি আবু হানীফাকে দেখতে গেলাম। তখন তিনি মরণরোগে আক্রান্ত। এসময় তিনি ওজুর পানি আনিয়ে ওজু করলেন। তিনি পায়ে থাকা মোজায় মাসেহ করলেন। বললেন, আজ আমি যা করলাম তা আগে করিনি। আমি মোজায় মাসেহ করলাম যখন জুতা পরিহিত নই। (তিরমিজী ৯৯)

দারাকুতনী রেওয়ায়েত করেছেন, য়াজদাদ থেকে, তিনি আবু ছাঈদ আশাজ্জ থেকে, তিনি য়ুনুছ বিন বুকাইর থেকে। আবু হানীফা বলেন, যদি তুমি ফিতরা হিছাবে হরিতকী দাও তবুও চলবে।

আবু হানীফা ব্যবহৃত অলংকারের জাকাত দিতে বলেছেন।

ইমাম আবু হানীফার মতে যতক্ষণ ছালাতে দাড়ানো অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ হাত বাধা থাকবে।

**আবু আমর আওজায়ী**

ইমাম আবু আমর আবদুর রহমান আওজায়ী (জন্ম 88হি-ম. 157হি) সিরিয়ার বাইরুতে (বর্তমান লেবাননে) জন্ম নেন। তিনি তাবে-তাবেয়ী ছিলেন। আওজায়ী এবং আবু হানীফা একই উস্তাদের সাগরিদ ছিলেন। [[14]](#footnote-14)

উস্তাদ: নাফী, জুহরী, আতা ইবনে আবী রাবাহ, কাতাদা, হাছছান বিন উতায়বা, য়াহয়া ইবনে আবি কাছীর, ছুলায়মান ইবনে হাবীব, রবীআহ (ফররুখ), আবদুর রহমান ইবনুল কাছেম, ওয়ালিদ বিন হিশাম, য়াজীদ ইবনে য়াজীদ ইবনে জাবের।

সাগরিদ: ইমাম মালিক, শূবা, ছুফিয়ান ছওরী, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, আবদুর রাজ্জাক, বাকিয়া ইবনুল ওয়ালীদ, মুহম্মাদ ইবনে হারব ওয়াছেতী, য়াহয়া ইবনে ছাঈদ কাত্তান, ওয়াকী, আমর ইবনে আবি ছালামা, মুহম্মাদ ইবনে শুআইব, আবু আবদুর রহমান, হাইছাম বিন হামিদ, ওয়ালিদ বিন মুসলিম কুরেশী, ওয়ালিদ ইবনে য়াজীদ, মুসা জাজরী, ঈছা ইবনে য়ুনুছ, আবদুল হামীদ বিন হাবিব, আবূ আসিম নাবিল, মুহম্মাদ ইবনে য়ুছুফ ফারয়াবী, ওবায়দুল্লাহ বিন মুছা।

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারী 65টি, ছহীহ মুসলিম 57 টি, সুনান আবি দাউদ 64টি, জামি তিরমিজী 25টি, সুনানে নাছায়ী 116টি, সুনানে ইবনে মাজাহ 79টি।

উদাহরণ নিচে দেয়া হল:

মুসলিম রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন নাছর বিন আলী জাহজামী, তিনি ওয়াকী থেকে, তিনি আওজায়ী থেকে, তিনি হাছছান বিন উতায়বা থেকে, তিনি মুহম্মদ বিন আবু আয়িশা থেকে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (ছ.) বলেছেন, তোমরা কেউ যখন (সলাতে) তাশাহহুদ পড় তখন চারটি জিনিস থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া করবে। বলবেঃ “আল্লহুম্মা ইনী আউজুবিকা মিন আজাবি জাহান্নাম ওয়া মিন আজাবিল কবরি ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি ওয়ামিন শাররি ফিতনাতিল মাছীহিদ দাজ্জাল।” [[15]](#footnote-15)

তিরমিজী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আবু হাম্মাম, তিনি ওয়ালীদ বিন মুসলিম থেকে, তিনি আওজায়ী থেকে, য়াহয়া ইবনে আবি কাসির থেকে, তিনি আবু ছালমা থেকে, Avey ûivqiv (iv:) †\_‡K, mvnvexMY ej‡jb, †n im~j ! KLb Avcbvi byeyIqvZ w¯’wZ jvf K‡i? bex (mt) e‡jb, ÒhLb Av`g (Avt) i~n I kix‡ii gv‡S wQ‡jb|Ó [[16]](#footnote-16)

**মালিক ইবনে আনাছ**

ইমাম মালিক (জন্ম. ৭১১খ্রি:/৯৩ হি: মদিনা -ম. ৭৯৫ খ্রি:/১৭৯হি. মদিনা) একজন বিখ্যাত হাদীছ-বিশারদ এবং মুজতাহিদ ইমামদের একজন ছিলেন।

শৈশবেই তিনি পুরো কুরআন মুখস্থ করেন। এরপর তিনি মদীনার তাবেয়ী নাফী, হিশাম বিন উরওয়া, জাফর ছাদিক এবং ইবনে শিহাব জুহরীসহ বহু বিখ্যাত আলিমদের কাছে শিক্ষা নেন।

উস্তাদ: নাফী, জুহরী, আয়ুব ছখতিয়ানী, হিশাম ইবনে উরওয়া, আমির ইবনে আব্দুল্লাহ, যায়েদ ইবনে আসলাম, হামীদ বিন আবি হামিদ, ছাঈদ ইবনে আবি সাইদ, আবু হাজীম, সালাহ বিন কায়ছান মাদানি, য়াহয়া ইবনে ছাঈদ আনসারী, আমর ইবনে আবি আমর, ইব্রাহিম ইবনে উকবা মুসা ইবনে উকবা, হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান, জাফর ইবনে মুহম্মাদ ইবনে আলী, হামিদ বিন কায়স, দাউদ ইবনুল হুসাইন, যিয়াদ বিন সাদ ইবনে আবদুর রহমান, যায়েদ বিন রাবাহ মাদানি, তালহা ইবনে আবদুল মালেক, আমর ইবনে য়াহয়া ইবনে আম্মারা, মুহম্মদ বিন য়ুছুফ (মামা), মুহম্মদ ইবনে আমর ইবনে হালহালা, মুহাম্মাদ ইবনে য়াহয়া, ইবনে আশাজ্জ।

সাগরিদ: ইমাম জুহরী, ইমাম আওজায়ী, ইমাম শাফী, ইমাম ছুফিয়ান ছওরী, শুবা, ফাতিমা বিনতে ইমাম মালিক (বেটি), মুহম্মদ ইবনুল হাছান শায়বানী, ইবনে জুরাইজ, ছুফিয়ান ইবনে উয়ায়না, য়াহয়া ইবনে ছাঈদ আনসারী, য়াহয়া ইবনে য়াহয়া ইবনে কাছীর লাইছী মাছমূদী, য়াহয়া ইবনে আয়ুব, লাইছ ইবনে ছা'দ, ইব্রাহিম বিন মুহম্মাদ, আবু জিনাদ, য়াহয়া ইবনে ছাঈদ কাত্তান, হুসাইন বিন ওয়ালিদ কোরেশী, রাওহ ইবনে উবাদা ইরাকী, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, কাছেম ইবনে য়াজীদ, আবূ আছিম, হিশাম তায়ালিছী, য়াহয়া ইবনে য়াহয়া ইবনে বুকাইর, মক্কী বিন ইব্রাহীম, কুতায়বা বিন ছাইদ বিন জামিল বলখী, আহমদ বিন আবু বকর মাদানী, ইছমাঈল বিন মুছা, মুছআব জুবায়রী মাদানী।

তাঁর সংকলিত মুয়াত্তা সবচেয়ে পুরানা হাদীছ চয়নিকা। এর 14টি নুখছা বা পাণ্ডুলিপি আছে। এগুলির মধ্যে বেশি সমাদৃত য়াহয়া ইবনে য়াহয়া ইবনে লাইছী মাছমূদী আন্দালুষীর নুখছা। এতে 1891টি রেওয়ায়েত আছে। অন্য নুখছাগুলিতে কিছু হাদীছ কমবেশি আছে। এর কারণ বিভিন্ন সাগরিদকে দিয়ে লেখানোর সময়ে ইমাম মালিক কয়েকটি হাদীছ যোগ করেছেন বা বাদ দিয়েছেন।

|  |
| --- |
| ইমাম মালিক সংকলিত মুয়াত্তা থেকে কয়েকটি হাদীছ |
| মালিক রেওয়ায়েত করেন ইবনে শিহাব থেকে, তিনি আলী বিন হুছাইন বিন আলী (জয়নুল আবেদীন) থেকে, নবী (ছ.) বলেন, ইসলামের সৌন্দর্য অদরকারী বিষয় ত্যাগ করা। [[17]](#footnote-17) |
| মালিক রেওয়ায়েত করেন ইবনে শিহাব থেকে, তিনি ছালেম থেকে, তিনি ইবনে উমর থেকে, নবী (ছ.) বলেন, হায়া ঈমানের অংশ। (বুখারী 24) |
| মালিক রেওয়ায়েত করেন আবু জিনাদ থেকে, তিনি আরাজ থেকে, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে। রসুলুল্লাহ (ছ.) বলেছেন, তোমরা আন্দাজ থেকে বাঁচ। আন্দাজ বড় মিথ্যা হয়। (বুখারী/মুসলিম) |
| মালিক রেওয়ায়েত করেন নাফী থেকে, তিনি ইবনে উমর (রা.) থেকে। রসুলুল্লাহ (ছ.) বলেছেন, জামাআতের ছালাত একাকী ছালাতের চেয়ে সাতাশগুণ বেশি ফজীলত রাখে। |

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারী 631টি, ছহীহ মুসলিম 133 টি, সুনানে আবি দাউদ 277 টি, জামি তিরমিজী 134টি, সুনানে নাছায়ী 347 টি, সুনানে ইবনে মাজাহ 73 টি।

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন ইবনে যুছুফ, তিনি মালিক থেকে, ইবনে শিহাব থেকে, তিনি ছালেম থেকে, তিনি ইবনে উমর থেকে, নবী (ছ.) বলেন, হায়া ঈমানের অংশ। (বুখারী 24)

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আবূ আছিম, তিনি ইমাম মালিক থেকে, তিনি আবু জিনাদ থেকে, তিনি আরাজ থেকে, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে। রসুলুল্লাহ (ছ.) বলেছেন, তোমাদের কেউ তার দোনো কাঁধের উপর থাকে না- এমন এক কাপড় পরে ছালাত পড়বে না। (বুখারী 359)

ইমাম আহমদ রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন শাফিয়ী, তিনি মালিক থেকে, তিনি জুহরী থেকে, তিনি ইবনে কাব থেকে, তিনি কাব বিন মালিক থেকে। নবী (ছ.) বলেছেন, ঈমানদারদের রূহ সবুজ পাখির মত হবে এবং তারা জান্নাতে বিচরণ করবে।

মালেকী মাজহাব তাঁরই প্রণীত মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

**য়াহয়া ইবনে য়াহয়া ইবনে কাছীর লাইছী মাছমূদী**

ইমাম মাছমূদী (ম. 234 হি./848খ্রি.) আলজিয়ার্সে মাছমূদা নামক একটি বারবার গোত্রে জন্ম নেন। স্পেনে ও আলজিয়ার্সে বাস করেন। তিনি ইমাম মালিক থেকে মুয়াত্তা শোনেন, লেখেন এবং রেওয়ায়েত করেন। তিনি স্পেনে ফিরে শিক্ষকতায় ‍নিয়োজিত হন। মাছমূদীকে কর্ডোভার আমীর হাকাম তার মজলিসে শূরায় আসন দেন। তার প্রভাব এত বেশি ছিল যে তার অনুমোদন ছাড়া কেউ কাজী নিযুক্ত হতেন না। ফলে স্পেনে মালিকী মাজহাব মজবুত হয়, যদিও আগে স্পেনের লোকেরা আওজায়ী মাজহাবের অনুরক্ত ছিল।

**ফাতিমা বিনতে মালিক**

ফাতিমা বিনতে মালিক ইমাম মালিক (রহ.) এর বেটি। তিনি তার পিতা থেকে মুয়াত্তা বর্ণনা করেন। নারী সাহাবীদের মধ্যে আয়িশা যেমন বড় আলিম ছিলেন, তাবেয়ীদের মধ্যে আম্মারা, তাবে- তাবেয়ীদের মধ্যে ফাতিমা বিনতে মালিক তেমন বড় আলিম ছিলেন।

.. **ইবনে লাহিয়া**

কাজী ইবনে লাহিয়া (জন্ম 96 হি.- ম. 174 হি.) তাবা-তাবেয়ী ছিলেন। মিশরের বিচারক ছিলেন।

উস্তাদ: আরাজ, মুহম্মদ বিন মুসলিম, য়াযীদ ইবনে আবী হাবীব, জাফর বিন রবীআ বিন শুরাহবীল, হাই বিন হানী বিন নাজীর, ওবায়দুল্লাহ মিছরী, আতা ইবনে আবী রাবাহ, কাব ইবনে আলকামা ইবনে কা'ব, মুহম্মদ ইবনে আবদুর রহমান, মুহাম্মদ বিন মুনকাদির, মুসা বিন ওয়ারদান, সুলাইম ইবনে জুবাইর, মুহম্মদ বিন আজলান মাদানি, য়াজিদ বিন আমর, আবু মুছআব মিছরাহ ইবনে হাআন, উকাইল।

সাগরিদ- আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব, আব্দুল্লাহ ইবনে য়াজিদ মুকরী, কুতায়বা বিন সাইদ বিন জামিল, আওজায়ী, আহমদ তছতরী, সুফিয়ান সাওরী, শুবা, ঈসা ইবনে হাসান, লাইছ ইবনে সাদ, ওয়ালিদ বিন মুসলিম কোরেশী, আশহাব ইবনে আবদুল আযীয, নাজর মুরাদি, বাশার বিন উমার জাহরানী, য়াহয়া ইবনে ইছহাক, সাঈদ ইবনে আবী মারয়াম.

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছদূক ছিলেন। এটা ইবনে হাজার আছকালানীর মত। তবে তার সম্পর্কে অনেক মত আছে। আহমদ বিন ছালিহ বলেন, ইবনে লাহিয়া ছিকাহ, তবে তিনি যেসব উল্টা-পাল্টা ও ভুল হাদীছ রেওয়ায়েত করেছেন সেগুলি বাতিল করতে হবে। আহমদ বিন হাম্বল বলেন, ইবনে লাহিয়ার রেওয়ায়েত নির্ভরযোগ্য নয়, তবে আমি তার হাদীছ সংকলিত করি অন্যান্য হাদীছের সাথে মিলিয়ে দেখার জন্য। য়াহয়া ইবনে মাঈন বলেন, ইবনে লাহিয়া জঈফ, তার রেওয়ায়েত নির্ভরযোগ্য নয়।

জাকারিয়া ছাজী ও আব্দুল গনী ইবনে ছাঈদ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব, আব্দুল্লাহ ইবনে য়াজিদ মুকরী এই তিন আব্দুল্লাহ যেসব হাদীছ ইবনে লাহিয়া থেকে রেওয়ায়েত করেছেন শুধু সেগুলিই গ্রহণযোগ্য। কারণ এরা তার পুরানা সাগরিদ। বেশি বয়সে ইবনে লাহিয়ার কিতাব পুড়ে যায় এবং তার স্মৃতিও দুর্বল হয়। ফলে তিনি উল্টা-পাল্টা ও ভুল হাদীছ রেওয়ায়েত করতেন।

একদা ইবনে লাহিয়া আব্দুর রহমান ইবনে মাহদীর কাছে কিছু হাদীছ পাঠান এবং জানান যে হাদীছগুলি আমর বিন শুআইব থেকে শুনেছেন। পরে ইবনে মাহদী আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের কাছে সেগুলি পড়ে শুনান। ইবনে মুবারক তখন তার কাছে মওজুদ ইবনে লাহিয়া থেকে নকল করা হাদীছের কিতাব বের করেন। দেখা যায় হাদীছগুলি আমর বিন শুআইব থেকে অন্য শায়েখের মাধ্যমে ইবনে লাহিয়া রেওয়ায়েত করেছেন। ফলে বুঝা যায় ইবনে লাহিয়া উল্টা-পাল্টা হাদীছ (তাদলীছ) রেওয়ায়েত করেছেন

এভাবে যদি বর্ণনাকারী পূর্বের মূল ব্যক্তির নিকট থেকে তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে শুনেছেন শুনেন অথচ বলেন যে তার পূর্বের বর্ণনাকারীর নিকট থেকে সরাসরি শুনেছেন, তাহলে তার এই বর্ণনা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। একে বলা হয় তাদলীছ।

তার রেওয়ায়েত সতর্কতার সাথে আমল করতে হবে। তার রেওয়ায়েত: সুনানে আবি দাউদ: 25 জামি তিরমিযী: 33 সুনান ইবনে মাজাহ: 54টি।

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আহমদ ইবন আমর, তিনি ইবনে ওহাব থেকে, তিনি ইবনে লাহিয়া থেকে, তিনি আবু মুছআব মিছরাহ ইবনে হাআন হতে। উকবা ইবন আমের (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে বলি যে, সূরা হজ্জের মধ্যে দুটি ছিজদা আছে? তিনি বলেন, হাঁ।(আবু দাউদ ১৪০২; হাছান)[[18]](#footnote-18)

আব দাউদ রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন কুতায়বা, তিনি ইবনে লাহিয়া থেকে, তিনি উকাইল থেকে, তিনি ইবনে শিহাব থেকে, তিনি উরওয়া হতে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার ছালাতের প্রথম রাকাতে সাতবার এবং দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচবার তাকবীর বলতেন। (আব দাউদ ১১৪৯)

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন ইবনুছ ছারহ্‌, তিনি ইবনে ওহাব থেকে, তিনি ইবনে লাহিয়া থেকে, ইবনে শিহাব-খালিদ বিন য়াজিদ এই সনদেও উপরোক্ত হাদীছটি অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রুকুর দুই তাকবীর ছাড়া। (আবু দাউদ ১১৫০)

এখানে উল্লেখ্য যে ছয় তাকবীরে ঈদ ছালাতের পড়ারও হাছান হাদীছ আছে। (আবু দাউদ ১১৫৩)

**আবু আছিম নাবিল**

আবূ আছিম দাহহাক বিন মুখলাদ নাবিল (জন্ম 122 হি.-210 হি.) বসরাবাসী তাবে-তাবেয়ী ছিলেন।

উস্তাদ: ইমাম মালিক, ইমাম ছুফিয়ান ছওরী, শুবা, ইমাম আওজায়ী, য়াজীদ ইবনে আবী উবাইদ, আইমান ইবনে নাবিল, ছুলায়মান বিন তারখান, উছমান ইবনে ছাদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আওন, মুহম্মাদ বিন আজলান মাদানি, ইবনে জুরাইজ, ছওর ইবনে য়াজীদ, জাফর ইবনে য়াহয়া ইবনে ছাওবান, হানজালা বিন আবি ছুফিয়ান, জাকারিয়া ইবনে ইছহাক মক্কী, ছাঈদ ইবনে আবি আরুবা, হিশাম বিন হাসান, কুররা বিন খালিদ।

সাগরিদ: ইমাম বুখারী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম ইছহাক ইবনে রাহওয়াইহ, আলী ইবনুল মাদীনী, হাজ্জাজ বিন শাইর, মুহম্মাদ বিন মুছান্না।

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারী 74টি, ছহীহ মুসলিম 35টি, সুনান আবি দাউদ 44টি, জামে তিরমিজী 27টি, সুনানে নাসাঈ 19টি, সুনান ইবনে মাজাহ 33টি। উদাহরণ নিচে দেয়া হল:

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আবূ আছিম, তিনি ইমাম মালিক থেকে, তিনি আবু জিনাদ থেকে, তিনি আরাজ থেকে, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে। রসুলুল্লাহ (ছ.) বলেছেন, তোমাদের কেউ তার দোনো কাঁধের উপর থাকে না- এমন এক কাপড় পরে ছলাত পড়বে না। (বুখারী 359)

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আবূ আছিম, তিনি ইবনে জুরায়েজ থেকে, তিনি হাছান বিন মুসলিম বিন য়ান্নাক থেকে, তিনি তাউছ থেকে। ইবনে আব্বাছ (রা.) বলেন, আমি নবী (ছ.), আবূ বকর, উমর, এবং উছমান (রা.)-এর সঙ্গে ছলাতে হাজির ছিলাম। তারা সবাই খুতবার আগে ছলাত পড়তেন।(বুখারী 962)

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আবূ আছিম, তিনি জাকারিয়া ইবনে ইছহাক মক্কী থেকে, তিনি য়াহয়া আব্দুল্লাহ ইবনে মুহম্মদ থেকে, তিনি আবু মাবাদ নাফীজ (মওলা ইবনে আব্বাছ) থেকে, ইবনে আব্বাছ (রা) বলেন, নবী (ছ.) মুআজকে ইয়ামানে (শাসক হিসেবে) পাঠালেন। এরপর বললেন, সেখানকার অধিবাসীদেরকে এ সাক্ষ্য দিতে দাওয়াত করবে যে, আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানাও যে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত ফরজ করেছেন। যদি সেটাও তারা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানাও যে, আল্লাহ তাদের উপর তাদের মালে ছাদাকাহ (জাকাত) ফরজ করেছেন। যেটা ধনীদের থেকে নেয়া হবে আর দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ হবে। (বুখারী ১৪১৩)

দারেমী রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন আবু আছিম নাবিল, তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি ছুলায়মান বিন মূছা থেকে, তিনি জুহরী থেকে, তিনি উরওয়া থেকে, তিনি আয়িশা থেকে; রসূলুল্লাহ (ছ.) বলেন, “যে নারী নিজে নিজের নিকাহ সম্পন্ন করবে তার নিকাহ বাতিল, তার নিকাহ বাতিল, তার নিকাহ বাতিল। ওলীরা যদি ঐ নারীর নিকাহে বাধা দেয়, তবে যার ওলী নেই সুলতান তার ওলী।” (আরও রেওয়ায়েত করেছেন আহমদ, তিরমিজী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

**উম্মে জুনুব বিনতে নুমাইলা**

উম্মে জুনুব তাবে-তাবেয়ী ছিলেন। আছকালানী বলেন, তার হাল অজানা।

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ ইবন বাশশার, তিনি আব্দুল হামীদ বিন আব্দুল ওলীদ থেকে, তিনি উম্মে জুনুব বিনতে নুমাইলা থেকে, তিনি তার মা ছুওয়াইদাহ বিনত জাবির থেকে, তিনি তার মা আকীলা বিনতে আছমার থেকে, তার পিতা থেকে। আছমার ইবন মুজাররিছ (রা.) বলেন, আমি নবী (ছ.)-এর কাছে হাজির হয়ে তাঁর কাছে বায়আত নেই। তখন তিনি (ছ.) বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোন পানির (কূপ বা ঝরনা) কাছে পৌছায়, যেখানে তার আগে আর কোন মুসলিম পৌছেনি, সে ব্যক্তি তার মালিক হবে।

হাদীছটি জঈফ/হাছান। আবু দাউদের কাছে দলীলযোগ্য। আছকালানী বলেন, আব্দুল হামীদ বিন আব্দুল ওলীদ মকবুল রাবী (তাকরীব)।

**মুহম্মাদ** **ইবনুল হাছান শায়বানী**

ইমামমুহম্মদ ইবনুল হাছান, রহেমাহুল্লাহ, (জন্ম 132হি/750খ্রি. ওয়াসিত – মৃ. 189হি/805খি.) তাবে-তাবেয়ী ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিকের সাগরিদ। তবে মূখ্যত তিনি ইমাম আবু হানীফার উছুল মেনে ইজতিহাদ করতেন। ইমামমুহম্মদ ইবনুল হাছান ইমাম মালিক থেকে মুয়াত্তার একটি পাণ্ডুলিপি করেন। তবে এর মধ্যে ইমাম আবু হানীফার কিছু রেওয়ায়েত সংযোজন করেন। এটি মুয়াত্তা মুহম্মদ নামে পরিচিত।

উস্তাদ: ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম আবু য়ুছুফ, শরীক বিন আব্দুল্লাহ।

সাগরিদ: আবু দাউদ, আবু বকর ইবনে আবী শায়বা।

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে তার অবস্থান বিতর্কিত।

য়াহয়া ইবনে মাঈন বলেন, আমি মুহম্মদ ইবনুল হাছান থেকে জামি ছগীর লিখেছি।

অIহমদ বিন হাম্বল বলেন, মুহম্মদ ইবনুল হাছান একসময়ে জাহমী ছিলেন। (তারীখে বাগদাদ, হিসসা 2, পৃ 179)

দারাকুতনী বলেন, তিনি পরিত্যক্ত নন। (তারীখে বাগদাদ, 181/2).

আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, মুহম্মদ ইবনুল হাছান ছদূক। (তারীখে বাগদাদ, হিসসা 2, পৃ. 181).

জাহাবী বলেন, “মুহম্মদ ইবনুল হাছান এলমে ও ফিকহের নদী। কেবল ইমাম মালিক থেকে তার রেওয়ায়েতগুলিই শক্তিশালী।” (কেবল ইমাম মালিক থেকে তার রেওয়ায়েতগুলিই শক্তিশালী কেন তা আমি বুঝিনি।)

ইমামশায়বানীর রেওয়ায়েত: সুনানে আবি দাউদ 2টি, সুনানে ইবনে মাজাহ 3টি।

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ ইবনুল হাছান আতাকী (শায়বানী), তিনি মুহম্মদ বিন বকর থেকে, তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি উম্মে উছমান বিনতে শায়বা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাছ (রা.) হতে। রসূল (ছ.) বলেছেন যে, (হজ্জে) নারীদের জন্য মাথা মুন্ডনের দরকার নেই, বরং তারা (এক আঙ্গুল পরিমান চুল) ছাঁটবে। (আবু দাউদ 1984)

ইবনে মাজাহ রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আবু বকর ইবনে আবী শায়বা, তিনি মুহম্মদ ইবনুল হাছান থেকে, তিনি শরীক বিন আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন আকীল থেকে। জাবির (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (ছ.) ও তাঁর বিবিগণ একই পাত্রের পানি দিয়ে গোছল করতেন।" (ইবনে মাজাহ 410)

ইবনে মাজাহ রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আবু বকর ইবনে আবী শায়বা, তিনি আবু বকর ইবনে আবী শায়বা থেকে, তিনি মুহম্মাদ ইবনুল হাছান থেকে, তিনি আবু হেলাল মুহম্মাদ বিন ছুলায়েম থেকে, তিনি ইবনে ছীরীন থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে। নবী (ছ.) বলেন, মুসলিমকে গালি দেয়া ফাছেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী।” (ইবনে মাজাহ 4075)

ইমামশায়বানীর মাবছূত কিতাবে অনেক মাছআলার আলোচনা আছে। যেমন:

ছালাতের মধ্যে দুআর অধ্যায়: (মুহম্মদ শায়বানী বলেন,) আমি ইমাম আবু হানীফাকে বললাম, যদি কেউ ছালাতের মধ্যে দুআ করে, রিজিক চায়, সুস্থতা-নিরাপত্তা চায়, তাহলে তার ছালাত কি ভেঙ্গে যাবে? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, যদি কেউ বলে, আমাকে একটি কাপড় পরিয়ে দিন, আমাকে অমুক মহিলার সাথে বিয়ে দিন, তাহলে কী হবে? তিনি বললেন, এগুলো মানুষের সাথে কথাবার্তা। এমন কথা বললে ছালাত ভেংগে যাবে। আমি বললাম যদি ইমাম ছালাতের মধ্যে জাহান্নাম বিষয়ক আয়াত পড়ে আশ্রয় চায় ও মাফ চায়? তিনি বললেন, ইমামের জন্য এমন করা আমার অপছন্দ। আমি বললাম, যদি তারা এমন বলে, তাহলে কী হবে? তিনি বললেন, তাদের ছালাত শুদ্ধ হবে। ................

আমি বললাম ইমাম যদি কাফিরদের আলোচনা সম্বলিত আয়াত পড়েন, তখন কি মুছল্লী ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে? তিনি বললেন, চুপ করে শোনাই আমার কাছে পছন্দ। আমি বললাম, যদি তারা এমন বলে, তাহলে কী হবে? তিনি বললেন, তাদের ছালাত শুদ্ধ হবে।

মুহম্মদ শায়বানী বলেন, কবর এমন প্রকাশ্য স্তুপ আকারের হবে যাতে তা বুঝা যায়, কিন্তু একে বর্গাকার করা যাবে না। আর এটাই আবু হানীফার মত। [কিতাবুল আছার] মুহম্মদ শায়বানী বলেন, "আমরা এটা মনে করি না যে, কবর খোড়ার সময় যে পরিমাণ মাটি বের করা হয়েছে তার চেয়ে বেশি মাটি দিয়ে ভরাট করা হবে। কবরকে পাকা (সলিড) করা মকরূহ। কারণ নবী এটা করতে মানা করেছেন আর এটাই আবু হানীফার মত।" [কিতাবুল আছার, কুতুবখানা মজীদিয়া, মুলতান]

**আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক**

আবু আবদুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (জন্ম 118 হি-মৃত্যু 181 হি) তাবে-তাবেয়ী ছিলেন। তার পিতা মুবারক (রহ.)এর তাকওয়ার কাহিনী অনেকেই জানেন। [[19]](#footnote-19)

উস্তাদ: ছুফিয়ান ছওরী, শুবা, আওজায়ী, ইবনে জুরাইজ, মালিক, লাইছ ইবনে ছা'দ, হামিদ বিন আবি হামিদ, ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ, য়াহয়া ইবনে ছাঈদ আনসারী, আবু খালদা খালিদ ইবনে দীনার, আসিম আহওয়াল, মুহম্মদ বিন আজলান মাদানি, মুসা ইবনে উকবা, আমাশ, হিশাম ইবনে উরওয়া, ইব্রাহিম বিন তাহমান, ইব্রাহিম বিন নশাইত, হুসাইন বিন জাকওয়ান, ছাঈদ ইবনে আবী আরুবা, ছাঈদ ইবনে আবি আয়ুব, ছাঈদ ইবনে য়াজিদ, ছুওয়ায়দ ইবনে নাছর, তালহা ইবনে আবী ছাঈদ, উমর ইবনে জর হামদানী, উমর ইবনে ছাঈদ, আমর ইবনে মায়মুন, আওফ ইবনে আবী জামিলা, হিশাম আজদী, ওহায়িব ইবনুল ওয়ার্দ, য়ুনুছ ইবনে য়াজীদ, আবু বকর ইবনে উছমান।

সাগরিদ: ছুফিয়ান ছওরী, ছুফিয়ান ইবনে উওয়াইনা, আবু নুমান আরিম, মামার বিন রশিদ, ইব্রাহিম বিন মুহম্মদ, জাফর ইবনে সুলাইমান, বাকীআ ইবনুল ওলীদ, দাউদ আত্তার, সালাম বিন সুলাইম, মুতামার বিন সুলাইমান, ওয়ালিদ বিন মুসলিম কুরেশী, আবু বকর ইবনে আয়্যাশ আসাদি।

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারী 238টি, ছহীহ মুসলিম 46টি, সুনান আবি দাউদ 59, তিরমিজী 140টি, সুনানে নাছায়ী 261, সুনানে ইবনে মাজাহ 30টি।

উদাহরণ নিচে দেয়া হল:

আহমাদ রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন আরিম, তিনি ইবনে মুবারক থেকে, তিনি ইবনে আবী জিয়াদ থেকে, তিনি শাহন বিন হাওশাব থেকে, তিনি আছমা বিনতে য়াজীদ থেকে। নবী (ছ.) বলেছেন, যে তার ভাইয়ের গর-হাজিরায় তার গীবত ঠেকাবে আল্লাহ কিয়ামতদিবসে তার চেহারা থেকে আগুনকে হটিয়ে দিবেন।

দারেমী রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন ইছমাঈল, তিনি ইবনে মুবারক থেকে, তিনি য়ুনুছ বিন য়াজীদ থেকে, তিনি জুহরী থেকে, তিনি উরওয়া থেকে। আয়িশা (রা.) বলেন, রসূল (ছ.) যখন ছফরে যেতেন তখন বিবিদের নামে লটারি করতেন। এতে যার নাম পেতেন তাকে নিয়ে ছফরে যেতেন।

নাছায়ী রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন ছুওয়ায়দ ইবনে নাছর, তিনি ইবনে মুবারক থেকে, তিনি ছুফিয়ান ছওরী থেকে, তিনি আছিম থেকে, তিনি আব্দুর রহমান থেকে, তিনি আলকামা থেকে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাছউদ (রা.) বলেন, আমি তোমাদের রসুলুল্লাহ (ছ,)-এর সালাত সমন্ধে খবর দেব না? রাবী বলেন, এরপর ছালাতে দাঁড়িয়ে পহেলাবার তার দোনো হাত উঠালেন। তারপর আর উঠালেন না। (নাছায়ী 1026, আহমদ, আব দাউদ, তিরমিজি ২৫৭; তিরমিজি হাছান বলেছেন, ইবনে হাজম ছহীহ বলেছেন) [[20]](#footnote-20)

ইবনে মুবারক এই হাদীছ রেওয়ায়েত করলেও তিনি আমল করতেন নিচের হাদীছটি:

নাছায়ী রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন ছুওয়ায়দ ইবনে নাছর, তিনি ইবনে মুবারক থেকে, তিনি জায়িদাহ থেকে. তিনি আছিম থেকে, তিনি কুলাইব থেকে। ওয়ায়িল (রা.) বলেন, আমি বললাম: আমি নিশ্চয়ই রসুলুল্লাহর সালাত দেখব, তিনি কিভাবে সালাত পড়েন। আমি তার দিকে তাকালাম। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন এবং তার হস্তদ্বয় উঠালেন। আর হস্তদ্বয় কর্ণদ্বয়ের বরাবর হল। তারপর তিনি তার ডান হাত রাখলেন বাম কব্জি ও কব্জির হাতের উপর রাখলেন। যখন তিনি রুকু করার ইচ্ছা করলেন হস্তদ্বয় আগের মত উঠালেন। রাবী বলেন, তিনি হস্তদ্বয় তাঁর দুই হাঁটুর উপর রাখলেন। এরপর যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠালেন তখন সেভাবেই হাত উঠালেন। এরপর তিনি সিজদা করলেন, তিনি তাঁর হাতের তালুদ্বয় রাখলেন তাঁর উভয় কান বরাবর। তারপর তিনি বসলেন, তিনি বিছিয়ে দিলেন তাঁর বাম পা। আর তাঁর বাম হাতের তালু রাখলেন তার বাম পায়ের ও রানের উপর। আর ডান কনূইর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ডান রানের উপর রাখলেন। পরে তাঁর দুটি অঙ্গূলী টেনে তা দিয়ে বৃত্তাকার বানালেন এবং একটি অঙ্গুলী উঠালেন। আমি দেখলাম, তিনি তা নাড়ছেন (ইশারার জন্য) এবং এর মাধ্যমে দোয়া করছেন। (নাছায়ী ৮৮৯)

নাছায়ী রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন ছুওয়ায়দ ইবনে নাছর, তিনি ইবনে মুবারক থেকে, তিনি মুছা বিন উমাইর থেকে, তিনি আলকামা থেকে। ওয়য়িল (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ (ছ.) যখন ছালাতে দাড়াতেন তখন আমি তাঁকে ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরে রাখতে দেখেছি। (নাছায়ী 887)

ছালাতে ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরার হাদীছটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। [[21]](#footnote-21)

আহমাদ রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন আরিম, তিনি ইবনে মুবারক থেকে, তিনি ইবনে আবী জিয়াদ থেকে, তিনি শাহর বিন হাওশাব থেকে, তিনি আছমা বিনতে য়াজীদ (রা.) থেকে। নবী (ছ.) বলেছেন, যে তার ভাইয়ের গর-হাজিরায় তার গীবত ঠেকাবে আল্লাহ কিয়ামত-দিবসে তার চেহারা থেকে আগুনকে হটিয়ে দিবেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক হানাফী বা মালিকী কোনটাই ছিলেন না। তিনি আবু হানীফা (রহ.)এর সাথে চলাকালেই অনেক মাছআলায় আবু হানীফা (রহ.)এর সাথে একমত হন নি। আবার তিনি ইমাম মালিকের কাছে দরছ নিলেও নিজ ইজতিহাদমতই আমল করতেন।

..................

**হাফছ বিন গিয়াছ**

আবু উমর হাফ্ছ বিন গিয়াছ (মৃত্যু 195 হি) কুফাবাসী তাবা-তাবেয়ী ছিলেন।

উস্তাদ: আমাশ, ছুফিয়ান সওরী, ইসমাঈল ইবনে আবী খালিদ, ছা'দ ইবনে তারিক, আবু মালেক, আসিম আহওয়াল, মুছআব ইবনে ছুলাইম, য়াহয়া ইবনে ছাঈদ আনসারী, হিশাম ইবনে উরওয়া, ছুলায়মান, জাফর ইবনে মুহম্মাদ ইবনে আলী, লাইছ ইবনে আবী ছুলাইম, আব্দুর রহমান ইবনে ইছহাক।

সাগরিদ: আহমদ ইবনে হাম্বল, ইছহাক ইবনে রহওয়াই, আলী ইবনুল মাদিনী, আবু বকর ইবনে আবী শায়বা, য়াহয়া ইবনে মাইন, জুহাইর বিন হারব, আফফান ইবনে মুসলিম, মুহম্মদ বিন মুছান্না, য়াহয়া ইবনে য়াহয়া ইবনে বুকাইর, মুহম্মাদ ইবনে মাহবুব, আবু কুরাইব, মুহম্মদ বিনুল আলা, উমর ইবনে হাফছ (বেটা), হাছান ইবনে আরাফাত।

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারী 89টি, ছহীহ মুসলিম 58টি, সুনান আবি দাউদ 28টি, জামি তিরমিজী 25টি, সুনানে নাছায়ী 24টি, সুনান ইবনে মাজাহ 34টি।

উদাহরণ নিচে দেয়া হল:

বুখারী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ বিন উবায়েদ. তিনি উমার বিন হাফছ থেকে, তিনি হাফছ বিন গিয়াছ থেকে, তিনি আছিম আহওয়াল থেকে, তিনি হাফছা বিনতে ছীরীন থেকে, উম্মে আতিয়্যা (রা.) বলেন, ঈদের দিন আমাদের বের হওয়ার আদেশ দেওয়া হত। এমন কি আমরা কুমারীদেরকেও অন্দরমহল থেকে বের করতাম এবং ঋতুমতী মেয়েদেরকেও। তারা পুরুষদের পিছে থাকত এবং তাদের তাকবীরের সাথে তাকবীর বলত এবং তাদের দুআর সাথে দুআ করত- তারা আশা করত সে দিনের বরকত ও পবিত্রতা। (বুখারী 971)

বুখারী রেওয়ায়েত করেছেন, আমাদেরকে হাদীছ বলেছেন উমার বিন হাফছ, তিনি হাফছ বিন গিয়াছ থেকে, তিনি আমাশ থেকে, তিনি ইবনে মুররা থেকে, তিনি মাছরূক থেকে, তিনি ইবনে মাছউদ থেকে, নবী (ছ.) বলেছেন: যারা শোকে গালে চপেটাঘাত করে, জামা ছেঁড়ে ও জাহিলী যুগের মত চিৎকার দেয়, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। (বুখারী 1294)

মুসলিম রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন ইবনে আবু শায়বা, তিনি হাফছ বিন গিয়াছ থেকে, তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি আবু জুবাইর থেকে; জাবির (রা.) বলেন, আমি শুনেছি যে, নবী (ছ.) কবর পাকা করতে কবরের উপর বসতে এবং কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।

ছুলায়হা

ছুলায়হা ছিলেন একজন হাদীছের রাবী। তিনি ছিলেন তাবা-তাবেয়ী আবু নুআইম ফাজল বিন দুকায়েনের (120-219 হি) বেটী।

............... ।

আবু জাকারিয়া ফাররা

ইমাম আবু জাকারিয়া য়াহয়া বিন জিয়াদ আছলামী দায়লামী ওরফে ফাররা (জন্ম 144হি/761 কুফা-215হি./ 822 বাগদাদ) আরবি ভাষাতত্ত্ব ও ব্যকরণে বড় পণ্ডিত ও কুরআনের তাফছীরকারক ছিলেন। তিনি আরবের পুরানা, আধুনিক ও আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে তিনি ভালো জানতেন।

তার রচিত কিতাবুল মাআনী দারুল আলিম থেকে প্রকাশিত। এটি আমাদের জানামতে পুরানাতম তাফছীর। এছাড়া্ও তার অন্যান্য কিতাব মাছাদির ফীল কুরআন, কিতাবুল ওয়াকফ ওয়াল ইবতিদা, কিতাবুল জামউ ওয়া তাছনিয়াতু ফীল কুরআন, আলাতুল কাতিব, কিতাবুল মুফাকির।

ফাররা সূরা মাঊনের মাঊন শব্দটি সম্পর্কে বলেন, মাঊন মানে পানি। তার বক্তব্যের সমর্থনে তিনি পুরানা জামানার আরব শায়েরের কাছীদা থেকে নিচের চরণটি পেশ করেছেন।

*য়ামুজ্জু ছাবীরাহুল মাঊনা ছারা।*

যারমানে মেঘে পানির ঢেউ খেলছে।

এখানে মাঊন শব্দটি পানি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

ফাররা সূরা ফীলের *আলাম তারা* শব্দগুচ্ছ সম্পর্কে বলেন, এর মানে আলাম তুখবার (তুমি কি খবর পাওনি), জাজজাজ বলেন, এর মানে আলাম তালাম (তুমি কি জান না)। [[22]](#footnote-22)

ফাররা সূরা ফীলের ছিজজীল শব্দটি সম্পর্কে বলেন, *তীন কদ তুবিখা হাত্তা ছারা বি মানজিলিহির রিহা।*

ফাররা সূরা ফীলের আছফ শব্দটি সম্পর্কে বলেন, আছফ হচ্ছে বীজের যে অংশ খাওয়া যায়। অবশ্য ইবনে আব্বাছ বলেন, আছফ মানে ওরক (পাতা/খোসা)।

ফাররার মতানুযায়ী “*ফাজাআলাহুম কাআছফিম মাকূল*” এর মানে “তিনি তাদেরকে বানালেন খেয়ে ফেলা শস্যের মতো”। ইবনে আব্বাছের মতানুযায়ী “*ফাজাআলাহুম কাআছফিম মাকূল”* এর মানে “তিনি তাদেরকে বানালেন খেয়ে ফেলা পাতার মতো”।

ফাররার মতানুযায়ী “*ওয়াল হাব্বু জুল আছফি ওয়ার রাইহান”* মানে এর মানে “আর (ধরণীতে আছে) খাওয়ার যোগ্য ও সুবাসিত শস্য”। ইবনে আব্বাছের মতানুযায়ী “*ওয়াল হাব্বু জুল আছফি ওয়ার রাইহান”* এর মানে “আর (ধরণীতে আছে) পাতাযুক্ত (বা খোসাযুক্ত) শস্য ও সুবাসিত শস্য”।

ফাররা সূরা আছরের আছর শব্দটি সম্পর্কে বলেন, আছর মানে *দাহর* (কাল)। মুকাতিল বলেন, আছরের ছলাত।

ফাররার মতে লি-ইলাফি কুরাইশ আয়াতটির সাথে এর আগের সূরা সূরা ফীলের শেষ আয়াতের (“*ফাজাআলাহুম কাআছফিম মাকূল”)* অনুষঙ্গ আছে। আছহাবে ফীল বা হাতীওয়ালাদেরকে হালাক করা হয়েছে আর কুরাইশদেরকে বাকী রাখা হয়েছে আর তা এজন্যই যে তারা যেন পবিত্র ঘরের রবের উপাসনা করে।

মুহম্মাদ বিন ইদরিছ শাফী মুত্তালবী

ইমাম শাফী (জন্ম: 150 হি/767 - মৃ: 204 হি./819 মিশর) তাবেতাবেয়ী ছিলেন। তাকে মুসলিম উম্মাহর মাঝে এক, অনন্য সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি হিছাবে বিবেচনা করা হয়। ইমাম মালিকের মূখ্য সাগরিদ।

তিনি ছিলেন মক্কার বাশিন্দা। তবে ইরাক ও মিশর ছফর করেন।

উস্তাদ: ইমাম মালিক, ইছমাঈল বিন কছতানতীন, মুসলিম বিন খালিদ জানজী, ইব্রাহিম বিন ছা'দ বিন ইব্রাহিম, ছাঈদ কুদ্দা, আবদুল আজীজ দারাওয়ার্দী, আব্দুল ওহাব ছাকাফী, ইছমাঈল বিন ইব্রাহীম, ছুফিয়ান বিন উয়ায়না, আবু দামরা, হাতিম বিন ইছমাঈল মাদানি, মুহম্মদ বিন খালেদ, উমার ইবনে মুহম্মাদ ইবনে আলী, হিশাম বিন য়ুছুফ।

সাগরিদ: আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবুর রুবাই ছুলাইমান বিন দাউদ, আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের হুমাইদী, আবু ছওর কালবী, য়ুছুফ বিন য়াহয়া বুওয়াইতী, হারমালা মিছরী, আবু ইব্রাহিম ইছমাইল বিন য়াহিয়া মুজানী, রাবি ইবনে ছুলাইমান, আমর ইবনে ছাওয়াদ, হাছান বিন মুহম্মদ বিন ছাব্বাহ জাফরানী, মুছা বিন আবি জারূদ, য়ুনুছ ইবনে আব্দুল আ'লা ছাদাফী, মুহম্মাদ ইবনে ছাঈদ।

তার রেওয়ায়েত: সুনানে আবি দাউদ 2, সুনানে নাসাঈ 2, সুনানে ইবনে মাজাহ 3টি।

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেছেন, আমাদেরকে হাদীছ বলেছেন রাবি ইবনে ছুলাইমান, তিনি ইমাম শাফী থেকে থেকে, তিনি ছুফিয়ান বিন উয়ায়না থেকে, তিনি ইবনে আবু নাজীহ থেকে, তিনি আতা বিন আবূ রাবাহ থেকে, আয়েশা (রা.) হতে। নবী (ছ.) তাঁকে বলেন, তোমার বায়তুল্লাহ্ ও ছাফা-মারওয়ার (একবার) তাওয়াফ তোমার হজ্জের সময় ও উমরার জন্য যথেষ্ট। ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেন, ছুফিয়ান বিন উয়ায়না কোন সময় আতা হতে, তিনি আয়েশা (রা.) হতে এবং কোন সময় কেবল আতা হতে বর্ণনা করতেন যে, নবী (ছ.) আয়েশা (রা)-কে একথা বলেন। (আবু দাউদ ১৮৯৫)

ইবনে মাজাহ রেওয়ায়েত করেছেন, আমাদেরকে হাদীছ বলেছেন রাবি ইবনে ছুলাইমান ও হারমালা মিছরী, তারা ইমাম শাফী থেকে, তিনি ইমাম মালিক থেকে, তিনি আমর কিন য়াহয়া থেকে। তিনি আব্দুল্লাহ ইবন জায়দ (রা.)-কে বলেন, রসূলুল্লাহ (ছ.) কিভাবে ওজু করতেন তা আপনি আমাকে দেখাবেন কি? ইবন জায়দ বলেন, হ্যাঁ। তিনি ওজুর পানি নিয়ে ডাকলেন এবং তিনি তার হাতে পানি ঢেলে দোনো হাত দুবার ধুইলেন, এরপর তিনবার কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন, এরপর চেহারা তিনবার ধুইলেন, এরপর দুই হাত কনুইসহ দুবার করে ধুইলেন। এরপর তিনি দোনো হাত দিয়ে সামনের দিক থেকে পেছনের দিক পর্যন্ত তার মাথা মাছেহ করলেন। তিনি তাঁর মাথার সামনের দিক থেকে শুরু করলেন এবং দুই হাত ঘাড় পর্যন্ত নিলেন, এরপর পেছন দিক থেকে দুই হাত যেখান থেকে মাছেহ শুরু করেন সেখানে নিয়ে আসেন, এরপর তার দুই পা ধুইলেন।"

ইমাম আহমদ রেওয়ায়েত করেছেন আমাদেরকে হাদীছ বলেন ইমাম শাফিয়ী, তিনি ইমাম মালিক থেকে, তিনি ইমাম জুহরী থেকে, তিনি ইবনে কাব থেকে, তিনি কাব বিন মালিক (রা.) থেকে। নবী (ছ.) বলেছেন, ঈমানদারদের রূহ সবুজ পাখির মত হবে এবং তারা জান্নাতে বিচরণ করবে।

একদা ইমাম লাইছ বিন ছাদ বললেন, কোন বিদাতীকে পানির উপর হাটতে দেখলেও আমি তাকে কোন ইজ্জত দিবনা। ইমাম শাফী বললেন, এ তো কম হলো। কোন বিদাতীকে হাওয়ায় উড়তে দেখলেও আমি তাকে কোন ইজ্জত দিবনা। (তালবীছু ইবলীছ, পৃ. 24)

আবু ইব্রাহিম ইছমাইল বিন য়াহয়া মুজানী

ইমাম মুজানী (175হি./791খ্রি.-264হি./876খ্রি.) ইমাম শাফীর সাগরিদ ছিলেন।

উস্তাদ: ইমাম শাফী, আলী বিন শাদ্দাদ, নুআইম বিন হাম্মাদ

সাগরিদ: ইবনে খুজাইমা, তাহাবী (ভাগ্নে), আবুল ফাওয়ারেছ।

তিনি ইমাম শাফীর উছুলের উপর মুখতাছার ফিকহ শাফী নামে একটি বই লেখেন যা মুখতাছার মুজানী নামে পরিচিত। তিনি জামি ছগীর, জামি কবীর, শরহুছ ছুন্নাহ, তারগীব ফীল ইলম লিখেন।

ইমাম মুজানী ইমাম শাফীর উছুল মানলেও তাকলীদ করতে নিষেধ করতেন।

**আবু নূমান মুহম্মাদ আরিম বিন ফজল**

ইমাম আবু নূমান মুহম্মাদ আরিম বিন ফজল (জন্ম 140 হি.- মৃ. 224 হি) বছরায় জন্ম নেন। তিনি তাবে-তাবেয়ী ছিলেন। তার নাম হাদীছের কিতাবগুলিতে কোথাও আবু নূমান, কোথাও আরিম, কোথাও মুহম্মাদ বিন ফজল বলা হয়েছে। ইমাম বুখারী ছহীহ বুখারীর কিতাবুল ইলম, হাদীছ সংখ্যা 60-এর সনদে



“আমাদেরকে হাদীছ বলেন আবু নূমান আরিম ইবনে ফজল, তিনি আবু আওয়ানা থেকে” এভাবে পুরো নামটি বলেছেন।

বায়হাকী রেওয়ায়েত করেছেন আমাদেরকে হাদীছ বলেন আল-হাফিজ, তিনি আবু মুহম্মাদ নাহবী থেকে, তিনি ইবনে আব্দুল হানীন থেকে, তিনি আবু নূমান আরিম থেকে, তিনি হাম্মাদ ইবনে জায়েদ থেকে, তিনি আবু হানীফা থেকে, তিনি আলী বিন আকমার থেকে; মাছরূক বলেন, আয়িশা (রা.)-এর বাসায গেলে তিনি তাকে (মদীনার) নয় জিল হিজ্জা তারিখে শরবত পান করতে দেন। মাছরূক বলেন, আমি ছওম রাখিনি এই ভেবে যে যদি আজকের দিনটি (মক্কায়) কুরবানীর দিন হয়। আয়িশা (রা.) বলেন, কুরবানী সেদিন যেদিন (তোমার এলাকার) লোকেরা কুরবানী দেবে। ঈদুল ফিতর সেদিন যেদিন (তোমার এলাকার) লোকেরা ঈদ করবে। (বায়হাকীর সুনান কুবরা)

উস্তাদ: আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, হাম্মাদ ইবনে জায়েদ, হাম্মাদ ইবনে ছালামা, জারীর ইবনে হাজিম বিন জায়েদ, মাহদী ইবনে মায়মুন আজদী, ওহায়ব বিন খালিদ ইবনে আজলান বাহলী, মুহম্মাদ ইবনে ছুলাইম, আবদুল ওয়ারিছ বিন ছাঈদ ইবনে জাকওয়ান, মুতামার বিন ছুলাইমান তুফায়েল, আবদুল ওয়াহিদ বিন জিয়াদ, দাউদ ইবনে আবীল ফুরাত, ছাঈদ ইবনে জায়েদ, ওয়াদা য়াশকুরী, আবদুল আজীজ বিন মুহম্মদ দারুরাদী।

সাগরিদ: ইমাম বুখারী, ইমাম আহমাদ, ইমাম দারেমী, ইবরহীম বিন য়াকূব, খুশাইশ বিন আছরাম।

আরিম হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। ছহীহ বুখারী 100টি, মুসলিম 9টি, আবু দাউদ 3টি, জামি তিরমিজী 4 টি, নাছায়ী 6 টি, ইবনে মাজাহ 5 টি, আহমদ (?টি) তাদের কিতাবে আরিমের বর্ণিত হাদীছ শামিল করেছেন। উদাহরণ নিচে দেয়া হল:

বুখারী বলেন, আমাদেরকে হাদীছ বলেন আবু নূমান, তিনি আবু আওয়ানা থেকে, তিনি জিয়াদ ইবন ইলাকা হতে। তিনি বলেন, মুগীরাহ ইবন শুবাহ (রা.) যেদিন মারা যান সেদিন আমি জারীর (রা.)-এর কাছে শুনেছি, তিনি (মিম্বারে) দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ ও ছানা পড়ে বললেন, .......... একদা আমি আল্লাহর রসূল (ছ.)-এর কাছে এসে বললাম, আমি আপনার কাছে ইছলামের বায়আত নিতে চাই। তিনি (অন্যান্য বিষয়ের সাথে) আমার উপর শর্ত দিয়ে বললেন, আর সকল মুছলিমের মঙ্গল কামনা করবে। এরপর আমি তাঁর কাছে এ শর্তের উপর বায়আত নিলাম। এ মছজিদের মালিকের শপথ! আমি তোমাদের মঙ্গলকামনাকারী। এরপর তিনি আল্লাহর কাছে মাফ চাইলেন এবং (মিম্বর হতে) নামলেন। (বুখারী 58)

বুখারী বলেন, আমাদেরকে হাদীছ বলেন আবু নূমান আরিম ইবনে ফজল, তিনি আবু আওয়ানা থেকে, তিনি আবু বিশর হতে, তিনি য়ুছুফ বিন মাহিক থেকে। আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা.) বলেন, কোন এক ছফরে আল্লাহর রসূল (ছ.) আমাদের পিছে পড়ে গেলেন। পরে তিনি আমাদের কাছে পৌঁছলেন, এদিকে আমরা (আছরের) ছলাত পড়তে দেরি করে ফেলেছিলাম এবং আমরা ওযূ করছিলাম। আমরা আমাদের পা কোনমতে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম। তিনি উচু স্বরে বললেন, পায়ের গোড়ালিগুলোর (শুকনো থাকার) জন্য জাহান্নামের আজাব। (বুখারী কিতাবুল ইলম, হা. 60)

বুখারী বলেন, আমাদেরকে হাদীছ বলেন আবু নূমান (আরিম), তিনি হাম্মাদ ইবনে জায়েদ থেকে, তিনি গায়লান হতে, তিনি আবূ বুরদাহ থেকে, তিনি তার পিতা [আবূ মূছা (রা.)] হতে। তিনি বলেন, একবার আমি নবী (ছ.)-এর কাছে এলাম। তখন তাঁকে দেখলাম তিনি মিছওয়াক করছেন এবং মিছওয়াক মুখে দিয়ে তিনি উখ্ উখ্ আওয়াজ করছেন যেন তিনি বমি করছেন। (বুখারী 244)

বুখারী বলেন, আমাদেরকে হাদীছ বলেন আবু নূমান (আরিম), তিনি হাম্মাদ ইবনে জায়েদ থেকে, তিনি আয়ুব হতে, তিনি নাফী থেকে, তিনি ইবনে উমার (রা.) হতে। এক লোক নবী (ছ.)-এর কাছে এমন সময় এলেন যখন তিনি খুতবাহ দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, রাতের ছলাত কীভাবে পড়তে হয়? নবী (ছ.) বললেন,

দুই রাকআত দুই রাকআত করে পড়বে। আর যখন ভোর হবার আশঙ্কা করবে, তখন আরো এক রাকআত পড়ে নিবে। সে রাকআত তোমার আগের ছলাতকে বিতর করে দিবে। (বুখারী 473)

বুখারী রেওয়ায়েত করেছেন আমাদেরকে হাদীছ বলেন আবূ নুমান, তিনি হাম্মাদ বিন জায়েদ থেকে, তিনি আয়ুব ছখতিয়ানী থেকে, তিনি আবূ কিলাবা থেকে। মালিক ইবন হুয়াইরিছ (রা.) তাঁর সাথীদের বললেন, রসূল (ছ.)-এর ছালাত সম্পর্কে আমি কি তোমাদেরকে জানাব না? (রাবী) আবূ কিলাবা বললেন, এ ছিল ছালাতের সময় ছাড়া অন্য সময়। তারপর তিনি (ছালাতে) দাঁড়ালেন, তারপর রুকূ করলেন, এবং তাকবীর বলে মাথা উঠালেন আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর ছিজদায় গেলেন এবং ছিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ বসে ফের ছিজদা করলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। এভাবে তিনি আমাদের শায়খ আমর ইবন ছালিমার ছালাতের মত ছালাত পড়লেন। আয়ূব (রহ.) বলেন, আমর ইবন ছালিমা এমন কিছু করতেন যা অন্যদের করতে দেখিনি। তা হল তিনি তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাকাআতে বসতেন। মালিক ইবন হুয়াইরিছ (রা.) বলেন, নবীর কাছে এসে কিছু দিন থাকলাম। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা তোমাদের পরিজনদের মধ্যে ফিরে যাওয়ার পর অমুক ছালাত অমুক সময়, অমুক ছালাত অমুক সময় পড়বে। সময় হলে তোমাদের একজন আজান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ইমামত করবে।(বুখারী 819)

বুখারী রেওয়ায়েত করেছেন আমাদেরকে হাদীছ বলেন আবূ নুমান (আরিম), তিনি হাম্মাদ বিন জায়েদ থেকে, তিনি আমর বিন দীনার থেকে। জাবির (রা.) বলেন, (কোন এক) জুমুআহর দিন নবী লোকদের সামনে খুৎবাহ দিচ্ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক! তুমি কি ছালাত পড়েছ? সে বলল, না; তিনি বললেন, উঠ, ছালাত পড়। (বুখারী ৯৩০, আবু দাউদ হাদীছটি ছুলায়মান বিন হারব-হাম্মাদ সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন)

নাছায়ী রেওয়ায়েত করেছেন আমাদেরকে হাদীছ বলেন ইবরাহীম বিন য়াকূব, তিনি আবু নূমান থেকে, তিনি হাম্মাদ বিন ছালামা থেকে, তিনি আছিম আহওয়াল থেকে। আবূ মিজলাজ বলেন, আবূ মুছা (রা.) একবার মক্কা এবং মদীনার মাঝামাঝি জায়গায় অবস্হান করেছিলেন। তিনি সেখানে দুই রাকআত ইশার ছলাত পড়লেন। তারপর দাড়ালেন এবং একটি রাকআত দ্বারা বিতর পড়লেন, তাতে সূরা নিছার একশত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেন, আমি যেখানে রসুলুল্লাহ (ছ.) তাঁর পদদ্বয় রাখতেন সেখানে আমার পদদ্বয় রাখতে কোন ভুল করিনি এবং রসুলুল্লাহ (ছ.) যা যা তিলাওয়াত করতেন আমি তা-ই তিলাওয়াত করেছি। (নাছায়ী 1728, ছহীহ/হাছান। হাদীছটিকে জঈফ বলা ভুল।)

দারেমী রেওয়ায়েত করেন আবু নুমান, তিনি ছাবিত বিন য়াজীদ থেকে, তিনি আছিম আহওয়াল থেকে, তিনি হাফছা বিনতে ছীরীন থেকে, তিনি উম্মে রাইহ রাবাব থেকে, তিনি তার চাচা ছালমান ইবন আমের (রা.) থেকে। রসূলুল্লাহ (ছ.) বলেছেন, তোমাদের কেউ ইফতার করলে সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। সে খেজুর না পেলে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কারণ তা পবিত্র। (ইবনে মাজাহ ১৭৬৯, আবূ দাউদ ২৩৫৫ আহমাদ ১৫৭৯২, ১৫৭৯৮, দারেমী 1701)

বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আবু ইছমাইল, তিনি আবু নুমান থেকে, তিনি হাম্মাদ বিন জায়েদ থেকে, তিনি ইবনে জুবায়ের থেকে। আবু বকর (রা.) বলেন, আমি রসূল (ছ.)-এর পিছে ছালাত পড়েছি। যখন তিনি ছালাত শুরু করতেন তখন তার দুই হাত উঠাতেন। যখন তিনি রুকু করতেন ও রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও।

**ইমাম আহমাদ**

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (জন্ম 164 হি/780 খ্রি. বাগদাদ- মৃ. 241 হি./855 খ্রি. বাগদাদ) একজন হাদীছ এবং ফিকহ স্কলার ছিলেন। তিনি শাম এবং হিযাজে ছফর করেন।

উস্তাদ: আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম শাফি, ছুফিয়ান ইবনে উয়ায়না, জারীর ইবনে আব্দুল হামীদ রাজী, য়াহয়া ইবনে ছাঈদ কাত্তান, ছুলায়মান বিন দাউদ ইবনুল জারূদ, আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর, আবদুর রাজ্জাক, আলী ইবনে আয়াশ, মুহম্মাদ ইবনে জাফর, মুতামার বিন ছুলাইমান, য়াজীদ বিন হারূন।

সাগরিদ: ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, আছওয়াদ ইবনে আমির, ওয়াকী, য়াহয়া ইবনে আদম, কুতায়বা বিন ছাইদ বিন জামিল, দাউদ ইবনে আমর ইবনে জুহায়ের, খালাফ বিন হিশাম, আহমদ ইবনে আবীল হাওয়ারী, য়াহয়া ইবনে মাঈন, জিয়াদ দুলভীয়াহ, আলী ইবনুল মাদীনী, হুসাইন বিন মানছূর বিন জাফর, যিয়াদ বিন আয়ুব, মুহম্মদ বিন রাফী, মুহম্মাদ ইবনে য়াহয়া, মুহম্মাদ বিন জিয়াদ য়াশকুরী।

তিনি দাবি করেন যে কুরআন আল্লাহর কালাম বা শব্দ, কুরআন সৃষ্ট নয়। মুতাজিলাদের প্রবর্তিত ‘কুরআন সৃষ্টি’ এই বিদাতী আকীদা স্বীকার করতে বাদশাহ মামুনের শাসনামলে তাকে হুমকি দেয়া করেছিল। তবে তিনি সব কিছুর বিরুদ্ধে দৃঢ় দাঁড়িয়ে মুতাজিলা চিন্তার বিদাত থেকে সুন্নাতকে সংরক্ষিত করেন।

মুসনাদে আহমদ ইমাম আহমদের বেটা আব্দুল্লাহ কর্তৃক সংকলিত এবং এরপর আবু বকর কাতিয়ী কর্তৃক এডিটিংকৃত। মুসনাদে আহমাদে 27519টি হাদীছ আছে। এটা বলা হয়ে থাকে যে, ইবনে হাম্বল দশ লাখ হাদীছ হেফজ করেছিলেন।

মুসনাদে আহমাদ থেকে কয়েকটি হাদীছ:

আহমাদ রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন জরীর, তিনি আমাশ থেকে, তিনি ছাবিত বিন আব্দ থেকে। জায়েদ বিন ছাবিত (রা.) বলেন, নবী (ছ.) আমাকে বললেন, তুমি কি সিরিয়ান ভাষা জান? আমার কাছে এই ভাষায় চিঠি আসে। আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি এটা শিখ। আমি সেটা সতের দিনে শিখলাম।

আহমাদ রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন আরিম, তিনি ইবনে মুবারক থেকে, তিনি ইবনে আবী জিয়াদ থেকে, তিনি শাহর বিন হাওশাব থেকে, তিনি আছমা বিনতে য়াজীদ থেকে। নবী (ছ.) বলেছেন, যে তার ভাইয়ের গর-হাজিরায় তার গীবত ঠেকাবে আল্লাহ কিয়ামতদিবসে তার চেহারা থেকে আগুনকে হটিয়ে দিবেন।

আহমাদ রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন য়াজীদ বিন হারূন, তিনি য়াহয়া বিন ছাঈদ থেকে, তিনি উমর বিন কাছীর থেকে, তিনি উবায়েদ থেকে, তিনি খাওলা বিনতে কায়েছ থেকে, নবী (ছ.) বলেছেন, যে দুনিয়াকে হক উপায়ে নেয় আল্লাহ তাতে বরকত দেন।

তার রেওয়ায়েত হাদীছ: ছহীহ বুখারী: 7টি, ছহীহ মুসলিম 24টি, সুনান আবি দাউদ 231টি, তিরমিযী 2টি, সুনানে নাসাঈ 6টি, সুনানে ইবনে মাজাহ: 4টি।

মুসলিম রেওয়ায়েত করেছেন আমাদেরকে হাদীছ বলেন আহমাদ ইবন হাম্বল, তিনি মুতামার থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ বিন উমর থেকে, তিনি নাফী থেকে, তিনি ইবন উমার (রা.) থেকে, নাবী (ছ.) তার সওয়ারীকে সামনে রেখে সেটির দিকে ছালাত পড়তেন। (মুসলিম ১০০০)

আব দাউদ রেওয়ায়েত করেছেন আমাদেরকে হাদীছ বলেন আহমাদ ইবন হাম্বল, তিনি য়াহয়া কাত্তান থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ বিন উমর থেকে, তিনি নাফী থেকে, ইবন উমার (রা.) হতে। রসূলুল্লাহ (ছ.) বলেছেন, তোমরা তোমাদের ঘরে (নফল) ছালাত পড়বে এবং তোমাদের ঘরকে তোমরা কবর সদৃশ্য করবে না।

..................

আহমাদ ইবন হাম্বলের বেটা সরকারী চাকরি নিলে তার থেকে কোন খরচ নিতেন না।

**আবু বকর হুমাইদী**

আবু বকর হুমাইদী (মৃত্যু 219 হি/834খ্রি: মক্কা) মুসনাদে হুমাইদীর সংকলক।

উস্তাদ: ছুফিয়ান বিন উয়াইনা, ইব্রাহিম বিন ছাদ বিন ইব্রাহিম, ইমাম শাফী, ওয়ালিদ বিন মুসলিম কোরেশী, ওয়াকী, মারওয়ান বিন মুয়াবিয়া ফাজারী, আবদুল আজীজ বিন আবি হাজীম, আব্দুল আজিজ বিন মুহম্মদ দারুরাদী, বাশার বিন বকর তিউনিসী।

সাগরিদ: বুখারী, আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাছায়ী, মুহম্মাদ ইবনে য়াহয়া জুহলী, মুহাম্মদ বিন আহমদ কুরাইশী, মুহম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল রহিম, আহমদ বিন আজহার, আবু জুরআ রাজী, আবু হাতেম রাজী, য়াকুব ইবনে ছুফিয়ান, মুহম্মাদ ইবনে ছানজার, মুহম্মদ বিন য়ুনুছ.

তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারী 73টি, ছহীহ মুসলিম 4টি, জামে তিরমিজী 2টি। উদাহরণ:

বুখারী রেওয়ায়েত করেছেন আমাদেরকে হাদীছ বলেন হুমায়দী, তিনি ছুফিয়ান বিন উয়াইনা থেকে, তিনি য়াহয়া বিন ছাঈদ থেকে, তিনি মুহম্মদ বিন ইবরহীম থেকে, তিনি আলকামা ইবন ওয়াক্কাস লায়ছী থেকে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে; আমি রসুলুল্লাহ (ছ.)-কে বলতে শুনেছি, আমল নিয়াতের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ যেমন নিয়াত করে তেমন ফল পাবে। (বুখারী হাদীছ সংখ্যা 1)

**মুহম্মাদ ইবনে য়াহয়া জুহলী নিশাপুরী**

ইমাম জুহলী নিশাপুরী (172 হি.- ম. ২৫৮ হি:) মুহাদ্দিছ ছিলেন।

উস্তাদ: বাশার বিন উমার জাহরানী, মুহাম্মদ বিন বকর বারছানী, ওহাব ইবনে জারীর ইবনে হাজীম, আজহার ইবনে ছা'দ ছামান, আবু উমাইয়া, মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম, ছুলায়মান বিন দাউদ ইবনুল জারূদ, ছাফওয়ান ইবনে ঈছা, আবদুর রাজ্জাক, উছমান ইবনে উমর ইবনে ফার্স, আবু আহমেদ মুদাব, আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর, আলী ইবনে আছিম, আমর ইবনে আবি ছালামা, মুহাম্মদ বিন ওহাব, মুআল্লা বিন মনসুর রাজী, মুহম্মাদ ইবনে মুসা ইবনে আঈন, য়াকূব বিন ইব্রাহিম,

সাগরিদ: বুখারী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইমাম তিরমিজী, ইমাম নাছায়ী, ছাঈদ ইবনে আবী মারইয়াম, সাঈদ ইবনে মানছূর, মাহমুদ বিন গায়লান, মুহম্মাদ ইবনে ছাহল, মুহম্মাদ বিন আওফ বিন ছুফিয়ান।

হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তবে মুতাজিলাদের একটি মত তিনি সমর্থন করার কারণে ইমাম মুসলিমসহ অনেক মুহাদ্দিছ তার রেওয়ায়েত থেকে বিরত থাকেন। আবু দাউদ তার সুনান কিতাবে 5টি রেওয়ায়েত শামিল করেছেন। এগুলি নিচে দেয়া হল:

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেছেন, মুহম্মাদ ইবনু ছুলায়মান ও মুহম্মাদ ইবন য়াহয়া (জুহলী) হতে ........ আমাশ থেকে শাকীকের সূত্রে। তিনি বলেন, আমি ইবনু মাছউদ (রা.) ও আবূ মূছা (রা.)-এর সাথে একই জায়গায় হাজির ছিলাম। তখন আবূ মূছা বলেন, হে আব্দুর রহমানের বাপ (ইবন মাছউদ)! যদি কেউ অপবিত্র হয় (গোসল ফরয হয়) এবং একমাস পর্যন্ত পানি না পায়- তবে সে কি তায়াম্মুম করতে পারবে? তিনি বলেন, না, যদিও সে একমাস পানি না পায়। তখন আবূ মূছা তাকে বলেন- তাহলে সূরা মায়েদাহর এই আয়াত-“পানি দুস্প্রাপ্য হলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে”-এর অর্থ কি? ইবনু মাছউদ বলেন, জুনুব (নাপাক) ব্যক্তিকে যদি তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া হয়, তবে তারা বেশি শীতের সময় ঠান্ডা পানি ব্যবহারের পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। তখন আবূ মূছা বলেন, আপনি কি এই কারণে তা অপছন্দ করেন? জওয়াবে তিনি বলেন, হাঁ। তখন আবূ মূছা বলেন, আম্মার (রা.) উমার (রা.)-কে যা বলেছিলেন- তা কি আপনি জানেন? তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ্ (ছ.) আমাকে একটি কাজে পাঠান। সে সময় আমি অপবিত্র হই, কিন্তু পবিত্রতা অর্জনের জন্য সেখানে পানি না পেয়ে চতুষ্পদ পশুর মত মাটিতে গড়াগড়ি দেই। এরপর আমি নবী (ছ.)-এর কাছে হাজির হয়ে ঐ ঘটনা খোলাসা বর্ণনা করি। তিনি বলেন, যদি তুমি এমন করতে তবে তাই যথেষ্ট হত। এরপর তিনি তাঁর দুই হাত মাটিতে মেরে তা ঝেড়ে ফেলেন, এরপর বাম হাত দিয়ে ডান হাত এবং ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করেন। এরপর তিনি তার চেহারা মাসেহ্ করেন। (আবু দাউদ 320; ছহীহ)

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেছেন, মুহাম্মাদ ইবন য়াহয়া (জুহলী)....... ইবনুল হাদ হতে। তিনি বলেন, একদা নাফে ইবন জুবায়ের ইবন মুতইম আমাকে ছওয়াল করেন, আপনি কুরআন কতটুকু পড়েন? আমি বলি, আমি এর নির্দ্ধারিত কিছু অংশ পড়ি না। রাবী বলেন, তখন নাফে আমাকে বলেন, তুমি এ শব্দটি ব্যবহার করো না। কেননা রসূলুল্লাহ স. বলতেন, আমি কুরআনের অংশ পড়েছি। (আবু দাউদ 1392, ছহীহ)

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেছেন, মুহম্মদ ইবন য়াহয়া (জুহলী), তিনি ............. ইবন মাছঊদ (রা.) থেকে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ছ.) বলেছেন, আমার ছাহাবীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ যেন আমার কাছে অন্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না করে। কেননা, আমি পছন্দ করি যে, যখন আমি তোমাদের থেকে প্রস্থান করি, তখন যেন আমার অন্তর সাফ থাকে। (আবু দাউদ 4860; যঈফ)

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেছেন, মুহম্মদ ইবন য়াহয়া (জুহলী) ........ আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন ফাগওয়া খুজাঈ (রা.) তাঁর পিতা থেকে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ছ.) আমাকে ডাকেন। আর তিনি ইচ্ছা করেন, আমাকে কিছু টাকাসহ আবূ সুফিয়ানের কাছে পাঠাবেন, যাতে তিনি তা মক্কা বিজয়ের পর কুরায়শদের মাঝে বিতরণ করতে পারেন। তিনি আমাকে বলেন, তুমি তোমার সাথে সফরের জন্য একজন সংগী নির্ধারণ কর। এসময় আমর ইবন উমাইয়্যা জামরী এসে বলে, আমি জেনেছি, আপনি মক্কায় যাওয়ার ইরাদা করেছেন এবং একজন সফরসংগী খুঁজছেন। আমি বলি, হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন, আমি আপনার সংগে যাব। তখন আমি রসূলুল্লাহ স-এর কাছে এসে বলি, আমি একজন সংগী পেয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, সে কে? আমি বলি,

আমর জামরী (রা.)। তখন নবী (ছ.) বলেন, তুমি যখন তার কওমের দেশে পৌছবে, তখন তুমি তার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। যেমন কেউ বলেছেন, নিজের আপন ভাই থেকেও শংকাহীন থাকবে না। এরপর আমরা বের হই এবং যখন 'আবওয়া' নামক জায়গায় পৌছাই, তখন আমর ইবন উমাইয়া জামরী বলেন, আমি বিশেষ দরকারে আমার কওমের কাছে যাচ্ছি, আপনি এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করুন। আমি বললাম, ঠিক আছে, আপনি রাস্তা ভুলে যাবেন না। তিনি চলে যাওয়ার পর নবী (ছ.)-এর কথা আমার মনে পড়ে এবং আমি আমার উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দ্রুতগতিতে চলে 'আছাফির' নামক জায়গায় পৌছাই এবং দেখতে পাই যে, আমর জামরী তার কওমের কিছু লোক নিয়ে আমাকে বাঁধা দেয়ার জন্য আসছে। তখন আমি আমার উটকে দ্রুত গতিতে হাঁকিয়ে নিয়ে দূরে চলে যাই। আর তিনি বুঝতে পারেন যে, আমি তার নাগালের বাইরে, তখন সে এবং তার সাথীরা ফিরে যায়। শেষে তিনি একা আমার কাছে ফিরে এসে বলেন, আমার কওমের লোকদের কাছে আমার কিছু কাজ ছিল। আমি বলি, হাঁ, হতে পারে। এরপর আমি মক্কায় পৌছে উক্ত মাল আবূ সুফিয়ানকে দেই। (আবু দাউদ 4861 যঈফ)

আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেছেন, হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ ইবন য়াহয়া (জুহলী), তিনি আবু আছিম থেকে, তিনি আবু খালিদ থেকে, তিনি আবু ছুফিয়ান হিমছী থেকে, তিনি আবু উমামা থেকে। রসূলুল্লাহ (ছ.) বলেন, যারা আগে ছালাম দেয় তারা আল্লাহর বেশি নিকটবর্তী। (আবু দাউদ, ছহীহ)

ইমাম বুখারী নিশাপুরে এলে ইমাম মুসলিম তাঁকে উস্তাদ হিছাবে বরণ করেন। ইমাম বুখারীর হাদীছ বিষয়ক বিশাল ইলমী খাজানা থেকে ইমাম মুসলিম যথেষ্ট মাত্রায় গ্রহণ করেন। নিশাপুরে এক সময় ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে জোর প্রচারণা শুরু হয়। ইমাম মুসলিম তখন বুখারীর পক্ষ নেন।

একদিন ইমাম মুসলিম জুহলীর দারসে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে হাজির ছিলেন। সহসা জুহলী বলেন, ‘বিশেষ একটি মাছয়ালায় যে ব্যাক্তি বুখারির মতের সাথে একমত তাঁর উচিত আমার মজলিস ত্যাগ করা’। ইমাম মুসলিম সাথে সাথে মজলিস ত্যাগ করে ঘরে চলে আসেন এবং এই উস্তাদের কাছ হতে শ্রুত হাদীছসমূহের পাণ্ডুলিপি ফেরত পাঠান। তিনি এই উস্তাদের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন।

দোষে-গুণে মানুষ। দু-একটি দোষের জন্য একজন মানুষের সব অবদান নষ্ট হয়ে যায় না।

**আবু মুহাম্মদ দারেমী**

ইমাম আবু মুহাম্মদ দারেমী সমরকন্দী (জন্ম: 181 হি বসরা - মৃ: 255 হি. বাগদাদ) সুনান সংকলক ছিলেন।

উস্তাদ: নাজর বিন শামীল, হাশিম বিন কাসেম ইবনে মুসলিম, মারওয়ান ইবনে মুহম্মাদ ইবনে হুছন, য়াজিদ বিন হারুন, আশহাল ইবনে হাতেম, হিব্বান বিন হিলাল, আছওয়াদ ইবনে আমির, জাফর ইবনে আওন বিন জাফর, ছাঈদ ইবনে আমির, ওবায়দুল্লাহ বিন আবদ, উছমান ইবনে উমর ইবনে ফার্ছ, ওহাব ইবনে জারীর ইবনে হাজীম বিন জায়েদ, য়াহয়া ইবনে হুছন, য়ালা ইবনে উবাইদ তানাফাছী, আবূ আছিম নাবিল, ফাজল বিন দুকায়েন।

সাগরিদ: ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিজী, হাছান ইবনে ছাব্বাহ বাজজার, মুহম্মদ বিন বাশার, মুহম্মাদ ইবনে য়াহয়া জুহলী, আবু জুরআ রাজী, আবু হাতেম রাজী।

তিনি সুনান দারেমী সংকলন করেন। এতে 3503টি হাদীছ আছে।

|  |  |
| --- | --- |
|  | দারেমী |
|  | দারেমী রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন আবু আছিম নাবিল, তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি সুলায়মান বিন মূছা থেকে, তিনি জুহরী থেকে, তিনি উরওয়া থেকে, তিনি আয়িশা থেকে; রসূলুল্লাহ (ছ.) বলেন, “যে নারী নিজে নিজের নিকাহ সম্পন্ন করবে তার নিকাহ বাতিল, তার নিকাহ বাতিল, তার নিকাহ বাতিল। ওলীরা যদি ঐ নারীর নিকাহে বাধা দেয়, তবে যার ওলী নেই সুলতান তার ওলী।” আবু আছিম বলেন, তিনি (ইবনে জুরাইজ) আমাকে একশত ছিচল্লিশ হিজরীতে এই হাদীছ লিখিয়েছেন। |
|  | দারেমী রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন ইছমাঈল, তিনি ইবনে মুবারক থেকে, তিনি য়ুনুছ বিন য়াজীদ থেকে, তিনি জুহরী থেকে, তিনি উরওয়া থেকে। আয়িশা (রা.) বলেন, রসূল (ছ.) যখন ছফরে যেতেন তখন বিবিদের নামে লটারি করতেন। এতে যার নাম পেতেন তাকে নিয়ে ছফরে যেতেন। |
|  | দারেমী রেওয়ায়েত করেন ..... য়াহয়া ইবন হামজা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (ছ.) ইয়েমেনবাসীর কাছে যে পত্র লেখেন তাতে লেখা ছিল, পবিত্র লোক ছাড়া কেউ কুরআন ছুঁবে না, বিয়ে হওয়ার আগে তালাক নেই এবং কেনার আগে দাসমুক্তি নেই। |

ইমাম দারেমী হাদীছের বর্ণনাকারী হিছাবে ছিকাহ ছিলেন। তার রেওয়ায়েত: ছহীহ বুখারি 3টি, ছহীহ মুসলিম 64, জামি তিরমিজী 59, সুনান ইবনে মাজাহ 3টি।

বুখারী রেওয়ায়েত করেছেন আমাদেরকে হাদীছ বলেন আব্দুল আজীজ উভাইছী, তিনি মুহম্মদ বিন জাফর থেকে, তিনি দারিমী থেকে। আনাছ ইবন মালিক (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (ছ.)-কে আমি বলতে শুনেছি, আয়িশার মর্যাদা মহিলাদের উপর এমন যেমন সারীদের মর্যাদা অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর উপর।"

মুসলিম রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন দারিমী, তিনি য়াহয়া বিন হাছ্ছান থেকে, তিনি ছুলায়মান বিন বিলাল তায়মী থেকে, তিনি য়াহ্য়া বিন ছাঈদ থেকে, তিনি আমরাহ থেকে তার বোনের সূত্রে। তিনি বলেন, আমি সূরা কাফ রসূলুল্লাহ (ছ.)-এর জবান হতে শুনে শুনে হিফজ করেছি। তিনি এই সূরাটি প্রত্যেক জুমুআর দিনে তিলাওয়াত করতেন। (ছহীহ মুসলিম 2049)

**মুহম্মদ বিন ইছমাঈল বুখারী**

ইমাম বুখারী (জন্ম: ১৯৪ হি. বুখারা/৮১০-ম: 256হি./৮৭০ খ্রি.) বিখ্যাত হাদীছবেত্তা যার সংকলিত "ছহীহ বুখারী" মুসলিমদের কাছে হাদীছের সেরা কিতাব বিবেচিত হয়। আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ তাঁর খেতাব।

তিনি খোরাসানের বুখারাতে (বর্তমান উজবেকিস্তানে) জন্ম নেন। তাঁর বাবা ইছমাঈল ছিলেন একজন হাদীছবিদ। ইমাম বুখারী (রহ.) এলেম ও যোগ্যতা পিতার দিক থেকে ও মাতার দিক থেকেও অর্জন করেছিলেন। ইমাম বুখারীর মা ছিলেন জহীন। বাল্যকালে ইমাম বুখারী একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়। মা পুত্রের চোখের রোগ শিফার জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করতে থাকেন। তিনি এক রাতে খাবে ইব্রাহীম (আ.)-কে তার শিয়রে বসা অবস্থায় দেখলেন। ইব্রাহীম (আ.) তাকে বলেন, তোমার দোআ আল্লাহ্ কবুল করেছেন। তাঁর রহমতে তোমার বেটা দর্শনশক্তি ফিরে পেয়েছে। পরদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে বুখারী বলে উঠলেন, আম্মা! আমি দেখতে পাচ্ছি। আমার চোখ ভাল হয়ে গেছে।

ইমাম বুখারী (রহ.) শৈশবেই বাবাকে হারান, ফলে মায়ের কাছে লালিত-পালিত হন। পিতা মওতকালে বেশ সম্পদ রেখে যান। ফলে ইমাম বুখারীকে কোন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি। মা বেটার তালীমের আনজাম দেন। মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি কুরআন হিফজ করেন। দশ বছর বয়স থেকে তিনি হাদীছ হিফজ করা শুরু করেন। ষোল বছর বয়সেই তিনি "ইবনে মুবারক" এবং "ওয়াকীর পান্ডুলিপিসমূহ" হিফজ করেন। আল্লাহ্ তাকে অসাধারণ স্মরণশক্তি দান করেছিলেন।

উস্তাদ:

ইবনে হাজার আছকালানী বুখারীর উস্তাদদেরকে 5 ভাগে বিভক্ত করেছেন:

1. সিনিয়র তাবে-তাবেয়ী:

মক্কী বিন ইব্রাহীম, আবূ আছিম নাবিল, মুহম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী, ইছমাঈল বিন আবু খালিদ,

আবু নুআইম।

2. জুনিয়র তাবে-তাবেয়ী:

আদাম ইবনে আবী ইয়াছ, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, আবু নুমান মুহম্মদ আরিম বিন ফজল, আবু মুছহির

ছাঈদ ইবনে আবী মারয়াম, আয়ুব বিন ছুলাইমান বিন বিলাল।

3. তাবে-তাবেয়ীগণ থেকে বর্ণনাকারী:

আহমদ বিন হাম্বল, আলী ইবনুল মাদিনী, য়াহয়া ইবনে মাঈন, ইছহাক ইবনে রাহওয়াইহ্, মুহম্মাদ বিন মুছান্না, ছুলায়মান বিন হারব, কুতায়বা বিন ছাঈদ।

4. সহপাঠী:

ইমাম মুহম্মাদ ইবনে য়াহয়া জুহলী নিশাপুরী, ইমাম দারেমী, ইমাম আব্দ বিন হুমাইদ, ইমাম আবু হাতেম মুহম্মাদ ইবনে ইদরীছ রাজী, আহমদ বিন নাছর।

5. সাগরিদ (যাদের রেওয়ায়েত তিনি নিয়েছেন):

ইমাম মুসলিম, আবু জুরআহ রাজী, আব্দুল্লাহ ইবনে হাম্মাদ, ইবনে খুজাইমা।

সাগরিদ: আবু দাউদ ছিজিস্তানী, তিরমিজী, ইবরাহীম ইবনে ইছহাক হারাভী, মুহম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে দুলাব, মনছূর ইবনে মুহম্মদ বাজদুরী, ইবনে খুজাইমা।

ষোল বছর বয়সে তিনি মা এবং বড় ভাইয়ের সাথে হজ্জে যান। হজ্জের পর তিনি মক্কাতে থেকে হিজাযের হাদীছবিশারদদের কাছ থেকে হাদীছ কালেকশন করতে থাকলেন। এ সময় তিনি "কাজায়াস সাহাবা ওয়াত তাবীয়ীন" নামক কিতাব রচনা করেন। এরপর হাদীছ তলবের জন্য তিনি ইরাক, সিরিয়া ও মিশরসহ বহু অঞ্চলে ছফর করেন। একদা ইমাম বুখারী (রহঃ) মুহাদ্দিছ দাখেলীর দরছগাহে যোগ দেন। ইমাম দাখেলী (রহ.) একটি হাদিসের সনদ বর্ণনা করার সময় 'জুবাইর' এর স্থলে 'আবু জুবাইর' বলেছেন। ইমাম বুখারী নম্রস্বরে বললেন- এখানে আবু জুবাইর'-এর জায়গায় 'জুবাইর' হবে। এরপর ইমাম দাখেলী (রহ.) ঘর থেকে কিতাব বের করে তাঁর ভুল সংশোধন করেছেন। এরপরই দাখেলি (রহ.) তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি এছাড়াও অন্য এক দরছ্গাহেও যোগ দিতেন। সেখানে অন্য সাগরিদগন হাদীছগুলো লিখে নিতেন। তিনি তা লিখতেন না। তাঁর সহপাঠীগণ তাঁকে হাদীছ না লিখে রাখার কারন জিজ্ঞেস করলে কোন জওয়াব দেননি। এরপর সহপাঠীরা তাঁকে হাদীছ লেখার জন্য জোর তাগিদ দিলে জওয়াব দিলেন- "আপনাদের লেখা কপিগুলো নিয়ে আসুন। তারা কপিগুলো নিয়ে আসলে তিনি ধারাবাহিকভাবে তাদের সামনে হাদীছগুলো পড়ে শোনান। সেই মজলিসে তাদের লেখা মাফিক প্রায় পনের হাজার হাদীছ মুখস্থ শোনান। দীর্ঘ ষোল বছর পর তিনি হাদীছ তলবের ছফর শেষ করে বুখারায় ফিরে আসেন।

ইমাম বুখারী রচিত কিতাবের সংখ্যা ২০টির বেশি। কিছু কিতাব প্রকাশিত হয়েছে, কিছু বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিছু পান্ডুলিপি আকারে মাহফুজ আছে। তাঁর কয়েকটি কিতাবের নাম: ছহীহ বুখারী, আদাবুল-মুফরাদ, কাজায়া আছ-ছাহাবা ওয়াত-তাবিয়ীন, আল-জুআফা আস-সগীর, রাফউল য়াদাইন ফীছ ছলাত, কিরাআত খলফিল ইমাম, আত-তারীখুল কবির।

ইমাম বুখারীর সেরা কাজ হচ্ছে ছহীহ আল-বুখারী। একদিন ইছহাক বিন রাহওয়াইহ একটি এমন কিতাবের আশা প্রকাশ করেন, যাতে থাকবে শুধু ছহীহ হাদীছ। সাগরিদদের মাঝে ইমাম বুখারী তখন এই কঠিন কাজে অগ্রসর হন। ২১৭ হিজরী সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি মক্কার হারামে এই কিতাবের সংকলন শুরু করেন। ১৬ বছর পর ২৩৩ হিজরী সনে এর সংকলনের কাজ খতম হয়। ছহীহ বুখারীর সংকলনকালে তিনি সর্বদা সওম রাখতেন এবং প্রতিটি হাদীছ কিতাবে সন্নিবেশিত করার আগে গোছল করে দুই রাকাত নফল ছলাত পড়তেন। এই কিতাবে তিনি সকল ছহীহ হাদীছ সংকলন করেননি। বরং ছহীহ হাদীছের মাঝে যেগুলো তার নির্ধারিত শর্তে উন্নীত হয়েছে, সেগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, "আমি জামে কিতাবে ছহীহ হাদীছ ছাড়া অন্য কোন হাদীছ উল্লেখ করিনি। তবে কলেবর বড় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অনেক ছহীহ হাদীছকে বাদ দিয়েছি।” তিনি আরও বলেন, আমি আমার কিতাবে প্রতিটি হাদীছ লেখার আগে গোছল করেছি এবং দু রাকাআত ছলাত পড়েছি। অন্য বর্ণনা হতে জানা যায় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর কিতাবের শিরোনামসমূহ মসজিদে নববীতে বসে লিখেছিলেন এবং প্রত্যেক শিরোনামের জন্য দুই রাকাআত নফল ছলাত পড়েছেন। ইমাম বুখারীর প্রায় ছয় লাখ হাদীছ/সনদ মুখস্থ ছিল। ছহীহ বুখারীর পুরো নাম আল-জামি আল-ছহীহ আল-মুসনাদ মিন উমুরি রসূলিল্লাহ ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি। তিনি ছয় লাখ হাদীছ/সনদ হতে যাচাই বাছাই করে ষোল বছর নিরলস সাধনা করে এ কিতাবখানি প্রণয়ন করেন। এখানে মোট হাদীছ আছে 7397টি। আর পুনরুক্তি ছাড়া আছে 2464টি।

জীবনকালের শেষদিকে একবার বুখারার শাসনকর্তা খালিদ বিন আহমদ" ইলমে হাদীছে ইমাম বুখারীর পান্ডিত্য দেখে তাকে দরবারে এসে তার সন্তানদেরকে হাদীছ শেখাতে বলেন। ইমাম বুখারী এটাকে হাদীছের জন্য অবমাননাকর মনে করেন। ফলে উভয়ের মাঝে মনোমালিন্য হয়। তখন তিনি বুখারা ছেড়ে সমরকন্দের খরতঙ্গে চলে যান এবং সেখানেই ২৫৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল (৮৭০ খ্রিস্টাব্দে) জুমাবার দিবাগত রাতে মওতবরণ করেন। পরদিন শনিবার খরতঙ্গে তাঁকে কবর দেয়া হয়।

ইমাম বুখারীর অনেক রেওয়ায়েত এ কিতাবে বিভিন্ন জায়গায় দেয়া হয়েছে। এখানে আর দেয়া হল না।

**মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ**

ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম (জন্ম ২০৪/৮১৯ সন- খুরাসানের নিশাপুর –261/May 875) ছিলেন একজন ইসলামি পন্ডিত।

ইমাম মুসলিম হাদীস শিক্ষার উদ্দেশে তৎকালীন মুসলিম জাহানের সবগুলি কেন্দ্রেই গমন করেন। বিশেষতঃ ইরাক, হিজায, মিশর প্রভৃতি অঞ্চল ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করে তথায় অবস্থানকারী হাদীসের শ্রেষ্ঠ উস্তাদ ও মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন ।

উস্তাদ: য়াহয়া তামীমী নায়সাবুরী, কানাবী, আহমাদ ইবনে ইউনুস, ইসমাঈল ইবনে আবী উইয়াস, সাঈদ ইবনে মানসূর, আউন ইবনে সাল্লাম, আহমাদ ইবনে হাম্বল, হারমালা (ইমাম শাফিঈর শাগরিদ), ইসহাক ইবনে রাহুইয়াহ

তাঁর বিখ্যাত হাদিস সংকলণ “আস-সাহীহ”।

**আবু দাউদ ছুলাইমান ইবনে আশআছ**

ইমাম আবু দাউদ ছিজিস্তানী (202হি./৮১৮খ্রি. সিজিস্তান [[23]](#footnote-23) - 275হি./৮৮৯খ্রি. বছরা) সুনান সংকলক ছিলেন। তিনি হাদীছ চয়নিকা সুনান আবু দাউদ সংকলন করেছেন। এই কিতাব কুতুব সিত্তাহর অন্যতম।

হাদীছ সংকলনের জন্য তিনি ইরাক, মিশর, সিরিয়া, হেজাজ, তিহামাহ, খোরাসান, নিশাপুর ও মার্ভ‌সহ অনেক জায়গায় ছফর করেছেন। ফিকহ বিষয়ে আগ্রহের কারণে তিনি হাদীছ সংগ্রহে মনোযোগী হন। প্রায় ৫,০০,০০০ হাদিসের মধ্যে তিনি 5,274 হাদীছ তার কিতাবে সংকলন করেছেন।

উস্তাদ: আহমাদ বিন হাম্বল, বুখারী, মুসা বিন ইসমাঈল মিনকারী, কানাবী, হিশাম ইবনে আবদুল মালেক, মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর, মুসলিম বিন ইব্রাহিম, হাফস ইবনে উমর, আবু রাবি ইবনে নাফি, আবু তওবা হালাবী, ছাঈদ ইবনে ছুলাইমান জাব্বী, ছাফওয়ান ইবনে ছালাহ বিন ছাফওয়ান, আবু জাফর নাফাইলী, আলী ইবনুল মাদীনী, য়াহয়া ইবনে মাঈন, ইছহাক ইবনে রাহওয়াইহ।

সাগরিদ: ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ, মুহম্মদ বিন বাশশার, মুহম্মাদ ইবনু মুছান্না।

তিনি সর্বমোট ২১টি বই লিখেছেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সুনান আবু দাউদ। তিনি বলেছেন যে তিনি যেগুলোকে জয়িফ (দুর্বল) বলে উল্লেখ করেননি সেগুলো ছাড়া বাকি হাদীছগুলো ছহীহ। তবে ইবনে হাজার আছকালানীর মতানুযায়ী জয়িফ উল্লেখ করা হয়নি এমন হাদীছের মধ্যেও কিছু জয়িফ হাদীছ রয়েছে।

খলীফা আবু য়ুছুফ য়াকুব মারাকুশী (ম.595হি.) বলেন, কুরআন ও সুনানে আবু দাউদ-এর উপর আমল কর; নতুবা এই তলোয়ার তৈয়ারী আছে। আবু ছাঈদ আরাবী বলেন, যিনি কুরআন ও সুনানে আবু দাউদ ছাড়া কিছুই পড়েননি তিনিও একজন বড় আলেম হিছাবে গণ্য হবেন। (............)

ইমাম মুসলিম বলেন, আবু দাউদ হাদীছের বিস্তারিত টীকা লিখতেন।

কিতাব আল-মারাসিল, এই গ্রন্থে ৬০০ মুরসাল হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছেন। যাচাই বাছাইয়ের পর তিনি এগুলোকে ছহীহ বলেছেন। রিছালাত আবি দাউদ ইলা আহলি মাক্কাহ; তার সংকলিত সুনানের বর্ণনা দিয়ে মক্কার বাসিন্দাদের প্রতি চিঠি।

আবু দাউদের রেওয়ায়েত: ছহীহ মুসলিম 31টি, জামি তিরমিযী 27টি, সুনানে নাছাঈ 67টি, [[24]](#footnote-24) সুনান ইবনে মাজাহ 9টি।

মুসলিম রেওয়ায়েত করেছেন আমাদেরকে হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ বিন বাশশার, তিনি আবু দাউদ থেকে, তিনি শুবা থেকে, তিনি আমর বিন মুররা থেকে, তিনি হাছান বিন মুসলিম বিন য়ান্নাক থেকে, তিনি ছাফিয়া বিনতে শায়বা থেকে, আয়িশা (রা.) থেকে। জনৈক আনসারী মহিলা বিবাহ করে। এরপর সে রোগে আক্রান্ত হল। ফলে তার সব চুল ঝরে যায়। লোকজন তাকে পরচুলা লাগাতে ইচ্ছা করে। আর তারা নবী (ছ.)-এর কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বলেন, আল্লাহ লানত করেন ঐসব নারীকে যারা নিজেরা পরচুলা লাগায় এবং যারা অন্যকে তা লাগায়। (মুসলিম 5690)

মুসলিম রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন মুহম্মাদ ইবন মুছান্না, তিনি আবু দাউদ থেকে, তিনি ছুলায়মান বিন দাউদ থেকে, তিনি শুবা থেকে, তিনি খালিদ বিন জাফর থেকে, তিনি আবু ইয়াছ থেকে। আনাছ (রা.)-কে নবী (ছ.)-এর বার্ধক্য সম্পর্কে ছওয়াল করা হল। তিনি বললেন, আল্লাহ তার চুলকে শাদা করেন নি। (মুসলিম 6225)

ইমাম আবু দাউদ একজন মুজতাহিদ ছিলেন। শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী বলেন, আবু দাউদ ও তিরমিজী এরা দুজন ইমাম আহমদ ও ইবনে রাহওয়াইহয়ের মূলনীতির আলোকে মুনতাছিবভাবে ইজতিহাদ করতেন। [[25]](#footnote-25)

আবু তাহের ছিলাফী বলেন,

*লাআনাল হাদীছা ওয়া ইলমুহু বিকামালিহি*

*লি ইমাম আহলিহি আব দাউদ*

*মিছলুল-লাজী লাইনাল হাদীদু ওয়া ছাবকুহ*

*লি নাবিয়্যি আহলি জামানিহি দাউদ।*

হাদীছ ও তার এলেম সহজ করলেন

আহলে হাদীছের ইমাম আবু দাউদ।

যেমন লোহাকে গলিয়েছিলেন

তার জামানার নবী দাউদ।

**আবু ঈসা তিরমিজী**

ইমাম তিরমিজী(জন্ম ২০৯/824 তিরমিজ- ম. 279/October 892 সুনান সংকলক ছিলেন।তিরমিজি হাদিস সংগ্রহের জন্য তিনি খোরাসান, ইরাক ও হেজাজ সফর করেছেন।

শিক্ষক : ইমাম বুখারী, আবু রাজা উতাইবা ইবনে সাইদ বালখি বাগলানি, আলি ইবনে হুজর ইবনে ইয়াস আস-সাদি আল-মারওয়াজি, মুহাম্মদ ইবনে বাশশার আল-বসরি, আবদুল্লাহ ইবনে মুয়াবিয়া জুমাহি বসরি, আবু মুসাব জুহরি মাদানি, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে আবিশ-শাওয়ারিব উমাউয়ি বসরি, ইসমাইল ইবনে মুসা আল-ফাজারি কুফি, মুহাম্মদ ইবনে আবি মাশার সিন্দি মাদানি, আবু কুরাইব মুহাম্মদ ইবনল আলা কুফি, হান্নাদ ইবনে সারি কুফি, ইবরাহিম ইবনে আবদুল্লাহ হারাউয়ি, সুওয়াইদ ইবনে নাসের ইবনে সুয়াইদ মারওয়াজি, মুহাম্মদ ইবনে মুসা বসরি, জায়েদ ইবনে আখজাম বসরি, আব্বাস আনবারি বসরি, মুহাম্মদ ইবনে আল-মুসান্না বসরি, মুহাম্মদ ইবনে মামার বসরি, দারিমি, ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ

ছাত্রবৃন্দ: হাইছাম বিন কুলাইব, আবুল আব্বাছ, মুহম্মদ বিন আহমদ

আত-তিরমিজির বই: আল-জামি আল মুখতাসার মিন আস-সুনান আন-রাসুলিল্লাহ, এটি জামি আত-তিরমিজি নামে পরিচিত, আল-ইলাল আস-সুগরা, আল-ইলাল আল-কুবরা, আজ-জুহদ, শামাইল আন-নাবাউয়িয়াহ, আল-আসমা ওয়া আল-কুনা, কিতাব আত-তারিখ

**ইবনে মাজাহ কাজভীনী**

ইমাম ইবনে মাজাহ (২০৯ হিজরী /৮২৪ খ্রিষ্টাব্দ কাজভীন- ম. রামাযান ২৭৩ হি/নভেম্বর ৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ) সুনান সংকলক ছিলেন। শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী ‘বুসতানুল মুহাদ্দিছীন’গ্রন্থে লিখেছেন, মাজাহ ছিল তাঁর মায়ের নাম। ইবনু মাজাহ কুরআন হিফয করেন। এরপর উচ্চশিক্ষা অর্জন এবং হাদীছ সংগ্রহের জন্য তৎকালীন বিশ্বের প্রায় প্রতিটি জনপদের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছদের নিকটে গমন করেন। ইবন হাজার আসক্বালানী বলেন, ‘তিনি খোরাসান, ইরাক, হেজায, মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের মনীষীদের কাছ থেকে হাদীছ শুনেছেন। হাদীছ সংগ্রহের জন্য কষ্টকর সফরের পরে তিনি ১৫ বছরের বেশি সময় ইলম চর্চায় নিমগ্ন থাকেন।

শিক্ষকমন্ডলী : হাফেয আলী ইবনু মুহাম্মাদ আত-তানাফিসী, জুরারাহ ইবনুল মুগাল্লিস, মুসয়াব ইবনু আব্দুল্লাহ যুবাইরী, সুয়াইদ ইবনে সাঈদ, আব্দুল্লাহ ইবনু মুআবিয়া জুমাহী, মুহাম্মাদ ইবনু রুমহ, ইবরাহীম ইবনুল মুনযির হিফমী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর, আবু বকর ইবনু আবু শায়বা, হিশাম ইবনু আম্মার, য়াযীদ ইবনু আব্দুল্লাহ য়ামামী, আবু মুছআব যুহরী, বিশর ইবনু মুআয আকাদী, হুমাইদ ইবনু মাসয়াদা, আবু হুযাফা সাহমী, দাঊদ ইবনু রুশাইদ, আবু খায়ছামা, আব্দুল্লাহ ইবনু যাকওয়ান মুকবেরী, আব্দুল্লাহ ইবনু আমের ইবনে বাররাদ, আবু সাঈদ, আল-আমাযা, আব্দুর রহমান ইবনু ইবরাহীম দুহাইম, আব্দুস সালাম ইবনু আছেম হিসিনজানী, ওছমান ইবনু আবু শায়বা প্রমুখ। ইবনু মাজাহ তাঁর সবচেয়ে প্রিয়তম উস্তাদ আবু বকর ইবনু আবু শায়বার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছেন।

ছাত্রবৃন্দ : ইবরাহীম ইবনু দীনার হাওশাবী, আহমাদ ইবনু ইবরাহীম কাযভীনী (তিনি হাফেয আবু ইয়ালা খলীলীর দাদা), আবুত তাইয়্যেব আহমাদ ইবনু রাওহিন বাগদাদী শারানী, আবু আমর আহমাদ ইবনু মুহম্মাদ ইবনে হাকীম মাদীনী ইস্পাহানী, ইসহাক ইবনু মুহাম্মাদ কাযভীনী, জাফর ইবনু ইদরীস, হোসাইন ইবনু আলী ইবনে ইয়াযদানিয়ার, সোলায়মান ইবনু ইয়াযীদ কাযভীনী, আবুল হাসান আলী ইবনু ইবরাহীম ইবনে সালামা কাযভীনী, আলী ইবনু সাঈদ ইবনে আব্দুল্লাহ আসকারী, মুহম্মাদ ইবনু ঈসা ছাফফার প্রমুখ।

রচনা: সুনান-এ-ইবনে মাজাহ (প্রধান ছয়টি হাদীস গ্রন্থের একটা তবে এতে প্রায় পঞ্চাশটি জাল হাদীছ এবং শতাধিক জঈফ হাদীছ আছে), কিতাব আত-তাফসীর (কোরআন-এর তাফসীর), কিতাব আত-তারিখ (ইতিহাস গ্রন্থ, মূলতঃ হাদীসের বর্ণনাকারীদের তালিকা)

**আহমাদ নাছায়ী**

ইমাম নাছায়ী (২১৫ - 303) সুনান সংকলক ছিলেন। বর্তমান তুর্কমেনিস্তানে (তখনকার খোরাসান) নাসা নামক শহরে হিজরী সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন খুব অল্প বয়সেই তিনি ইলমুল হাদীসের প্রতি গভীর অনুরাগ পোষণ করেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিদেশ সফর শুরু করেন। প্রথমে তিনি কুতাইবা ইবনে সায়ীদ বালখী (রহঃ)-এর নিকট উপস্থিত হন এবং তথায় এক বছর দু'মাস অবস্থান করে তাঁর নিকট হতে হাদীস শিক্ষা করেন। এরপর তিনি হিজরী ৩০২ সনে দামেস্কে উপস্থিত হন। পর্যায়ক্রমে তিনি মুসলিম জাহানের হাদীস চর্চা কেন্দ্রসমূহে ভ্রমণ করেন এবং হাদীস সংগ্রহের ভান্ডার সমৃদ্ব করেন।

শিক্ষকবৃন্দ:- ইমাম নাসায়ী (রহঃ) উচ্চ শ্রেণির অসংখ্য আলেমের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রসিদ্ব শিক্ষকগণ হচ্ছেন- কুতাইবা ইবনে সাঈদ বলখী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, আলী ইবনে খুরাসান, আবু দাউদ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা ,মুহাম্মদ ইবনে বাশশার, ইউনুস ইবনে আবদুল আলা, মুজাহিদ ইবনে মুসা (রহঃ)প্রমুখ।

ছাত্রবৃন্দ: আবয়ায ইবনে মুহাম্মদ, আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আল হাসান, আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে হাশেম, মান্সুর ইবনে ইসমাঈল, ইয়াকুব ইবনে আল মুবারক, আবুল ফাতাহ ওবায়েদ ইবনে জাফর এবং আবুল হাসান আহমাদ ইবনে মাহবুব প্রমুখ।

স্বভাবচরিত্র:- তিনি খুবই আল্লাহভীরু লোক ছিলেন। তিনি প্রায়ই রোযা রাখতেন এবং সারা রাত আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। প্রায় প্রতিবছর হজ্জ করতেন এবং জেহাদ করার মানসিকতা পোষণ করতেন। বাস্তব জীবনে তিনি সুন্নাতের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। রাজদরবার থেকে দূরে থাকতেন। তিনি ছিলেন একজন সৎ সাহসী মহাপুরুষ।

হাদীসশাস্ত্রে তাঁর অবদান- সুনানে নাসায়ী (মুজতবা) হাদীসশাস্ত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান। গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে তিনি তিনি এ গ্রন্থে হাদীস চয়ন করেছেন।

রচিত\_গ্রন্থাবলি:- ইমাম নাসায়ী (রহঃ) অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন্, তাঁর রচিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে-

সুনানে নাসায়ী, ফাযায়েলে কুরআন। ফাযায়েলে কুরআন

নির্যাতনের শিকার:-তিনি ৩০২ হিজরীতে দামেশকে উপস্থিত হন।এখানে তিনি উমাইয়া শাসকগণ কর্তৃক হযরত আলী (রাঃ) ও খান্দানে রাসূল (সা)র অবমাননা এবং অপপ্রচার দেখে দারুণভাবে মর্মাহত হন। তিনি হযরত আলী (রাঃ)ও রাসূল (সা)র পরিবারের প্রশংসামূলক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন।অতঃপর দামেশকের জামে মসজিদে উপস্থিত লোক সন্মুখে তা পড়তে শুরু করলে তাঁর বিরুদ্বে শিয়া অপবাদ দিয়ে উমাইয়াগণ তাঁকে বেদম প্রহার শুরু করে।ফলে বৃদ্ব ইমাম মারাত্নক আহত ও কাতর হয়ে পড়েন।

ইন্তেকাল:-উমাইয়াগণ কর্তৃক নির্মম প্রহারের ফলে ইমাম নাসায়ী(রহঃ)মারাত্নকভাবে আহত হন।তিনি শেষ ইচ্ছা হিসেবে তাঁকে মক্কায় পৌছে দিতে অনুরোধ করেন।যেন সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারেন। আশঙ্কাগ্রস্তভাবে তাঁকে মক্কায় নেয়া হলে সেখানে হিজরী ৩০৩ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

**ইবনে খুজায়মা**

ইবনে খুজায়মা (জ. 223- ম.৩১১ হি:) একজন হাদীছ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছহীহ ইবনে খুজায়মা সংকলন করেন।

ছহীহ ইবন খুজায়মার হাদীছ নিচে দেয়া হল:

ইবন খুজায়মা রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন ইবনে ছাঈদ, তিনি ইবনে ইদরীছ থেকে, তিনি আছিম থেকে, তিনি কুলাইব থেকে, ওয়য়িল (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ (ছ.) যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন আমি তাঁকে ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরে রাখতে দেখেছি। (ইবনে খুজাইমা হা. 477)

ছহীহ ইবনে খুজাইমার 477 ও 478তম হাদীছে ‘বুকের উপর’ কথাটি নেই। ৪৭৯তম হাদীছে ‘বুকের উপর’ কথাটি অতিরিক্ত আছে যা ছহীহ নয়। মুআম্মাল বিতর্কিত রাবী। এ বিষয়ে পৃষ্ঠা 36-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইবন খুজায়মা রেওয়ায়েত করেছেন ............... উম্মে ছালামা বলেন, নবী (ছ.) ছালাতের মধ্যে “বিছমিল্লাহির রহমানির রহীম” পড়লেন এবং তাকে একটি আয়াত গণ্য করলেন।

**তাবারানী**

ইমাম আবুল কাছেম ছুলাইমান তাবারানী (জন্ম 260 হি. আক্কা –ম. 360 হি.) তার সময়ের সেরা হাদীছ পণ্ডিত ছিলেন।

উস্তাদ: হিশাম বিন খালিদ, মুহম্মদ হাদরামী, বিশর বিন মূছা, আলী বাদাভী, আবু জুরআ দিমাশকী।

সাগরিদ: আহমাদ ইবনে আমর বসরী, আবু বকর বাজজার, আবু নুআইম ইস্পাহানী, আবু খলীফা।

তাবারানী হাদীছের তিনটি মুজাম সংকলন করেন যথা: মুজাম কবির, মুজাম আওছাত, মুজাম ছগির। এছাড়াও তিনি কিতাবুদ দুআ সংকলন করেন।

মুজাম কবীর থেকে তিনটি হাদীছ নিচে দেয়া হল:

তাবারানী রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন হিশাম বিন খালিদ, তিনি ওয়ালীদ বিন মুসলিম থেকে, তিনি আব্দুর রহমান থেকে, তিনি ইছমাঈল থেকে, তিনি উম্মে দারদা থেকে, তিনি আবু দারদা থেকে, রসূল (ছ.) বলেন, অবশ্যই রিজক বান্দাকে সেভাবে তলব করে যেভাবে মওতের নির্ধারিত সময় তাকে তলব করে। (মুজাম কবির; nvmvb)

তাবারানী রেওয়ায়েত করেছেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন বিশর, তিনি আল-মুকরী থেকে, তিনি আবু হানীফা নুমান থেকে, তিনি হাম্মাদ থেকে, তিনি ইবরহীম থেকে, তিনি খুজাইমা বিন ছাবিত থেকে। নবী (ছ.) বলেন, মুছাফিরের জন্য মোজার উপর মাছেহ-এর মেয়াদ তিন দিবা ও তিন রাত বলবৎ থাকবে আর মুকীমের জন্য এক দিবা ও এক রাত। (মুজাম কবীর 3767)

তাবারানী রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন মুহম্মদ হাদরামী, তিনি মুকরী থেকে, তিনি ছুফিয়ান বিন উয়াইনা থেকে, তিনি ফাতর থেকে, তিনি আবু তুফাইল থেকে, তিনি আবু জর থেকে; রসূল (ছ.) বলেন, যা কিছু জান্নাতকে কাছে আনে এবং যা কিছু জাহান্নামকে দূরে হটায় তার সবই তোমাদেরকে বয়ান করা হয়েছে, কিছুই বাকী রাখা হয় নি।Ó (মুজাম কবীর; 1647)

মুজাম আওছাত থেকে একটি হাদীছ নিচে দেয়া হল:

তাবারানী রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন ............ হুজায়ফা থেকে; রসূল (ছ.) বলেন, যখন কোন ঈমানদার তার ভাইয়ের সাথে দেখা করে, ছালাম দেয়, তার এক হাত দিয়ে ধরে এবং মুছাফাহা করে তাদের দোনোজনের গুনাহ গাছের পাতার মত ঝরে যায়।

(gybwhix e‡j‡Qb, Avwg GB nv`x‡mi eY©bvKvix‡`i g‡a¨ †Kvb mgv‡jvwPZ eY©bvKvix Rvwb bv|)

মুজাম ছগীর থেকে একটি হাদীছ নিচে দেয়া হল:

তাবারানী রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন ....... আনাছ থেকে; রসূল (ছ.) বলেন, কুরআনের একটি সূরা আছে যা পাঠকের জন্য সুপারিশ করবে এমন কি জান্নাতে ঢুকাবে; সেটি সূরাহ তাবারাকা (মুলক)।

তাবারানী দেখেন অনেকে দুআ করে অথচ দুআগুলির ভাষা সঠিক হয় না। অবশ্যই নিজের বানানো বা অন্য কোন আলিমের করা দুআর চেয়ে নবী (ছ.)এর শেখানো দুআ বেহতর। তাই তিনি কিতাবুদ দুআ সংকলন করেন।

একবার তাবারানী ও আবু বকর জিআবীর মধ্যে এক মজলিসে হাদীছ বিষয়ে আলোচনা হয়। দোনোজন বড় মাপের আলেম হওয়ায় তাদের আলোচনা শুনে শ্রোতাগণ অনেক কিছু জানতে পারেন এবং খুশি হন। আলোচনার মধ্যে কখনো তাবারানীর শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যাচ্ছিল কখনো জিআবীর শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যাচ্ছিল। একসময় জিআবী বলেন, আমাকে আবু খলীফা বলেছেন ছুলাইমান ইবনে আযুব থেকে ...। একথা বলতেই তাবারানী বলেন, আমিই ছুলাইমান ইবনে আযুব আর আমার সাগরিদ আবু খলীফা। সে আমা থেকে হাদীছ রেওয়ায়েত করেছে। অতএব তোমার উচিত এই হাদীছের সনদ আমার কাছ থেকে হাছিল করা; যাতে তোমার বর্ণিত হাদীছ উচু সনদযুক্ত হয়। একথা শুনে আবু বকর জিআবী শরম পান এবং শরমে মাথা নিচু করেন।

**আহমাদ ইছমাঈলী**

আহমাদ ইছমাঈলী (জ. 277- ম. 371হি.) একজন মুহাদ্দিছ ছিলেন।

উস্তাদ: হাছান বিন ছুফিয়ান, ফিরয়াবী, আবু ইয়ালা, আবু খলীফা, আবদান, মুহম্মাদ বিন উছমান বিন শায়বা, জাজহী, ইবরহীম বিন জুহর হুলওয়ানী।

সাগরিদ: .....

আব্দুল আজীজ দেহলভী বলেন, আহমাদ ইছমাঈলীর ইজতিহাদের দারাজা হাছিল ছিল। (বুছতানুল মুহাদ্দিছীন)

.......

আহমাদ ইছমাঈলীর কিতাব: ছহীহ ইছমাঈলী, মুজাম ইছমাঈলী।

ছহীহ ইছমাঈলী হচ্ছে ছহীহ বুখারীর মুছতাখরাজ। মুছতাখরাজ হচ্ছে ঐ কিতাব যার হাদীছসমূহ অন্য কোন কিতাবের হাদীছসমূহ দ্বারা ছাবেত করা হয়। অথচ সনদ বর্ণনায় মূল সংকলক বাদে অন্য রাবী থাকেন। এভাবে যখন অন্য একটি সনদে এই হাদীছের সত্যতা ছাবেত হয় তখন সংকলকের রেওয়ায়েতের উপর আস্থা বাড়ে। ছহীহ ইছমাঈলীতে ছহীহ বুখারীর হাদীছসমূহ লিখা হয়েছে। অথচ সনদ বর্ণনায় বুখারী বাদে অন্য রাবী থাকেন। এভাবে অন্য সনদে ছহীহ বুখারীর হাদীছের সত্যতা ছাবেত হয়েছে, ফলে বুখারীর রেওয়ায়েতের উপর আস্থা বাড়ে।

উদাহরণ:

ইছমাঈলী রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন আবু খলীফা. তিনি আব্দুল ওয়ারিছ আম্বারী থেকে, তিনি আব্দুল আজীজ বিন হাবীব থেকে, তিনি আনাছ থেকে, রসূল (ছ.) বলেন, যে ইচ্ছাকৃত আমার নামে মিথ্যা বলে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানায়।

ছহীহ বুখারীতে হাদীছটি এভাবে আছে:

বুখারী রেওয়ায়েত করেছেন হাদীছ বলেছেন আবু মামার, তিনি আব্দুল ওয়ারিছ আম্বারী থেকে, তিনি আব্দুল আজীজ বিন হাবীব থেকে, তিনি আনাছ থেকে, রসূল (ছ.) বলেন, যে ইচ্ছাকৃত আমার নামে মিথ্যা বলে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানায়।

**করীমা বিনতে** **আহমদ**

শাইখা করীমা বিনতে আহমদ মারুজিয়া (ম. 463হি.) হাদীছ উস্তাদ হিছাবে বিশেষ করে ছহীহ বুখারীর রেওয়ায়েত করার জন্য বিখ্যাত। তিনি আবুল হাইছাম কুশমাইহানী (ম. 389হি.) থেকে ছহীহ বুখারী শোনেন। খতিব বাগদাদী তার কাছ থেকে ছহীহ বুখারীর সনদ নেন।

উস্তাদ: আবুল হাইছাম কুশমাইহানী, জহির ইবনে আহমদ ছারাখছী এবং আব্দুল্লাহ ইবনে য়ুছুফ ইস্পাহানী।

সাগরিদ: আবু বকর খতিব বাগদাদী, আবুল গানায়িম নারছী, আবু তালিব হোসেন বিন মহম্মদ জাইনী, মুহম্মদ বিন বারাকাত ছাঈদী, আলী বিন হুছাইন ফাররা, আব্দুল্লাহ বিন মুহম্মদ বিন খয়রাত বিন গাজাল, আবুল-কাছেম আলী বিন ইব্রাহিম, আবু মুজাফফর মানছুর বিন ছামআনী।

তিনি কুমারী মারা অবস্থায় যান।

**খতীব বাগদাদী**

খতীব বাগদাদী (392হি./1002 খ্রি.-463/1071) একজন মুহাদ্দিছ ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। তিনি উন্নত জেহেনওয়ালা ছিলেন। খতীব বাগদাদী করীমা বিনতে আহমাদের কাছ থেকে ছহীহ বুখারীর সনদ নিতে মক্কায় যান এবং পাঁচ দিনে তার কাছে ছহীহ বুখারী মুখস্ত শুনিয়ে সনদ নেন।

উস্তাদ: আবু ছাঈদ মলিনী, ইবনে বাশরান, করীমা বিনতে আহমদ, আবু নুআইম ইস্পাহানী।

সাগরিদ: মুহম্মাদ ইবনে আবু নাছর মায়ছিরিনী.

.....................

তিনি তারীখে বাগদাদ ও শারফু আছহাবিল হাদীছ নামে দুটি খুব উন্নতমানের কিতাব রচনা করেন।

...............

...............

তারীখে বাগদাদ মূলত ইতিহাস কিতাব হলেও এখানে অনেক হাদীছ সনদসহ আছে। ........

তারীখে বাগদাদ থেকে হাদীছ নিচে দেয়া হল:

খতীব বাগদাদী রেওয়ায়েত করেছেন আবু হানীফা নুমান, নাফী ও ইবনে উমরের সূত্রে, রসূল (ছ.) বলেন, যে জুমুআ ছালাতে আসে সে যেন গোছল করে।

খতীব বাগদাদী রেওয়ায়েত করেছেন ... আনাছ (রা.) থেকে, রসূল (ছ.) বলেন, “এলেমকে কিতাবে বন্দী কর।”

**ইবনে হাজম আন্দালুছী**

আবু মুহম্মদ আলী ইবনে আহমদ ইবনে সাইদ (384 হি./৯৯৪ খ্রি. কর্ডোবা, স্পেন- ম. 456 হি./১০৬৪খ্রি.)‎, ‘ইমাম ইবনে হাজম' নামে পরিচিত, একজন নেতৃস্থানীয় মুজতাহিদ আলিম ছিলেন।

ইবনে হাজম মুহাল্লা ও ইহকাম ফী উছুলিল আহকাম নামে দুটি কিতাব লেখেন যা আলিমদের জন্য খুব ফায়েদাদায়ক। এছাড়া কিতাবুল ফিছাল ইসলামের ইতিহাসের উপর লেখা একটি অনন্য কিতাব।

ইবনে হাজম তাকলীদের চরম বিরোধিতা করেন।

ইবনে হাজম তার মুহাল্লা ও ইহকাম ফী উছুলিল আহকাম - এ কিতাব দুটিতে শরীআতের উছুল (চার ইমামের উছুল থেকে সমন্বয়কৃত) বলেছেন যার সারাংশ নিচে দেয়া হল:

1 ইসলাম প্রত্যেকের জন্য কর্তব্য করেছে যে কুরআনে অথবা রসূল (ছ.) থেকে ঠিকভাবে প্রমাণিত – এ দুটি ছাড়া অন্য কিছুই কবুলযোগ্য হবে না।

2 রসূল (ছ.)– এর যেসব উক্তি ও আমল উম্মতের সব আলেম দ্বারা বর্ণিত, তার নাম ইজমা। ইজমা যেমন মাননীয়, তেমনি একদল আলিম রসূল (ছ.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন তাও মাননীয়, এবং তাকে ইজমার মতই মানতে হবে, তদুপরি রসূল (ছ.)– এর যেসব উক্তি ও আমল একজন করে সত্যবান রাবী অন্য সত্যবান রাবীর কাছ থেকে ঠিকভাবে বর্ণনা করে তাকে রসূল (ছ.) পর্যন্ত পৌছিয়েছেন তাও মানতে হবে, এর বেশি নয়।

3 যদি কেউ দুইটি ছহীহ হাদীছের মধ্যে অথবা একটি ছহীহ হাদীছ ও একটি আয়াতের মধ্যে বিপরীত দেখতে পায় তাহলে দোনো আদেশ পালন করা ওয়াজিব হবে। কারণ উভয়ের অনুসরণ করা তুল্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব যবতক দোনো আদেশের উপর আমল করা সম্ভব, তবতক একটি আদেশের জন্য অন্য আদেশ তরক করা জায়েজ হবে না। খোলাসাভাবে বর্ণিত হাদীছের অনুকূলে সংক্ষিপ্ত হাদীছ না নেয়া হাদীছ বর্জনের পর্যায়ে শামিল হবে না। খোলাসাভাবে বর্ণিত হাদীছে যা অতিরিক্তভাবে বর্ণিত রয়েছে তা কবুলযোগ্য। কারণ তা ওয়াজিব হওয়া নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হযেছে। অঅর যা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত, তা কাল্পনিক কারণে পরিত্যক্ত হতে পারেনা এবং দীনের মধ্যে কোনরকম জটিলতা নেই।

4 মওকুফ ও মুরছাল হাদীছ দ্বারা কোন বিষয় সাব্যস্ত হতে পারে না। আবার যেসব রাবীর দীনদারি ও হিফজশক্তি নির্ভরযোগ্য তাদের ছাড়া অন্যের হাদীছ গৃহীত হবে না।

5 কোন ছাহাবী বা অন্য কেউ যদি তিনি সেই হাদীছের রাবীও হন, তাদের ব্যক্তিগত মতের জন্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আদেশ তরক করা জায়েজ হবে না।

6 উম্মতের মধ্যে কারো এ বিষয়ে মতভেদ নেই যে রসূল (ছ.) রাজাদের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। প্রত্যেক রাজ্যে ইসরামের পথে দাওয়াত দেয়ার জন্য একজন করে দূত পাঠিয়েছিলেন। প্রত্যেক শহরে ও প্রত্যেক কবীলায় যথা ছানা, হাদরামাওত, নাজরান, বাহরাইন, আম্মান প্রভৃতি জনপদে একজন করে দূত পাঠানো হয়েছিল। তারা দীনের আহকাম শিখাতেন এবং কথিত জনপদের লোকদের উপর তাদের উস্তাদ ও নেতার রেওয়ায়েত মান্য করা ওয়াজিব বলে রসূল (ছ.) নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতএব ছাবুদ হল যে একজন সত্যবান রাবীর রেওয়ায়েত (খবরে ওয়াহিদ) একইরকম সত্যবান রাবীর রেওয়ায়েত অনুসারে রসূল (ছ.) তক প্রমাণিত হলে তা অবশ্যই কবুলযোগ্য হবে।

7 কুরআনের এক আয়াত শুধু অন্য আয়াতকেই মানছুখ করতে পারে। পক্ষান্তরে হাদীছ কুরআনের অন্য আয়াতকে বা কোন হাদীছকেও মানছুখ করতে পারে।

8 আল্লাহর কাছে ছাহাবীগণ মর্য়াদাসম্পন্ন বলে তাদের মধ্য থেকে বিশেষ ব্যক্তির তাকলীদ (বিনা-দলীল অনুসরণ) করা বা বিশেষ ব্যক্তির দেয়া ব্যাখ্যা মান্য করা ওয়াজিব হবে না। অন্যদিকে তাদের পদমর্য়াদার দরূন তাদেরকে সম্মান করতে, ভালোবাসতে এবং তাদের রেওয়ায়েত মান্য করতে হবে।

9 কোন আয়াত বা ছহীহ হাদীছ সমপর্কে একথা বলা জায়েজ নয় যে তা মনছুখ অথবা তার স্পষ্ট ব্যাপক অর্থ সীমাবদ্ধ। স্পষ্ট অর্থর বিপরীত এর পরোক্ষ ব্যাখ্যার কোশেশ করা বা ঐ আদেশ ওয়াজিব নয় – এমন মন্তব্য করা না-জায়েজ। অবশ্য অন্য কোন আয়াত বা ছহীহ হাদীছ দ্বারা মনছুখ প্রমাণিত হলে ঠিক আছে। প্রমাণ ছাড়া মনছুখ দাবি করা জায়েজ হবে না।

10 ইজমার জন্য এমন অকাট্য প্রমাণ জরুরী যাতে বিশ্বাস জন্মে যে, রসূল (ছ.)– এর ছাহাবীগণ ঐ বিষয় জানতেন এবং সকলেই তা বলেছেন, একজনও ভিন্নমত হন নি। যেমন আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে পারি যে তারা সবাই রসূল (ছ.)– এর সাথে ছালাতের রুকু ছিজদার সংখ্যা ঐভাবে জানতেন যেভাবে আমরা জানি। তারা এও জানতেন যে, রসূল (ছ.) সবার সাথে এভাবেই ছালাত পড়তেন এবং তারাও তার সাথে একইরকম পড়তেন। অথবা তারা জানতেন যে, রসূল (ছ.) তার ঘরে থাকাকালে সবার সাথে ছিয়াম রাখতেন এবং তারাও রসূল (ছ.)সহ ছিয়াম রাখতেন। এভাবে শরীআতের সব অদেশ-নিষেধ, যেগুলি ঐক্যমতে প্রমাণিত হয়েছে, এই ইজমা যারা স্বীকার করবে না তারা ঈমানদার নয়।

11 যে বিষয়ে একজন ছাহাবীরও দ্বিমত নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে তবে ঐ বিষয়টি ইজমা নয়। এক্ষেত্রে ইজমার দাবি মিথ্যা ও অনিশ্চিত দাবি।

12 একই জামানার সব মুসলিম এক মূহূর্তের জন্যও কোন ভ্রান্তিতে একমত হওয়া সম্ভব নয়। উম্মতের মধ্যে কেউ না কেউ ঠিকপথের পথিক অবশ্যই থাকবেন।

13 ছাহাবীগণের জামানার পর কার‌্যত ইজমা ঘটতে পারে না। কারণ ছাহাবীগণের পরবর্তীকালে দুনিয়ার সব মুসলিমের সর্বসম্মতি লাভ করা সম্ভব ছিল না। পরবর্তীকালের সব ফয়ছালা কতক মুসলিমের ফয়ছালা মাত্র। ছাহাবীগণের জামানার পর ইজমা ঘটতে না পারার কারণ তখন মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ে এবং তারা মাশরিক ও মাগরিব তক ছড়িয়ে পড়েন।

14 কোন বিষয়ে মতভেদ ও কোন মাছআলা নিয়ে তর্ক হাজির হলে কুরআন ও সুন্নতের দিকে রুজু হওয়া ওয়াজিব, অন্য কিছুর দিকে নয়। মদীনাবাসী বা অন্য কোন শহরের লোকদের আমল দলীল নেয়া জায়েজ নয়। যে রসূল (ছ.) ছাড়া অন্য কোন মানুষের উক্তিকে দলীল নেয়, সে আল্লাহর বিরোধী হবে। কারণ আল্লাহর আদেশ শুধু তাঁর ও তাঁর রসূলের উক্তিকে বিচারক মান্য করার। তিনি বলেন, “যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখ” (4:59)। আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান থাকলে মতভেদ ক্ষেত্রে আল্লাহর ও তাঁর রসূলের ফয়ছালাকেই অগ্রগণ্য করতে হবে।

15 দীনের ব্যাপারে কিয়াছ করে অথবা রায় খাটিয়ে কথা বলা হালাল নয়।

16 রসূল (ছ.)– এর ব্যক্তিগত আমল যদি আদেশনিষেধ বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে না হয়, তাহলে উম্মতের জন্য ফরজ হবে না। আদেশ বর্ণনা করার উদ্দশ্যে হলে সেই আমল আদেশের পর্যায়ভুক্ত হবে। অবশ্যই নবী (ছ.)-এর সব আমলকেই আদর্শ নেয়া উত্তম।

17 রসূল (ছ.)– এর অঅগের নবীদের শরীআত আমাদের জন্য হালাল নয়।

18 কোন জিন্দা বা মুর্দা ব্যক্তির তাকলীদ (বিনা-দলীল অনুসরণ) করা কারো জন্য জায়েজ হবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাধ্যমত ইজতিহাদ করার জন্য যত্নবান হতে হবে।

19 যে দীনী কোন বিষয় জানতে চাইবে, তাকে এটা জানার চেষ্টা করতে হবে যে, এ মাছআলায় আল্লাহর আদেশ কি? যদি সে মূর্খ হয়, তাহলে তার উপর ফরজ যে, রসূল আনীন বিষয়ে যে আলিম বেশি জানেন তার কাছে জানতে চাইবে। জওয়াব পাওয়া গেলে, আরো বলবে, এটা কি আল্লাহ বা তার রসূল বলেছেন? যদি আলিম বলেন, হা, তাহলে সে মোতাবেক আমল করবে। আর যদি সেই আলিম বলেন, উক্ত জওয়াব তার কিয়াছ বা অমুক ছাহাবী, তাবেয়ী বা ফকীহের উক্তি; অথবা সেই আলিম জওয়াব না দিয়ে চুপ থাকেন বা রেগে যান বা বলেন, আমি জানিনা, তাহলে জওয়াব মোতাবেক আমল করা যাবে না, অন্য আলিমকে ছওয়াল করতে হবে।

20 যদি কোন জায়গায় এমন দুইজন আলিম থাকেন যাদের একজন, হাদীছে অন্যজন কিয়াছে এক্সপার্ট, তবে হাদীছবিদকে ফতোয়া চাইতে হবে, কিয়াছবিদের কাছে নয়।

21 তাকলীদকারী যদি মাছআলার জওয়াব ঠিক প্রমাণ করতে পারেনও, তার চেয়ে যিনি নিরপেক্ষভাবে কুরআন হাদীছ ঘেটে ইজতিহাদ (পরিশ্রম) করে ভুল করেছেন তিনিই উত্তম।

22 ভিন্ন ভিন্ন উক্তিসমূহের মধ্যে মাত্র একটি উক্তি ঠিক, বাকীগুলি ভুল।

23 হুশিয়ার! কাফির, নাস্তিক ও যারা বেদলীল কথা বলে তাদের কথায় ধোকায় পড়ো না। আল্লাহ ও তার রসূল (ছ.)-এর নির্দেশ ছাড়া অন্য কিছুর মধ্যেই মঙ্গল নেই।

24 আল্লাহর দীন প্রকাশিত; এর মধ্যে কোন গোপন বিষয় (বাতিনী) নেই। যারা বেদলীল কথা অনুসরণ করতে দাওয়াত দেয় তাদেরকে ধার্মিক বলে বিশ্বাস করো না। আর যে দীনের কোন আংশকে গোপন বিষয় (বাতিনী) বলে দাবি করে তাকে জাদুকর বলে জানবে। জেনে রাখ রসূল (ছ.) শরীয়তের একটি কথাও গোপন করেন নি। শরীয়তের যেসব কথা তিনি তার বিবি, বেটি, চাচা, চাচাতো ভাই, ছাহাবী প্রভৃতির কাছে প্রকাশ করেছিলেন তার কোন অংশ তিনি শ্বেতাঙ্গ বা কৃষ্ঞাঙ্গ, এমনকি রাখালদের কাছেও গোপন করেন নি। রসূল (ছ.) মানুষজাতিকে যেসব বিষয়ে দাওয়াত করেছিলেন সেসব বিষয় ছাড়া তার মধ্যে কোন গোপনীয়তা ছিল না। রসূল (ছ.) দীনের কণামাত্রওকে গোপন করে থাকেন, তাহলে তিনি তাবলীগের ফরজ আদায় করেন নি। আর যে একথা বলবে সে কাফির।

25 অতএব মুসলিমগণ! হুশিয়ার! এমন প্রত্যেক কথা যা রসূল (ছ.)এর পথের দিশা দেয় না ও যার স্পষ্ট দলীল নেই এবং যে পথে নবী (ছ.) ও ছাহাবীগণ চলে গিযেছেন তার দিকে পরিচালিত করে না, সেসব কথা সম্পর্কে হুশিযারী! সব কল্যাণের সারংসার এই যে, তোমাদের পালনকর্তা স্পষ্ট আরবী ভাষায় কুরআনে যা বলেছেন, যে কিতাবে সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে, এবং যাতে কোন বিষয় বাদ দেয়া হয়নি, তা আকড়ে ধর এবং হাদীছওয়ালাদের বিশ্বস্ত বর্ণনা দ্বারা রসূল (ছ.)এর যেসব আদেশ নিষেধ প্রমাণিত হযেছে, তা মেনে চল তবেই তোমরা মহান পালনকর্তার রেজামন্দি হাছিল করতে পারবে।

**মুহম্মাদ মায়ছিরিনী**

মুহম্মাদ ইবনে আবী নাছর মায়ছিরিনী হুমাইদী (জ. 420হি./1029 খ্রি. মাজোরকা, স্পেন –ম. 488/1095 খ্রি. বাগদাদ) ইতিহাস ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে একজন মূর পণ্ডিত ছিলেন। তার পরিবার মূলত ছিল কর্ডোবাবাসী। গৃহযুদ্ধের জন্য তার বাবা সেখান থেকে Majorca দ্বীপে স্থানান্তরিত হন।

স্পেন থাকাকালীন মায়ছিরিনী ইবনে আব্দিল বার্র-এর সাগরিদ ছিলেন এবং তারা দোনোজন ইবনে হাজমের সাগরিদ ও বন্ধু ছিলেন। সে সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী মালিকীদের দ্বারা স্পেনে জাহিরীদের উপর নিপীড়নের দরুন মায়ছিরিনী 1056 খ্রি. সনে স্পেন থেকে পালিয়ে আসেন। প্রথমদিকে তিনি মক্কায় হজে যান, এরপর তিউনিসিয়া, মিসর ও দিমাশকে যান ও হাদীছ বিষয়ে লেখাপড়া করেন। অবশেষে মায়ছিরিনী বাগদাদে বসতি স্থাপন করেন।

উস্তাদ: ইবনে হাজম আন্দালুছী, কুরবায়ী, খতীব বাগদাদী, আবু উমর য়ুছুফ।

সাগরিদ: আবু বকর বিন মায়মূন, আমীর ইবনে মাকূলা।

মায়ছিরিনী হুমাইদী জামআ বাইনাছ ছহীহাইন ও তারীখে উন্দুলুছ নামে দুটি কিতাব লিখেন।

তিনি এক কাছীদায় বলেন,

আল্লাহর কিতাব আমার কওল,

হাদীছের যা ছহীহ তা আমার দীন।

............................

**ইবনে জাজলা**

ডা. য়াহয়া বিন ঈছা বিন জাজলা বাগদাদে নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টান পরিবারে জন্ম নেন। তিনি তার সময়ে জগতের সেরা চিকিৎসাবিদ ছিলেন। তিনি লেখেন চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক তাকভীমুল আবদান ফী তাদবীরিল ইনসান (*Dispositio corporum de constittutione hominis, Tacuin agritudinum*), আল মিনহাজ ফীল আদবিয়াতিল মুরাককাবা (Methodology of Compound Drugs)। [[26]](#footnote-26) পাশ্চাত্যে তিনি বিনগেজলা (Bingezla) নামে পরিচিত।

তিনি 466হি./1074খ্রি.সনে ইসলাম কবুল করেন। তিনি লেখেন রিসালাত ফী রাদ্দ আলাল নাছরানিয়া (খ্রিস্টান মতের খণ্ডন)।

ইবনে জাজলা 493/1100 সনে মারা যান।

**আবু তাহির ছিলাফী**

আবু তাহের আহমেদ ছিলাফী ইস্পাহানী ওরফে হাফিজ ছিলাফী (478হি./1085 খ্রি.-576/1180 খ্রি) একজন মুহাদ্দিছ ছিলেন। আবু তাহির ছিলাফী মুজাম মাশায়েখে ইছপাহান, মুজাম শুয়ুখ বাগদাদ এবং মুজাম ছফর -এই কিতাবগুলি লেখেন।

মুহম্মাদ মাহমুদ জয়তুন “হাফিজ সালাফী আশহার উলামায়িজ জামান” নামে তার একটি জীবনী লিখেছেন।

............................

**উম্মে মুহম্মাদ** **শুহদাহ বিনতে আহমাদ দিনূরী**

ফখরুননেছা শাইখা শুহদাহ বিনতে আহমাদ (484 হি. দিনাওয়ার - 574 হি. বাগদাদ) একজন মুহাদ্দিছ এবং লেখিকা ছিলেন। তিনি আল উমদা মিনাল ফাওয়ায়েদ নামে একটি হাদীছ সংকলন রচনা করেন।

উস্তাদ: আবু ফাওয়ারেছ, আবু তালহা নালী, আবুল-হাছান ইবনে আয়ুব, আবু খাত্তাব ইবনে বাতির, আব্দুল ওয়াহিদ বিন উলওয়ান, আহমদ বিন আবদুল কাদির, ছাবিত বিন বনদর এবং জাফর ছাররাজ।

সাগরিদ: ইবনে আছাকির, ছামআনী, আবুল-ফারাজ ইবনুল জওজী, আবদুল গনি, আব্দুল কাদির, ইবনুল আখদার, শেখ ইমাদ, শেখ বাহা, শিহাব বিন রাজিহ, তাজউদ্দীন, ইব্রাহিম বিন খায়ের, বাহাউদ্দিন ইবনে খুমাইজী, আবুল-কাছেম ইবনে কুমায়রা।

তিনি মুয়াত্তা মালিক, ইবনে শাজানের মাশীখাত, বারকানীর মুছহাফ, আহমাদ ইছমাইলীর মুজাম ইছমাইলী অধ্যয়ন করেন। ইবনুল আখদার তার থেকে মাশীখাত কিতাবটি লিখে নেন।

**আবুল-ফারাজ ইবনুল জওজী**

ইবনুল জওজী (510 হি./1116 খ্রি.- 597 হি./1201) ইসলামী চিন্তাবিদ| তিনি বাগদাদে বাস করতেন।

উস্তাদ: আবু ছাদ নিশাপুরী, উম্মে মুহম্মাদ শুহদাহ বিনতে আহমাদ।

সাগরিদ: আবুল ফাতহ খতীব.

তিনি দশ বছর বয়সে পহেলা খুতবা দেন এবং তের বছর বয়সে পহেলা কিতাব লেখেন। ইবনুল জওজী মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে সাবলীল লেখক ছিলেন। জাহাবী বলেন, “I have not known anyone amongst the ‘ulama to have written as much as he (Ibn al-Jawzi) did. তিনি 376টিরও বেশি কিতাব লেখেন। যেমন-

তাফছীর বিষয়ে-

জাদুল মাছীর ফী ইলমিত তাফছীর।

হাদীছ বিষয়ে-

gIhyqv‡Z Kexi, hv¤§yj nvIqv, wKZveyj Kzmmvm, Bjvgyj AvnBqv we AvMjvwZj BnBqv

আকীদা বিষয়ে-

Avi iÏy Avjv gyZvAvmwmwej Avbx`, AvZZvnKxK dx Avnvw`wmZ ZvjxK, ZvjexQy Bejxm

সীরাত, রিজাল ও ইতিহাস বিষয়ে-

Avj Iqvdv we AvnIqvwjj gymZvdv, ZvjKxû dznywg Avnwjj AvQvi, gvbvwKe Bgvg Avng`, gvbvwKe Bgvg kvwdqx, wmdvZzm mvdIqv, AvjgybZvRvg dx ZvwiL|

অন্যান্য বিষয়ে-

ছয়দুল খাতির, Avj gvbdvAvn dxj gvhvwnwej AvievAvn,

মওজুআতে কবীর জাল হাদীছ বিষয়ক মশহুর কিতাব। জাদুল মাছীর ফী ইলমিত তাফছীর কিতাবটিও জনপ্রিয়।

**জইনুদ্দিন ইরাকী**

হাফিজ জইনুদ্দিন ইরাকী (৭২৫হি./১৩২৫ -৮০৬ হি./১৪০৪ খ্রি.) ইরাকের একটি কুর্দি পরিবারে জন্ম নেন। আট বছর বয়সে কুরআন হিফজ শেষ করেন। তিনি হররোজ ইলমাম কিতাব (ইবনে দাকীকুল ঈদ রচিত) থেকে চারশত করে লাইন হিফজ করতেন। পরবর্তীতে তিনি কায়রোতে স্থানান্তরিত হন। তিনি তৎকালে একজন নেতৃস্থানীয় ফিকহের পণ্ডিত, বড় মুহাদ্দিছ, রিজালবিদ এবং শায়ের ছিলেন।

উস্তাদ: ইজ্জ ইবনে জামাআ, ছানজার জাওলী, ইবনে ছায়্যিদিন নাছ, ইবনুল লাব্বান।

সাগরিদ: ইবনে হাজার আছকালানী, হায়ছামী, আলী বিন আহমদ কলকাছুন্দী।

তাঁর রচিত যুগশ্রেষ্ঠ কিতাবের নাম “আল মুগনি আন-হামলিল আছফার ফিল আছফার ফি তাখরীজ মা ফিল-ইহইয়া মিনাল আখবার”। এই কিতাবটি সম্পন্ন করতে তের বছরের বেশি সময় লেগেছিল। পহেলা ও আসল কিতাবটি ১৩৫০ সালে লেখা শেষ করেন। ১৩৫৯ সালে তা আবার সংক্ষিপ্ত করেন। তিনি “মুকাদ্দিমা ইবনুছ ছালাহ-কে একহাজার লাইনের কাব্যরূপ দেন যা “আলফিয়াতু উলুমিল হাদীছ”বা “আলফিয়াতু ইরাকী”নামে পরিচিত। এছাড়া তিনি আরবাউন বুলদানিয়া, সীরাত নবুবিয়াহ (একহাজার লাইনের কাব্য), তাখরীজ আহাদীছ ইহিয়া লেখেন।

**ইবনে হাজার আছকালানী**

আহমদ বিন আলী বিন মুহম্মদ (জন্ম 773হি./১৩৭২ খ্রি. কায়রো –ম. 852হি./1449), ইবনে হাজার আছক্বালানী নামে মশহুর, একজন হাদীছ বিশারদ এবং ফকীহ। তার পরিবার আছকালানের অধিবাসী ছিল বলে তাকে আছকালানী বলা হয়, যদিও তাঁর জন্ম মিশরে।

তাঁর বাবা নুরুদ্দিন আলী ছিলেন একজন কবি এবং ফকীহ। শৈশবেই পিতা-মাতা উভয়কেই হারান। তাঁর এক মামা তাঁর কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন। তিনি সূরা মারিয়াম একদিনে হিফজ করেন। শৈশবেই তিনি পুরো কুরআন এবং আরো কিছু কিতাব হিফজ করেন।

উস্তাদ: ইজ্জ ইবনে জামাআ, হাফিজ জইনুদ্দিন ইরাকী, ইবনুল মুলাক্কিন, ছিরাজুদ্দীন বুলকিনী, হায়ছামী, তানুখী, আবু হাফছ উমর, আবু মুহম্মদ উমর বালছী, ইবনুল আল্লাফ (গণিতবিদ)।

সাগরিদ: ছাখাবী, বুরহানুদ্দীন হালাবী, ইবনে ফাহদ মাল্লী, কাছেম বিন কুতলুবুগা.

রচনাবলী: তাঁর রচিত কিতাবাদির সংখ্যা দেড় শতাধিক। নিচে তাঁর রচিত কিতাবের একটি তালিকা দেয়া হল:

হাদীছ বিষয়ে-

ফতহুল বারী: তাঁর রচিত বুখারী শরীফের সেরা ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

নুখবাতল-ফিকার ফী মুছতালাহি আহলিল-আছর

তালখীছ আল-হাবীর

ইমতা' বিল-আরবাঈনা আল-মুতাবায়িনাতি আল-ছিমা'

আল-দিরায়াহ্ ফী তাখরীজি আহাদীছিল-হিদায়াহ্

সীরাত, রিজাল ও ইতিহাস বিষয়ে-

তাহযীব আল-তাহযীব

আল-ইছাবাহ্ ফী তামায়ীজিছ-ছাহাবাহ

লিছানল-মীজান

তাকরীব আল-তাহজীব

ফিকহ বিষয়ে-

বুলূগুল-মারাম মিন আদিল্লাতিল-আহকাম

ইবনে হাজার আছকালানী (ইমতা বিল আরবাঈন কিতাবে) রেওয়ায়েত করেছেন, আমাদেরকে খবর দিয়ে হাদীছ বলেছেন আবু হাফছ উমর, হাদীছ বলেছেন আবুল ফাতহ খতীব, হাদীছ বলেছেন আবুল-ফারাজ ইবনুল জওজী, হাদীছ বলেছেন আবু ছাদ নিশাপুরী, হাদীছ বলেছেন আবু ছালিহ, হাদীছ বলেছেন আবু তাহির, হাদীছ বলেছেন আবু হামীদ বাজজাজ, হাদীছ বলেছেন আব্দুর রহমান বিন বাশশার, হাদীছ বলেছেন ছফিয়ান বিন উয়ায়না, তিনি আমর বিন দীনার থেকে, তিনি আবু কাবুছ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) থেকে, রসূল (ছ.) বলেন, জমীনে যারা আছে তাদের উপর রহম কর, তাহলে আছমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের উপর রহম করবেন। তিরমিজী হাদীছটিকে হাছান ছহীহ বলেছেন। (ইমতা বিল আরবাঈন, হাদীছ নং 1)

ইবনে হাজার আছকালানী (ইমতা বিল আরবাঈন কিতাবে) রেওয়ায়েত করেছেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবু মুহম্মদ উমর বালছী, খবর দিয়েছেন আবু বকর রাজী, খবর দিয়েছেন মুহম্মদ বিন ইছমাঈল খতীব, খবর দিয়েছেন য়াহয়া বিন মাহমূদ ছাকাফী, খবর দিয়েছেন আব্দুল করীম বিন আব্দুর রাজ্জাক, খবর দিয়েছেন আবু তায়্যিব আব্দুর রাজ্জাক, খবর দিয়েছেন আবু বকর মুহম্মদ মুকরী, খবর দিয়েছেন আবু বকর মুহম্মদ আত্তার, হাদীছ বলেছেন ইবরহীম জুবায়দী, হাদীছ বলেছেন ইছমাঈল বিন আইয়াশ, হাদীছ বলেছেন ইমাম আবু হানীফা নুমান, তিনি আবু ছুফিয়ান ছা’দী থেকে, তিনি আবু নাজরা থেকে, তিনি আবু ছাঈদ খুদরী (রা.) থেকে, রসূল (ছ.) বলেন, উম্মুল কুরআন ও তা ছাড়া তার সাথে আরো কিছু ছাড়া ছালাত ঠিক (ছালেহ) হয় না। (ইবনে হাজার আছকালানী বলেন,) এই হাদীছ উচু মানের মুত্তাছিল। হাদীছটি আবু ছুফিয়ান ছা’দী- মুহম্মদ বিন ফুজাইল-ইবনে কুরাইব সূত্রে ইবনে মাজাহ রেওয়ায়েত করেছেন। (ইমতা বিল আরবাঈন, হাদীছ নং 23)

জইনুদ্দিন ইরাকী বলেন, আমার সব ছাত্রের মধ্যে ইবনে হাজার হাদীছে বেশি জানে। (জাওয়াহির)

আবুল ফজল ইবনে শাহানা বলেন, ইবনে হাজারের খ্যাতি ব্যাপক এবং সারা জাহানের সব কর্ণারের মানুষ হাদীছ ও রিজাল শাস্ত্রে তার অনন্য অবস্থান মেনে নিয়েছে। এছাড়াও তিনি বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল লোক ছিলেন, ফলে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ফিকহী মাছআলা বের করার সক্ষমতা ছিল। (জাওয়াহির)

ছুয়ুতী বলেন, আমি তার খুতবা শোনা ও তার থেকে হাদীছ শোনার ফুরসত পাইনি। তবে আমি তার কিতাবাদি থেকে ফায়েদা নিয়েছি এবং তা বেশি বেশি কাজে লাগিয়েছি। হাদীছ শাস্ত্রের দুয়ার তিনি বন্ধ করে সীল করে দিয়েছেন। (লাহজ)

Dr. Aftab Ahmad Rahmani, বলেন, in the science known as ‘ulum al-hadith it is difficult to find an equal to Ibn Hajar among the scholars of religious sciences who succeeded him. (Rahmani, Life and Works of Ibn Hajar Asqalani)

পহেলা হিসসা খতম

রেফারেন্স

মালিক বিন আনাছ (179হি.), মুয়াত্তা, 1ম খণ্ড, (রিজাউল করীম ইসলামাবাদী কৃত বাংলা তরজমাসহ)

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, 2002খ্রি.

আহমদ বিন হাম্বল (241), মুসনাদে আহমদ, 1ম খণ্ড, (খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর কৃত বাংলা তরজমাসহ)

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

দারেমী (255), সুনান দারেমী, (খলিলুর রহমান কৃত বাংলা তরজমাসহ) মিনা বুক হাউস, ঢাকা, 2013.

বুখারী (256), ছহীহ বুখারী, 1ম খণ্ড, (সম্পাদনা পরিষদ কৃত বাংলা তরজমাসহ) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

মুসলিম (261), ছহীহ মুসলিম, 1ম খণ্ড, (সম্পাদনা পরিষদ কৃত বাংলা তরজমাসহ) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

আবু দাউদ (275), সুনান আবু দাউদ, 1ম খণ্ড, (ইয়াকুব শরীফ, আবু বকর সিদ্দীক, নূর মুহম্মাদ কৃত বাংলা তরজমাসহ)

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, 2006

Nasai (303), Sunan Nasai, [translation by Nasiruddin Khattab, tahqeeq by Zubair Ali Zai],

Darussalam Publicataions, Riyadh, 2007CE.

Nasai (303), Virture of the Quran, [translation of Fazail al-Quran by Anisur Rahman], Dhaka, 2016.

ইবনুল জওজী (597), জাদুল মাছীর ফী ইলমিত তাফছীর, দার ইহিয়াউত তুরাছ আলআরাবী, বৈরুত, 2002.

ইবনুল জওজী (597), মওজুআতে কবীর, দার কুতুবুল ইলমিয়াহ, বৈরুত, 1995.

ইবনে কাছীর (774), তাফছীর ইবনে কাছীর, (বাংলা তরজমা), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

ইবনে হাজার আছকালানী (852), তাহজীবুত তাহজীব, দারুল ফিকর, বৈরুত, 1984.

ইবনে হাজার আছকালানী (852), ইমতা বিল আরবাঈন, দারুল কুতুব ইলমিয়া, বৈরুত, 1997.

শাহ আব্দুল আজীজ দেহলভী (1159), বুছতানুল মুহাদ্দিছীন (বাংলা তরজমা), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

আব্দুল্লাহেল কাফী কুরাইশী (1960 খ্রি.), ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি, আলহাদীস প্রিন্টিং এন্ড

পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, 1963.

Dr. Aftab Ahmad Rahmani, Life and Works of Ibn Hajar Asqalani, Islamic Foundation, Dhaka, 2000.

http://muslimscholars.info

Dr. Rohi Baalbaki, Mawrid Arabic-English Dictionary, 7th edition, 1995.

Dr. Abu Ameenah Bilal Philips, Evolution of Fiqh, International Islamic Publishing House, 2005.

Ahmad Jamil Khan, Hundred Great Muslim, Library of Islam, DesPlaines, Illinois, U.S.A., 1987

Suhaib Hassan, An Introduction to the Science of Hadith, Al-Quran Society, London

আব্দুল করীম মুরাদ, মিন আতইয়াবিল মানহি ফী ইলমিল মুছতালাহ, (বাংলা তরজমা- আব্দুল খালেক),

তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, 2011

ড. জাকির হোসেন, তাফছীর চর্চায় তাবেয়ীগণের অবদান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, 2014.

ড. শফিকুল ইসলাম, হাদীছ চর্চায় মহিলা সাহাবীগণের অবদান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, 2010.

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, আসসুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ, 2008.

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাহে রেলায়াত (ষষ্ঠ এডিশন), আসসুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ, 2013.

এই লেখকের রচিত ও তরজমাকৃত কিতাবসমূহ:

1. একাধিক উপাস্য কি সত্য না সের্ফ এক উপাস্য?- জায়েদ লাইব্রেরী, 30-11-2011

2. তাজকিরায়ে সাহাবা 11-06-2013

3. তালবীছু ইবলীস (মূল আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী), 2014

4. কুরআনের ভাষ্যে মানুষের উৎপত্তি-কর্ম-পরিণতি, 21-01-2015

5. Mercy of the Worlds: Muhammad (pbuh), 01-04-2014

6. Surprises of the Quran, Jan, Feb, April 2008, Muslim Digest

7. জগতসমূহের জন্য রহমত, 05-04-2015

8. সাধক পরিচিতি, 09-07-2015

9. ফিতনার মাঝে করণীয় কী?- 01-09-2015

10. রহস্যময় দুনিয়ার আজব খবর (পহেলা হিসসা) 13-10-2015

11. সত্য কবুল করি মিথ্যা বর্জন করি, 15-12-2015

12. উপলব্ধি (পহেলা হিসসা) 01-03-2016

13. বাইবেলের কথা: যীশুর সুসংবাদ, 04-05-2016

14. খাসা পুরষ্কার মেলে যে-কাজে, 29-05-2016

15. জখীরায়ে হাদীস, 15-06-2016

16. Treasure Trove of Hadith, 17-06-2016

17. সবখানে আছে কোন না কোন মুসলিম কাহিনী, 17-06-2016

18. ছুওয়াইবাহ-কাবের হরফমালা 17-06-2016

19. Virtue of the Quran (Fazail al-Quran) (Imam Nasaai) ........

20. Modelling Stress-Strain of Chittagong Clay, 2007 Proceedings of ANZ Conference

on Geo-mechanics

21. Where Can We Find Pure Islam? .......

আবু ছুওয়াইবাহ আবু কাব আবু আরিম আনীসুর রহমানের জন্ম নাটোর জেলার শ্রীপুর গ্রামে। পিতা আব্দুল কুদ্দুস ছিলেন একটি কলেজের সহকারী অধ্যাপক। মাতা গৃহিনী। কারী ওয়াফেরুদ্দীন সাহেবের কাছে কিরাআত এবং মাওলানা সাইদুল ইসলাম ও মাওলানা আব্দুল গনীর কাছে আকীদা শিক্ষা। রাজশাহী কলেজ থেকে এইচএসসি, বিআইটি চট্টগ্রাম (1ম বর্ষ) ও বিআইটি রাজশাহী থেকে বিএসসি ইন সিভিল ইনজিনিয়ারিং এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট থেকে এমএসসি ইন জিওটেকনিকাল ইনজিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন। একটি উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত। শায়েখ আব্দুন নূর মাদানী ও শায়েখ নূরুল আবসার সাহেবের সোহবতে ইসলামী ফিকহ শিক্ষা। ছুওয়াইবাহ্, কাব ও আরিমের বাবা।

|  |
| --- |
| কিতাবটির কপিরাইট নেই।  যে কেউ এর মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান করতে পারবেন। |

|  |
| --- |
| **website: abukab. weebly.com** |

### أَبِي رِمْثَةَ

4435

سمانة بنت محمد بن موسى

**مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شِبْرًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ**

<http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4458&idto=4463&bk_no=52&ID=1561#docu>

<https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A>

আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহম্মাদ ইবনে আবী শায়বা

পিতা: মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম বিন উসমান

ভাই: উসমান ইবনে মুহাম্মাদ (আবী শায়বা), কাসেম ইবনে আবী শায়বা (মৃত্যু ~ 235 হি)

শিশু: ইব্রাহিম বিন আবি বকর বিন মুহাম্মদ

শিক্ষক: আবদুল সালাম বিন হারব ইবনে Salm Mala'i, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, জারীর ইবনে আব্দুল হামীদ রাযী, সুফিয়ান ইবনে Uyaynah, আলী ইবনে Ms'hr, Aabad ইবনুল Wam , Khlf বিন Khlyfh, আবদুল আযীয বিন আবদুল সামাদ, আলী ইবনে হাশিম ইবনে Burayd, উমর ইবনে উবাইদ ইবনে আবি উমাইয়া, মুহম্মাদ ইবনে উবাইদ Tanafasi, Ya'la ইবনে উবাইদ ইবনে উমাইয়া Tanafasi, Hashaym বিন Bashayr ইবনুল কাসিম, Waki, য়াহয়া ইবনে সাঈদ Qatan, ইসমাঈল বিন Ayyash বিন সালিম, আবদুল রহিম বিন সুলাইমান, মুহাম্মদ বিন Khazim Darir

ছাত্ররা: ইমাম মুসলিম, ইবনে সাদ, মুহাম্মাদ ইবনে য়াহয়া ইবনে ফারিস Dhahli, আবু জরা রাযী, أبو بكر بن أبي عاصم, بقي بن مخلد, الحسن بن سفيان, جعفر الفريابي, حامد بن شعيب, صالح جزرة, الهيثم بن خلف الدوري, عبيد بن غنام, মুহাম্মদ বিন সুলাইমান Baghandi, يوسف بن يعقوب النيسابوري, أبو القاسم البغوي

বর্ণনায়: সহীহ বুখারী: 19 সহীহ মুসলিম: 1175 সুনানে আবি দাউদ: 49 সুনানে নাসাঈ: 2 সুনানে ইবনে মাজাহ: 1021

আবু মুহাম্মদ আবদ ইবনে হামিদ বিন নসর আবু মুহাম্মদ

আবদ ইবনে হামিদ (170-249 হিজরিতে [গ্রেড: Thiqah]

শিক্ষক: জাফর ইবনে শূক বিন জাফর, হাম্মাদ ইবনে উসামা ইবনে বকর, ইয়াজিদ বিন হারুন, মুহাম্মাদ ইবনে আবী Fadayk আহমেদ বিন ইসহাক ইবনে যায়েদ, الحسن الأشيب, الحسين الجعفي, রূহু ইবনে উবাদা বিন আল'আলা, সাঈদ ইবনে আমির Dab'ai, আবদুর রাজ্জাক, আব্দুল সামাদ ইবনে আবদুল ওয়ারিছ বিন সাঈদ, উমার ইবনে Yonus ইবনুল কাসিম আলী ইবনে আসিম ইবনে এস'হাইব, মুহাম্মদ বিন Bashr ইবনুল Farafsa, মুহাম্মদ বিন বকর বিন উসমান Barsani, মুসআব ইবনে আল Mqdam Khth'my, উমর ইবনে সা'দ ইবনে উবাইদ আবু আমের Aqdi আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনে দাউদ ইবনুল Jarud, হিশাম ইবনে আবদুল মালেক Tayalasi, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে য়াযীদ, য়াহয়া ইবনে Aadm বিন সুলাইমান, য়াকুব ইবনে ইবরাহীম ইবনে সা'দ, Ya'la ইবনে উবাইদ ইবনে উমাইয়া Tanafasi, Yonus ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম, মুহাম্মদ বিন Fadl, মুসলিম বিন ইব্রাহিম Azdy, Fadl বিন Dakayn আবু Na'eem, ওবায়দুল্লাহ বিন মুসা বিন আবিল-মুখতার আবদুল্লাহ ইবনে য়াজিদ Advi, আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিমা Qa'nabi, দাহহাক বিন Mukhlad আবূ আসিম নাবিল,

ছাত্র /  
ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে য়াযীদ, سهل بن شاذويه, أبو معاذ العباس بن إدريس الملقب خرك, بكر بن المرزبان, سليمان بن إسرائيل الخجندي, شاه بن جعفر, عمر بن محمد بن عبد بن عامر أحد: الضعفاء  
বর্ণনায়: সহীহ মুসলিম: 294 জামি 'আল-তিরমিযী: 157

1. ইবনে উলাইয়া এটা বুঝিয়েছেন যে হাদীছের রাবী নির্ভরযোগ্য কিনা তা বলায় গীবত হয় না। কারণ নেককার লোকও হাদীছের রাবী হিসাবে নির্ভরযোগ্য না হতে পারেন। [↑](#footnote-ref-1)
2. রাবাব উম্মু রায়িহ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি অজ্ঞাত। তার থেকে হাফসাহ ছাড়া কেউ হাদীছ বর্ণনা করেনি। [↑](#footnote-ref-2)
3. ইবনুল জওজী বলেছেন, ïiyi w`‡Ki mydx m¤cÖ`vq KziAvb I mybœ‡Zi e¨vL¨vi Dci wbf©i Ki‡Zb| wKš‘ Zv‡`i Kg G‡j‡gi `iyb kqZvb Zv‡`i‡K †avKvq †d‡j| mydxev` Av‡M `ywbqvwegyLZv‡K eySvZ| c‡i Ggb †jvKRb Gi mv‡\_ hy³ nq hviv MvbevRbv‡K AbygwZ †`q| `ywbqv`vi I Av‡LivZ-mÜvbx †`v‡bv wKwQ‡gi ‡jvKB Zv‡`i mv‡\_ wf‡o‡Q| Av‡LivZ-mÜvbxiv Zv‡`i mv‡\_ wf‡o‡Q KviY Gi g‡a¨ `ywbqvwegyLZv Av‡Q| `ywbqv`viiv Zv‡`i mv‡\_ wf‡o‡Q KviY Gi g‡a¨ Mvb-evRbv Ggb wK bvP Ges Av‡iv A‡bK wkw\_jZv Av‡Q| (তালবীছু ইবলীস)

   ইবনুল জওজী বলেছেন, bexi hy‡M gymwjg I gywgb bv‡gi Pj wQj| Gici hvwn` (`ywbqvwegyL), Av‡e` (Bev`ZKvix) Gme bvg Pvjy nq| Gici wKQz‡jvK wbR©bevm ïiæ K‡i| [↑](#footnote-ref-3)
4. হাছান বুখারী, তিরমিজী, ইবনুল মাদীনী, দারাকুতনী বলেছেন হাছান বসরী ছামুরা থেকে হাদীছ শুনেছেন। নাছায়ী বলেছেন হাছান বসরী ইবনে আব্বাছ থেকে হাদীছ শুনেন নি। জমহুর মুহাদ্দিছের মতে হাছান বসরী আলী থেকে হাদীছ শুনেন নি। তবে ছুফীরা দাবি করেন যে হাছান বসরী আলী থেকে হাদীছ শুনেছেন। ........................ [↑](#footnote-ref-4)
5. নাবীজ হচ্ছে খেজুরের শরবত। বেশি সময় রেখে দিলে ফার্মেন্টেশন হয়ে তাতে মাদকতা আসে। তাই খেজুরের শরবত কম সময়ের বেশি না রাখতে আদেশ করা হয়েছে। [↑](#footnote-ref-5)
6. কাহিন শব্দটির মানে পুরোহিত(priest) [↑](#footnote-ref-6)
7. বনু ইছরাঈল গোত্রে জুরায়জ (Greg) নামে একজন বিখ্যাত সাধক ছিলেন যার কেসসা ছহীহ বুখারীর হাদীছে বলা হয়েছে।

   [↑](#footnote-ref-7)
8. যে নারী নিজে নিজের নিকাহ সম্পন্ন করবে তার নিকাহ বাতিল, তার নিকাহ বাতিল, তার নিকাহ বাতিল। এই হাদীছটি ইবনে জুরাইজ-ছুলায়মান বিন মূছা- জুহরী সূত্রে বর্ণিত। তিরমিজী হাদীছটি লেখার পর লিখেছেন একটি বর্ণনায় ইবনে জুরাইজ জুহরীকে এই হাদীছ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তিনি এই হাদীছটি চেনেন না। হাদীছ শাস্ত্রে দেখা যায় অনেক সময় ছিকাহ রাবী তার নিজের রেওয়ায়েত পরে ভুলে যান। এ বিষয়টিকে হাদীছ শাস্ত্রে ‘**মান হাদ্দাছা ও নাছিয়া**’ বলা হয়। [↑](#footnote-ref-8)
9. হাদীছটি মুরছাল, তবে হাছান। [↑](#footnote-ref-9)
10. ছুফিয়ান বিন উয়ায়না বলেন, আবু হানীফা আমাকে আহলে হাদীছ বানিয়েছেন। (হাদায়িকুল হানাফিয়া) [↑](#footnote-ref-10)
11. হাফ্ছ বিন গিয়াছ বলেন, আমি আবু হানীফার মজলিসে বসতাম। একটি মাছআলা সম্পর্কে ছওয়াল করা হলে তাকে সে বিষয়ে একদিনে পাচ রকম ফতোয়া দিতে শুনলাম। যখন আমি এটা দেখলাম, তখন তাকে ত্যাগ করলাম এবং হাদীছের দিকে মনোযোগ দিলাম। (তারীখে বাগদাদ, খ-13, পৃ-425, সনদ সহীহ)

    হতে পারে এটা ঐ সময় যখন তিনি পরিপক্ক হন নি। অথবা একই দিনে ভিন্ন দলীল পাওয়া বা দলীলের ভিন্ন ব্যাখ্যা মাথায় আসা।

    ফিকহের কিতাবে তার মত বদলানোর নমুনা পাওয়া যায়। যেমন বস্তুর ছায়া সমান ও দ্বিগুণ হওয়ার মধ্যবর্তী সময়টি সম্পর্কে চারটি মত: ১ এটি জোহর ওয়াক্তে শামিল। 2 এটি আছর ওয়াক্তেশামিল 3 এটি দোনো ওয়াক্তে শামিল ৪ একটি কোন ওয়াক্তেই শামিল নয়।

    ............ [↑](#footnote-ref-11)
12. আবু য়ুছুফ বলেন, যখন আবু হানীফা কোন মাছআলা বর্ণনা করতেন, তখন আমি কুফার শায়েখদের কাছে যেতাম, তার মাছআলার সমর্থক হাদীছ জমা করার জন্য। এরপর তাকে খুশি করার জন্য তাকে ঐসব হাদীছ শুনাতাম। তিনি এসব হাদীছের (সনদের) সমস্যা বলতেন এবং এগুলির দরকার নেই বলে জানাতেন। (মোল্লা আলী কারী)

    আবু য়ুছুফের এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, আবু য়ুছুফ নিরপেক্ষভাবে হাদীছ চর্চায় উৎসাহী ছিলেন না এবং তিনি ছিলেন অন্ধভক্ত। অবশ্য পরবর্তীতে আবু য়ুছুফ নিজ ইজতিহাদ করে আবু হানীফার এক-তৃতীয়াংশ মাছআলা পরিত্যাগ করেন। [↑](#footnote-ref-12)
13. আবু ছুফিয়ান ছাদী জঈফ রাবী। [↑](#footnote-ref-13)
14. কেউ কেউ বলেন ইমাম আওজায়ী এবং আবু হানীফার মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল। এই ঘটনার সনদ সহীহ নয়। [↑](#footnote-ref-14)
15. অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নাম ও কবরের আজাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে শরণ নিচ্ছি। [↑](#footnote-ref-15)
16. Av`g (Avt) †K gvwU w`‡q ˆZwi Kiv n‡q‡Q| wKš‘ gvwUi ˆZwi n‡jI Bbmvb‡K gh©v`v †`qv n‡q‡Q| gnvb Avjøvn e‡jb, Aek¨B Avwg Av`g mšÍvb‡K gh©v`v w`‡qwQ| (myiv eby BmivBj 17:70) gnvb Avjøvn e‡jb, Zzwg ej, Avwg †Zvgv‡`i gZB Bbmvb, Avgvi Dci Inx nq †h †Zvgv‡`i Dcvm¨ GK Dcvm¨| (myiv Kvnd 18:110) gnvb Avjøvn e‡jb, Zzwg ej, Avwg ewj bv †h Avgvi Kv‡Q Avjøvni LvRvbvmg~n Av‡Q| Avwg Mv‡qe Rvwb bv| Avi Avwg GI ewj bv †h Avwg †d‡ikZv| (11:31)] [↑](#footnote-ref-16)
17. হাদীছটি মুরছাল, তবে হাছান। [↑](#footnote-ref-17)
18. এ বিষয়ে আরেকটি হাছান হাদীছ: আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, নবী তাঁকে কুরআনের মধ্যে পনেরটি ছিজদা আছে বলে শিক্ষা দিয়েছেন। মুফাসসালের মধ্যে তিনটি, সূরা হজ্জের মধ্যে দুটি। (আব দাউদ ১৪০১) [↑](#footnote-ref-18)
19. মুবারক (রহ.) ছিলেন একজন গোলাম যাকে তার মনিব একটি আনারের বাগানে কাজে নিয়োগ করেছিলেন। একদিন মনিব তাকে একটি টক আনার আনতে বলেন। মুবারক একটি আনার আনেন যা ছিল মিষ্টি। মনিব বললেন, তুমি জান না কোন গাছের আনার চক আর কোন গাছের আনার মিষ্টি? মুবারক বললেন, আপনি আমাকে বাগান দেখাশোনার জিম্মাদারি দিয়েছেন, ফল খাওয়ার অনুমতি দেননি। (বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন) [↑](#footnote-ref-19)
20. Ggb eY©bvI Av‡Q, hLb Be‡b gvmD` (iv) mvjvZ ïiy Ki‡Zb ZLb Zuvi `yB nvZ DVv‡Zb Ges hLb wZwb iyKz Ki‡Zb Ges iyKz †\_‡K gv\_v DVv‡Zb| (evqnvKx) AZGe eySv hv‡”Q †h ïay c‡njvevi nvZ DVv‡bv Rv‡hh (ˆea) Avi cÖ‡Z¨K DPz-wbPz nIqvi mgq nvZ DVv‡bv mybœZ| Be‡b gvmD` (iv) Gi †`Lv‡bv mvjvZB GKgvÎ mvjvZ bq| †Zgbfv‡e Be‡b gvmD` (iv) Gi Zvkvnny` GKgvÎ Zvkvnny` bq| Zvkvnny` Av‡iv wfbœ k‡ã mnxn mb‡` cvIqv hvq| †h †KvbwU cov †h‡Z cv‡i| [↑](#footnote-ref-20)
21. হাদীছটির সনদসমূহ দেয়া হলো:

    |  |  |  |  |  |  |  |  |
    | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
    | **ওয়ায়েল বিন হুজর হাদরামী (রা.)—»** | আলকামা বিন ওয়ায়িল**—»** | মুছা বিন উমাইর**—»** | **ইবনে মুবারক—»** | ছুওয়ায়দ ইবনে নাছর**—»** | নাছায়ী (হা.887) |  |  |
    | ওয়াকী**—»** | আহমদ |  |  |  |
    | ইবনে আবী শায়বা |  |  | শায়েখ আবু আওয়ামা পুরানাতম পান্ডুলিপি তুলনা করে দেখেছেন, আটটি পান্ডুলিপিতে ‘নাভীর নিচে’ কথাগুলি নেই। দুইটিতে নাভীর নিচে কথাগুলি আছে। |
    | হাজার বিন আবীল আছ—**»** | ছালামা বিন কুহাইল**—»** | শুবা**—»** | মুহম্মদ বিন জাফর**—»** | আহমদ |  |
    | আব্দুল জব্বার বিন ওয়ায়িল**—»** | মাছঊদী—» | ওয়াকী—» | আহমদ |  |  |  |
    | আবু ইছহাক—» | জুহরী—» | হাছান বিন মূছা—» | আহমদ |  |  |
    | আবু নুআইম—» | দারেমী |  |  |
    | মুহম্মদ বিন জুহাদা—» | হাম্মাম—» | আফফান—» | আহমদ |  |  |
    | জুহাইর—» | **মুসলিম** |  |
    | কুলাইব**—»** | আছিম—» | জায়িদাহ—» | আ. ছামাদ—» | আহমদ |  |  |
    | আবুল ওলীদ—» | হাছান বিন আলী—» | আবু দাউদ |  |
    | **ইবনে মুবারক**—» | ছুওয়ায়দ ইবনে নাছর—» | নাছায়ী (হা.887) |  |
    | শুবা—» | আছওয়াদ**—»** | আহমদ |  |  |
    | বিশর—» | মুছাদ্দাদ—» | আবু দাউদ |  |  |
    | ইবনে ইদরীছ—» | ইবনে ছাঈদ—» | **ইবনে খুজাইমা (**হা. **477)** |  | ইবনে খুজাইমা 477 ও 478তম হাদীছে ‘বুকের উপর’ কথাটি নেই। ৪৭৯তম হাদীছে ‘বুকের উপর’ কথাটি অতিরিক্ত আছে। মুআম্মাল বিতর্কিত রাবী। |
    | ইবনে ফুজাইল—» | হারূন—» | **ইবনে খুজাইমা (**হা. **478)** |  |
    | ছুফিয়ান ছওরী—» | মুআম্মাল.বিন ইছমাইল—» | **ইবনে খুজাইমা** **(**হা. **479)** |  |
    | ইবনে ওয়ালীদ—» | আহমদ |  |  |

    আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেন হাদীছ বলেছেন আবূ তাওবা, তিনি হাইছাম বিন হুমাইদ থেকে, তিনি ছাওর থেকে, তিনি ছুলায়মান বিন মূছা থেকে। তাউছ বলেন, রসূলুল্লাহ (ছ.) ছালাতরত অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে তা নিজের বুকের উপর বেঁধে রাখতেন। (আবু দাউদ 759)

    হাদীছটি মুরসাল যার মানে তাউছ বলেন নি তিনি কোন্ সাহাবীর কাছ থেকে হাদীছটি শুনেছেন। তবে সব রাবীগণ বিশ্বস্ত। আবু দাউদ হাদীছটি বর্ণনা করে কোন বিরূপ মন্তব্য করেন নি।

    আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেন আমাদেরকে হাদীছ বলেন মুহম্মাদ ইবনু মাহবূব, তিনি হাফ্ছ বিন গিয়াছ থেকে, তিনি আব্দুর রহমান বিন ইছহাক থেকে, তিনি জিয়াদ বিন জায়েদ থেকে, তিনি আবূ জুহাইফা (রা.) থেকে। আলী (রা.) বলেন, ছালাতরত অবস্থায় নাভির নীচে বাম হাতের তালুর উপর ডান হাতের তালু রাখা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আবু দাউদ হাদীছটি বর্ণনা করে মন্তব্য করেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বলকে বলতে শুনেছি আব্দুর রহমান বিন ইছহাক জঈফ। হাদীছটি যঈফ। [↑](#footnote-ref-21)
22. যে বছরে ইয়েমেনের সুলতান আবরাহা তার হাতীবাহিনী নিয়ে কাবাঘর হালাক করতে আসে সে বছরই নবী (ছ.)-এর জন্ম। [↑](#footnote-ref-22)
23. ছিজিস্তান পাকিস্তান-ইরান সীমান্তে একটি এলাকা। ...... ... .... ..., [↑](#footnote-ref-23)
24. এই সংখ্যাটি নিশ্চিত নয়। কারণ ...... ... .... ..., [↑](#footnote-ref-24)
25. মুনতাছিবভাবে ইজতিহাদ মানে অন্য ইমামের মূলনীতি অনুসরণ করে ইজতিহাদ করা আর এই ইজতিহাদে ফল সে ইমামের ফতোয়ার বিপরীতও হতে পারে। [↑](#footnote-ref-25)
26. দুটি বইই লাটিন ভাষায় তরজমা করা হয়। [↑](#footnote-ref-26)